সাহিত্য-পরিষদ্‌ গ্রন্থাবলী—সং ৪৩

বাঙ্গালা

প্রাচীন পুথির বিবরণ

(বীরভূম—'রতন-লাইব্রেরী'তে
সংগৃহীত)

দ্বিতীয় খণ্ড—প্রথম সংখ্যা

শ্রীশিবরতন মিত্র
সঙ্কলিত

কলিকাতা

২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দির হইতে
শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২৬

মূল্য—		
	সদস্য পক্ষে	।০
	শাখা-সভার সদস্য পক্ষে	।৵০
	সাধারণ পক্ষে	॥০

ভূমিকা

আমার "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" নামক গ্রন্থে বঙ্গভাষার পরলোকগত যাবতীয় সাহিত্য-সেবকগণের জীবনী ও রচনাদর্শ-সম্বলিত বর্ণানুক্রমিক চরিতাভিধান গ্রন্থ সঙ্কলন জন্য, প্রায় তেইশ চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে, আমি বঙ্গভাষায় লিখিত প্রাচীন পুথি-সংগ্রহ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হই। তদবধি এই সংগ্রহ-কার্য্যে কখনও শিথিল-প্রযত্ন হই নাই; পরন্তু সমধিক উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতেছি। 'রতন' লাইব্রেরীর ক্ষুদ্র নিকেতন, পুথি-সম্ভারে ক্রমেই ভরিয়া উঠিতেছে—'সাহিত্য-সেবক' গ্রন্থের উপকরণও পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় দশ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এই সকল পুথির বিবরণ 'সাহিত্য-সেবক' গ্রন্থে যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতেছিল—তখন অন্যভাবে প্রকাশিত করিবার অভিপ্রায় ছিল না। আমাদের 'বীরভূমি' পত্রিকা ১৩০৭ সালে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে, কতকগুলি পুথির বিবরণ উহাতে প্রকাশিত করিতেছিলাম। এই সময় মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম্ এ, সি আই ই মহোদয়, এসিয়াটিক সোসাইটির পক্ষ হইতে পুথি সংগ্রহ করিবার জন্য, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাখালদাস কাব্যতীর্থ মহাশয়কে সিউড়ী প্রেরণ করেন। তাঁহাকে আমি—'জয়দেবচরিত্র,' 'অর্জ্জুনগীতা,' 'দণ্ডীপর্ব্ব' (রাজারাম দত্ত), 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' (পরশুরাম), 'মনসামঙ্গল' (বিষ্ণু পাল), 'মোহমুদ্গর,' 'বিহদ্ বিরাট' (সারন কবি), 'ধর্ম্মপুরাণ' (ময়ূর ভট্ট), 'ধর্ম্মপুরাণ' (শ্যাম পণ্ডিত), 'অর্জ্জুন-সংবাদ' ও 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস'—এই ১১খানি পুথি সংগ্রহ করিয়া দিই। ইহার মধ্যে প্রথমোক্ত 'জয়দেব-চরিত্র' গ্রন্থখানি পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে—পরিষদ্‌গ্রন্থাবলীর ইহাই প্রথম গ্রন্থ। অবশিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে, বিষ্ণুপাল-বিরচিত 'মনসামঙ্গল' বা ময়ূরভট্ট-বিরচিত 'ধর্ম্মপুরাণ' প্রভৃতি বহু মূল্যবান্ গ্রন্থাবলীর আর কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই। তবে এই পুথিগুলি এসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত মহাশয়কে হস্তান্তরিত করিবার পূর্ব্বে আমি উহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া 'বীরভূমি' পত্রিকায় (১৩০৭ সাল—২০৪, ২২১ ও ২৬৬ পৃষ্ঠা) প্রকাশিত করিয়াছিলাম। 'প্রবাসী' ও 'ভারতবর্ষ' পত্রেও কয়েকখানি অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই ভাবে 'রতন' লাইব্রেরীতে প্রাচীন পুথি সংগ্রহের কথা, সাহিত্য-সমাজে অল্পাধিক পরিমাণে প্রচারিত হইতে থাকে। সুতরাং আমাদের সদাশয় সুহৃৎ স্বর্গীয় ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয়ের সতর্ক দৃষ্টি আমার সংগৃহীত পুথিগুলির উপর পতিত হইতে অধিক বিলম্ব হইল না। তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে ১৩২১ সালে ৩০শে ফাল্গুন তারিখে আমায় লিখিলেন,—

"সম্প্রতি পরিষৎ 'প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ' নাম দিয়া খণ্ডশঃ অমুদ্রিত পুথির বিবরণগুলি প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। * * আপনার লাইব্রেরীতে বহু পুথি সংগৃহীত আছে। এইগুলির বিবরণ বাহির হইয়া যাওয়া উচিত। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক পুথির বিবরণগুলি ক্রমশঃ লিখিয়া পাঠান, আমরা 'রতন লাইব্রেরীতে সংগৃহীত পুথির বিবরণ' নাম দিয়া স্বতন্ত্র পত্রাঙ্ক দিয়া ছাপিয়া দিব। পুথির বিবরণগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশিত হওয়া এখন আর কর্ত্তব্য নহে। এখন এক স্থানে যাহাতে সকল জিনিসের সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা করা কর্ত্তব্য।" ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, আমি ব্যোমকেশ বাবুর প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, কয়েক শত পুথির বিবরণ ক্রমশঃ পাঠাইয়া দিই এবং অমুদ্রিত পুথির বিবরণগুলি অন্যত্র প্রকাশিত করিতে বিরত হই। কিন্তু মহাসমর উপলক্ষ্যে মুদ্রণোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যাদি দুর্ম্মূল্য হওয়ায়, মাত্র দুই শত পুথির বিবরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত হইয়া গেল। সুতরাং আমার 'রতন' লাইব্রেরীতে সংগৃহীত প্রায় দুই সহস্রাধিক পুথির বিবরণ একত্র প্রকাশিত করিবার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া, পরিষৎ আপাততঃ দুই শত পুথির বিবরণ সহ প্রথম খণ্ড প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। আশা করি, পরিষৎ অচিরে অবশিষ্ট খণ্ডগুলি প্রকাশিত করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

আমার লাইব্রেরীতে যে সকল বাঙ্গালা পুথি সংগৃহীত ও সংরক্ষিত আছে, আপাততঃ সেই সকল পুথির বিবরণই লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত হইতেছে। যে সকল পুথি হস্তগত করিতে পারি নাই, কেবলমাত্র পরিচয় লিখিয়া লইয়াছি, সেই সকল বিবরণ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইবে।

পুথিসংগ্রহ-কার্য্যে আমার সদাশয় বাল্য-সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ বি এল (Vakeel and Legal Member, E. I. R.) শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ রায়, শ্রীহরবল্লভ দাস, শ্রীহৃষীকেশ সাধু, শ্রীহরি[illegible]দাস চট্টোপাধ্যায়, শ্রীআশুতোষ সরকার, শ্রীনিত্যরঞ্জন হালদার, শ্রীবিপত্তারণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুগলকিশোর মিত্র, শ্রীপ্রমথনাথ বক্সী প্রভৃতি আমায় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন—তজ্জন্য আমি ইঁহাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি

'রতন' লাইব্রেরী, বীরভূম,
১৪ই ফাল্গুন, সন ১৩২৬ সাল

শ্রীশিবরতন মিত্র

বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ

১। উজ্জ্বলচন্দ্রিকা। *

রচয়িতা—শচীনন্দন বিদ্যানিধি

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-বিরচিত "উজ্জ্বল-নীলমণি" নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত চানক গ্রামনিবাসী 'দ্বিজবর কুলজাত' শচীনন্দন বিদ্যানিধি মহাশয়, মূল "উজ্জ্বল-নীলমণি" গ্রন্থ ও তাহার শ্রীজীব গোস্বামি-বিরচিত 'লোচনরোচনী' নাম্নী এবং শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-বিরচিত 'আনন্দ-চন্দ্রিকা' নাম্নী টীকার সমন্বয় করিয়া ভাষাকবিতায় তাহা 'স্পষ্টীকৃত' করিয়াছেন।

বিদ্যানিধি মহাশয় চানকের সন্নিকট লাখুড়িয়া গ্রামনিবাসী বর্দ্ধমানরাজ তেজশ্চন্দ্রের সভাসদ্ উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভব নবকিশোর দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হরিদত্তের আদেশে 'আনন্দ সংকারে' ১৭০৭ শক বা ১৭৮৫ খ্রীঃ পৌষ মাসের ১০ই তারিখ রবিবার, "উজ্জ্বলচন্দ্রিকা" গ্রন্থের রচনা সমাধা করেন। আমরা এই হরিদত্তের পৌত্র মাধবেন্দ্র দত্তের ভাগিনেয়, বীরভূম অন্তর্গত বাতিকারনিবাসী জমীদার ৺মুকুন্দলাল সিংহ মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থের ১২৬৯ সালের লিখিত একটি প্রতিলিপি প্রাপ্ত হই।

বিদ্যানিধি মহাশয়ের স্বগ্রামনিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্ এ মহোদয়ের নিকট শুনিয়াছি, বিদ্যানিধি মহাশয় বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু তৎসমুদয় এখন আর উদ্ধার করিবার আশা নাই।

"উজ্জ্বলচন্দ্রিকা" গ্রন্থখানি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে বিভক্ত;—(১) নায়কভেদ প্রকরণ, (২) নায়ক-সহায় প্রকরণ, (৩) হরিপ্রিয়া প্রকরণ, (৪) বৃন্দাবনেশ্বরী প্রকরণ, (৫) নায়িকাভেদ প্রকরণ, (৬) দূতীপ্রকরণ, (৭) হরিবল্লভা প্রকরণ, (৮) উদ্দীপনাভাব বিবৃতি, (৯) অনুভাববিবৃতি, (১০) সাত্ত্বিকভাববিবৃতি, (১১) ব্যভিচারী ভাববিবৃতি, (১২) স্থায়ী ভাববিবৃতি, (১৩) শৃঙ্গার-ভেদবিবৃতি এবং (১৪) সম্ভোগ-প্রকরণ।

গ্রন্থের অধ্যায়-বিভাগ দৃষ্টে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, গ্রন্থকার শ্রীকৃষ্ণের লীলাবর্ণনচ্ছলে সাঙ্গোপাঙ্গ শৃঙ্গার-রস-নির্ণয়, ভক্তি প্রভৃতি স্থায়ী ভাবনির্ণয়, কৃষ্ণপ্রেমবিবৃতি প্রভৃতি বিষয়ের বিশদরূপ আলোচনা করিয়াছেন। মূল সংস্কৃত "উজ্জ্বলনীলমণি" গ্রন্থে আলোচ্য বিষয়ের সূত্র এবং তৎসমুদয় পরিস্ফুট করিবার জন্য বৈষ্ণব গোস্বামিগণের সংস্কৃত গ্রন্থনিচয় হইতে শ্রীকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক প্রত্যেক শ্লোকের পরিপোষক সংস্কৃত পদাবলী উদ্ধৃত হইয়াছে। বিদ্যানিধি মহাশয় তৎসমুদয়ের অতি সুন্দর ও সরল পদ্যানুবাদ করিয়া অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।†

* এই গ্রন্থখানির বিস্তৃত বিবরণ "বীরভূমি" পত্রিকায় ১ম বর্ষের (নব পর্য্যায়) ২য় খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

† আমাদের অনুরোধক্রমে শ্রদ্ধেয় সুহৃৎ রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় তাঁহার "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়" নামক কলিকাতা ইউনিভার্সিটি কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুবৃহৎ সংগ্রহ-গ্রন্থে "উজ্জ্বলচন্দ্রিকার" প্রথম অধ্যায় সমগ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন।

আরম্ভ,—

শ্রীরূপগোস্বামীবিরচিতোজ্জ্বলনীলমণি তৎ-ভাষায়াং লিক্ষতে। যৎকৃপালেশমাত্রেণ ইত্যাদি।

এই শ্লোক হয় গ্রন্থের মঙ্গলাচরণ।
তিন প্রকার ব্যাখ্যা তাথে করেন মহাজন॥

অথ প্রথমং

নামে রসজ্ঞের গণ কৈল আকর্ষণ।
রসজ্ঞ শব্দে কহে ইহা ব্রজদেবীগণ॥
সামান্যে ত স্বপর্য্যন্ত রসিক আকর্ষিলা।
অতএব সর্ব্বোৎকৃষ্ট হরি এই ধ্বনি হৈলা॥
নিজ পিতা নন্দের ভাবের উদ্দীপন।
নিজরূপে সবাকার আনন্দ কারণ॥
সনাতন শব্দে কহে সচ্চিৎ আনন্দ।
সেই আত্মা যার সেই হয়েন গোবিন্দ॥
এই ত প্রথম অর্থ করিল প্রচার।
সনাতন পক্ষ আছে গৌর পক্ষ আর॥
সে সব ব্যাখ্যাতে গ্রন্থ হয়ত বিস্তার।
সেই ভয়ে এই অর্থ না করি প্রচার॥
পূর্ব্ব গ্রন্থে * বর্ণিয়াছেন মুখ্য রসগণ।
বিস্তারি মধুর রস না কৈল বর্ণন॥
বড়ই রহস্য তাহা ইহা বিস্তারিলা।
কেহ কেহ পাণ্ডিত্যের শক্তিতে বুঝিলা॥
তবে যেই মতে বুঝে সম্প্রদায়গণ।
সেই লাগি ভাষা করি করিব বর্ণন॥
ইহা যদি মোহান্তের কৃপালেশ হয়।
তবেত হইবে গ্রন্থ জানিহ নিশ্চয়॥
পরে যেই বিভাবাদি করিব বর্ণন।
তাহাতে মধুরা রতি হয় আস্বাদন॥
আস্বাদিত হইলে তারে কহি ভক্তিরস।
নামেতে মধুর হয় কৃষ্ণ যার বশ॥
বিভাবের নাম হয় দুইত প্রকার।
আলম্বন এক নাম উদ্দীপন আর॥
উজ্জ্বলের আলম্বন ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
আর কৃষ্ণপ্রিয়াগণ হয় আলম্বন॥

তত্র কৃষ্ণ যথা—

যাকর পদদ্যুতি দরশনে নিগরব
কোটি কোটি মনমথ ভেল।
কুটিল দৃগঞ্চল বিদগধি বিহরলি
ত্রিভুবন মন হরি নেল॥
অভিনব জলধর সুন্দর আকৃতি
করতহি পরম বিহার।
ত্রিজগত যুবতীক ভাগি বর সাধন
মূরতি সিদ্ধি অবতার॥
সো অব নন্দকি নন্দন নাগর
তোহে করু আনন্দ ভোর।
শ্রীশচীনন্দন ও নব মাধুরী
বরণি না পাওল ওর॥

গ্রন্থ হইতে যথেচ্ছ দুই এক স্থল হইতে দৃষ্টান্ত সহ সূত্রানুবাদ উদ্ধৃত হইল।

রূপ—

অলঙ্কার বিনা অঙ্গ যাথে বিভূষিত।
রূপ বলি কহে তারে রসিক পণ্ডিত॥

যথা— রাইক অলকা চিকুর বিলাসে।
কস্তুরী পত্রক কমল বিলাসে॥
রাইক চঞ্চল নয়ন-তরঙ্গ।
শ্রুতিযুগ কুবলয় দ্যুতি করু সঙ্গ॥
ও মুখ মৃদু মৃদু হাস পরচার।
যাহে বিফল যেন রতনকি হার॥
সুন্দর রাইক অঙ্গকি মাঝ।
আভরণগণ সব পাওল লাজ॥

লাবণ্য—

মুক্তা জিনি অঙ্গকান্তি করে ঝলমল্।
তাহারে লাবণ্য কহে রসিক সকল॥

---

* শ্রীমদ্রূপগোস্বামি-বিরচিত "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" নামক গ্রন্থ।

যথা—শ্রুতিমূলে এক বচন কহি সুন্দরী
তুহু তাহে করু অবধান।
কাঁহে অধোবদন হোই তুহু বৈঠলি
অসময়ে বিরচিলে মান ॥
দেখ হরি হৃদয় উপরি ইহ বিলসই
তু নহে আন কেহ নারী।
নিরমল দরপন সদৃশ হরি বক্ষসি
ও প্রতিবিম্ব তোহারি ॥

সৌন্দর্য্য—
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেই সুষ্ঠু সন্নিবেশ।
কবিগণ কহে তাহে সৌন্দর্য্য বিশেষ ॥
যথা—মুখ জিনি পূর্ণচন্দ্র বিম্ব জিনি কুচদ্বন্দ্ব
ভুজ দুই আনত কন্ধর।
মধ্য মুষ্টি-পরিমিত শ্রোণী অতি বিস্তারিত
উরু দুই অতি গুরুতর ॥
রাই, তোর রূপ ভুবনের সার।
কিবা এই তনুখানি কোমল নবনী জিনি
উপমা দিবারে নাহি আর ॥

শোভা—
রূপের সৌভাগ্য হয় অঙ্গ বিভূষণ।
রসশাস্ত্রে শোভা বলি কহে কবিগণ ॥
যথা সুবল প্রতি শ্রীকৃষ্ণবাক্য—
রত্নতুল্য অঙ্গুলে ধরি কদম্বের ডালে
কুঞ্জ ছাড়ি বিশাখা আইল।
দুই আঁখি ঢুলুঢুল এলায়ে পড়েছে চুল
সেই রূপ মনেতে রহিল ॥

দীপ্তি—
বয়োদেশ কাল গুণে কান্তির বিস্তার।
অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হলে দীপ্তি নাম তার ॥
যথা—চাঁদের কিরণমালা বিপিন করেছে আলা
সুগন্ধি পবন বহে মন্দ।
রাই অঙ্গ ঝলমল দূরে গেছে শ্রম-জল
অতিশয় শোভে মুখ-চন্দ ॥

দেখ রাই নিকুঞ্জ ভিতরে।
অলস তরঙ্গ অঙ্গে বসি আছে শ্যাম সঙ্গে
সৌন্দর্য্যে কানুর মন হরে ॥

মাধুর্য্য—
সর্ব্ব অবস্থাতে যে চেষ্টার চারুতা।
রসশাস্ত্রে হয় ত মাধুর্য্য বলি প্রথা ॥
যথা—দক্ষিণ কর হরি কন্ধে আর ভুজ শ্রোণীবন্ধে
দুই পদ ছন্দ প্রায় দেখি।
অল্প মুখ নত করি রসারম্ভে ফিরি ফিরি
কিবা শোভা করে শশিমুখী ॥

প্রেম—
ধ্বংসের কারণে যার না হয় ধ্বংসন।
প্রেম হয় সেই দোঁহার ভাবের বন্ধন ॥
যথা—তোমারি শপথ মোরে আমি করি ধর্ম্মাচারে
তাথে মোর কিছু নাহি দোষ।
কত কুবচন বলি আমি তোরে দিএ গালি
তুমি মোরে মিছা কর রোষ ॥
সখি, বড়ই নিঠুর পরাণ তার।
পথ আগলিয়া রহে আমি কি করিব তাহে
গৃহপতি করু প্রতিকার ॥

স্নেহ—
প্রেমের পরমকাষ্ঠা জ্ঞানোদ্দীপন।
হৃদয় দ্রবয়ে স্নেহ কহে কবিগণ ॥
এই স্নেহ উদয় করয়ে যার মনে।
তার আশা নাহি পুরে কৃষ্ণ দরশনে ॥
যথা—কৃষ্ণের বদন-বিধু তাহার কেবল সীধু
তাতে রাধা-নয়ন চকোর।
পুনঃ পুনঃ পান করে তভু নাহি ছাড়ে তারে
সীধু পানে হইয়াছে ভোর ॥
অদভুত লাগিল দেখিয়া।
পেট ভরি সুধা খায় অশ্রু ছলে উগরায়
তভু পিয়ে উন্মত্ত হইয়া ॥

মান—
স্নেহের উৎকর্ষে হয় মাধুর্য্য নূতন।
তাথে অদাক্ষিণ্যে মান কহে বুধগণ ॥

যথা—তোমার সুরভি বায় পথে ধূলি উড়ে তায়
সেই ধূলি নয়নে লাগিল।
তাথে মোর আঁখি ঝুরে মুখানিলে কিবা করে
ইহা বলি ভুরু বাঁকাইল॥

প্রণয়—

মানেতে বিশ্বাস হলে হয়ত প্রণয়।
এই মত রসশাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

রাগ—

প্রণয় উৎকর্ষে দুঃখ সুখ সম হয়।
রাগ বলি রসশাস্ত্রে কবিগণ কয়॥

অনুরাগ—

সদা দৃষ্ট কৃষ্ণে দেখে নূতন নূতন।
রাগ নব নব হয়া অনুরাগ পুনঃ॥

ভাব—

অনুরাগ আপনি যদি হয় প্রকাশিত।
যাদবাশ্রয় বৃত্তিভাব হয়ত বিদিত॥

গ্রন্থশেষে—

অতুল্য অপার সেই মধুর রসসিন্ধু।
তটস্থ হইয়া পাইলু তার এক বিন্দু॥
তার কিছু স্পষ্ট করি করিলু বিস্তার।
নিঃশেষে বর্ণন করে হেন শক্তি কার॥
শ্রীরূপ গূঢ় অর্থ করি লোকে জানাইল।
তার কিছু অর্থ মুঞি প্রকটন কৈল॥
এই রস যেই জন রসিক হইবে।
পরম আদর করি ইহারে জানিবে॥
নির্ব্বুদ্ধির হাতে না করিহ সমর্পণ।
একে আর লেখি করে অর্থ বিনাশন॥

ইহার পর কয়েকটি স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোক দ্বারা বিদ্যানিধি মহাশয় গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়াছেন। শেষ শ্লোকে গ্রন্থ-রচনার কাল-নির্দ্দেশ আছে। রচনা-কাল পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থের পরিশিষ্টাংশে মাধব নামক এক ব্যক্তি গ্রন্থে অমুল্লিখিত অংশ অতি সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। যথা,—

এই গ্রন্থ সুমধুর রূপের লহরী।
বর্ণিলেন শ্রীশচীনন্দন সুমাধুরী॥
তাহাতে তেত্রিশ ব্যভিচারীর ঘরেতে।
ধৃতি হর্ষ ঔৎসুক্য বিস্মরেণ বর্ণিতে॥
এই তিন রস ব্যভিচারীতে রচিয়া।
এই গ্রন্থমধ্যে লিখি থুইল রাখিয়া॥
রসাভাষ দোষ যদি তাহাতে বেরায়।
সুরসিক সুধরিয়া দিবেন কৃপায়॥
ভক্তিরস-জ্ঞানহীন সব দোষাস্পদ।
লিখিল মাধব ভাবি শ্রীরাধাবিনোদ॥

ইতি সন ১২৬৯ সাল ১৮ই চৈত্র সোমবার একাদশী বেলা আড়াই প্রহর সময়ে শ্রীযুক্ত মাধবিন্দু দত্তের বড় দক্ষিণদ্বারী ঘরের পূর্ব্ব পার্শ্বে সম্পূর্ণ হইল। ইতি। এই গ্রন্থের লেখক শ্রীরাধাই রায় শ্রীমাধবিন্দু দত্ত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ গোস্বামী নিজ গ্রন্থ লিখিলেন।

২। শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ।

সঙ্কলয়িতা—রাধামুকুন্দ দাস।

এই সুবৃহৎ গ্রন্থখানি একটি প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী-সংগ্রহ-গ্রন্থ। আকার ৩১৪ পৃষ্ঠা, প্রতি পৃষ্ঠায় গড়ে ২৬ পংক্তি। বন্দনা ও অনুক্রমণিকা অংশ ব্যতীত পদসংখ্যা ৮৫৯; ইহার মধ্যে সঙ্কলয়িতার নিজকৃত পদসংখ্যা মাত্র ১৫টি। 'বন্দনা' প্রসঙ্গে গ্রন্থকারের আত্মপরিচয়,—

জয় জয় চক্রবর্ত্তী গোবিন্দচরণ।
ছয় চক্রবর্ত্তী মধ্যে মুখ্যেতে গণন॥
শ্রীআচার্য্য প্রভুকৃপাপাত্র সর্ব্বোত্তম।
তার বংশে জন্ম প্রভু মুই নরাধম॥
জয় জয় আচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস।
তব পাদপদ্ম বিনা অন্য নাহি আশ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর শক্ত্যবতার।
প্রেমশাস্ত্র কৃপাময় জগত নিস্তার॥

জগত অতীত নহি দীনহীন ক্ষীণ।
মোরে কৃপা কর প্রভু স্বাধীন প্রবীণ॥
শ্রীমণিমঞ্জরী দেবী প্রেমমণিদাতা।
তোমা ভিন্ন কেহ নাহি যুগল-পদদাতা॥
তব শাখা-বংশে জন্ম এই ত সাহস।
কৃপাময় কৃপা কর ভক্ত-অবতংশ॥

* * *

জয় জয় ব্রজবাসিগণের চরণ।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ-ভক্ত সর্ব্বজন॥
তুয়া সব পদরেণু মস্তক-ভূষণ।
ইহলোকে পরলোকে হইয় সকরুণ॥
পদামৃত-সমুদ্র শ্রীসংকীর্ত্তনানন্দ।
পদকল্পতরু মত পদ ভক্তানন্দ॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ মুকুন্দ বর্ণন।
মহাকৃপা প্রকাশে সুধিবেন মহাজন॥
প্রকরণবশে এক পদ দুই বার।
লিখিব তাহাতে দোষ না লবে আমার॥
চৈতন্যচরণাশ্রয় পতিতপাবন সুত।
পতিত উদ্ধার প্রভু অতি কৃপাযুত॥
তব দাস অনুদাস তদ্দাসানুদাস।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বাঞ্ছে শ্রীমুকুন্দদাস॥
ইতি গুর্ব্বাদিবন্দনং॥

গ্রন্থশেষে অনুক্রমণিকা অধ্যায়ে সংগ্রহকার বিষয়-সন্নিবেশ ও পদসংখ্যার এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন,—

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অনুক্রমণিকা।
ভক্তিরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা॥
পূর্ব্বোত্তরভাগদ্বয় গ্রন্থের বর্ণন।
কৃপা করি সুধিবেন রাধাকৃষ্ণ জন॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ রাধামুকুন্দ-পদদাতা।
পূর্ব্বোত্তরভাগদ্বয় ভক্তি-কল্পলতা॥
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতা পুষ্পচয়।
ষট্ শত নব পঞ্চাশৎ পদ ফল প্রেমময়॥
সুভক্ত-কোকিল ভক্তি-রস আস্বাদয়।
অভক্ত কুকাক বিষ-বিষয় ভুঞ্জয়॥

পূর্ব্ববিভাগ—প্রথম স্তবক।

প্রথম স্তবকে প্রথম গুর্ব্বাদি বন্দন।
ততঃ শ্রীরাধিকা কৃষ্ণ স্বগণ চরণ॥
রাগমালা এক পদে আচার্য্য-বন্দন।
ষট্‌পদে গৌরাঙ্গের গুণের কথন॥
সপ্ত পদে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণিল যে রূপ।
চতুর্থ পদেতে রাধা-রূপ রসকূপ॥
এক পদে শ্রীযুগল পদের বর্ণন।
এই ত ত্রয়োবিংশতি পদের গণন॥

দ্বিতীয় স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবকে যুগ্ম বিলাস কামদ।
তৃতীয় প্রকারে অষ্টাবিংশতি সৎপদ॥
পুনর্যুগ্মবিলাসেতে নিবেদন পদ।
দ্বিতীয় প্রকারে রত্ন বিংশতি সুপদ॥
অষ্টচত্বারিংশৎ পদ দ্বিতীয় স্তবকে।
ভক্তগণ মনোবাঞ্ছা সর্ব্বত পূরকে॥

তৃতীয় স্তবক।

রাধা পূর্ব্ব অনুরাগ কৃষ্ণরূপ অনুরাগ।
রাধা অভিসার কৃষ্ণ মিলন সুযোগ॥
একাদশ পদে হৈল এই ত বর্ণন।
পরে চতুর্দ্দশ পদ শুন বিবরণ॥
কৃষ্ণপূর্ব্বরাগ রাধা পূর্ব্ব অনুরাগ।
দূতী গমনান্তে রাধা অভিসার যোগ॥
এই হৈল দ্বাত্রিংশৎ পদের গণন।
তৃতীয় স্তবকে ভক্ত অভীষ্ট পূরণ॥

চতুর্থ স্তবক।

চতুর্থ স্তবকে রাধা সুপ্রেম বৈচিত্ত্য।
নবম পদেতে লীলা বিস্তার মহত্ব॥
যুগ্ম যুগ্ম পদে যুগ্ম কৃষ্ণপ্রেম-বৈচিত্ত্য।
ত্রয়োদশ পদ ভক্তগণ মনঃকৃত্য॥

পঞ্চম স্তবক।

পঞ্চম স্তবকে পূর্ণ যুগল-বিলাস।
নবম দ্বাদশ পদে সুপ্রেম উল্লাস ॥

ষষ্ঠ স্তবক।

চতুর্দ্দশ দ্বাবিংশতি পদে নিত্যরাস।
ষষ্ঠ স্তবকে শুদ্ধ হইল প্রকাশ ॥
পূর্ব্বভাগে এক শত পঞ্চসপ্ততি পদ।
রাধাকৃষ্ণপদপ্রদ সুসিদ্ধ সম্পাদ ॥
এই ত হইল পূর্ব্ববিভাগ সমাপ্ত।
উত্তর-বিভাগ লীলা শুনহ বৃত্তান্ত।

উত্তর বিভাগ—প্রথম স্তবক।

কৃষ্ণ জন্মোৎসব পুনঃ রাধা জন্মোৎসব।
প্রথম স্তবকে ত্রিংশৎ পদ অনুভব ॥
বাৎসল্য শ্রীগোবর্দ্ধন যাত্রা গোষ্ঠাষ্টমী।
বৎস চারণাদি লীলা ভক্তশিরোমণি ॥

দ্বিতীয় স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবকে ত্রিপঞ্চাশৎ পদ।
যাহার শ্রবণে ভক্তি সুসিদ্ধ সম্পাদ ॥

তৃতীয় স্তবক।

তৃতীয় স্তবকে দান নৌকার বিলাস।
অষ্টাবিংশতি দশম পদেতে প্রকাশ ॥

চতুর্থ স্তবক।

অতঃপর নিত্যলীলা চতুর্থ স্তবকে।
চতুশ্চত্বারিংশৎ পদ সুপ্রেম পূরকে ॥
পুনর্নিত্যলীলা বিস্তারিত শত পদে।
শ্রবণে দুর্লভা ভক্তি হয় প্রভুপদে ॥

পঞ্চম স্তবক।

পঞ্চমে শ্রীশারদীয় মহারাসলীলা।
সপ্তবিংশতি দ্বাবিংশতি পদে প্রকাশিলা ॥

ষষ্ঠ স্তবকে।

ষষ্ঠ স্তবকে বসন্তলীলা সুবিস্তার।
বসন্ত পঞ্চমী হোরী তৃতীয় প্রকার ॥
দোলযাত্রা চৈত্রে হোরী দ্বিতীয় প্রকার।
দ্বিতীয় প্রকার লীলা বসন্ত বিহার ॥
তৃতীয় প্রকার লীলা শ্রীবসন্তী রাস।
পুনঃ পুষ্পদোলযাত্রা হইল প্রকাশ ॥
ত্রয়োদশ প্রকারেতে এক শত চতুষ্পদ।
গদমদনাশক প্রাপক শ্রীপদ ॥

সপ্তম স্তবক।

মাধবে মাধবী বিলাস মাধবী মাধব।
সপ্তমে পঞ্চম পদ ভব অনুভব ॥

অষ্টম স্তবক।

অষ্টমে অষ্টম পদে অভিষেক লীলা।
জ্যৈষ্ঠেতে পূর্ণিমা দিনে বর্ণন হইলা ॥

নবম স্তবক।

নবমে হিন্দোলা যাত্রা শ্রাবণ মাসেতে।
দিবসে শ্রীরাধাকুণ্ডে দ্বাদশ পদেতে ॥
পুনশ্চ শ্রীবৃন্দাবনে রাত্রিতে হিন্দোলা।
সুবিস্তার পঞ্চদশ পদেতে বর্ণিলা ॥

দশম স্তবক।

দশম স্তবকে হৈল প্রার্থনা বিস্তার।
সুষড়্‌বিংশতি পদে সুপঞ্চ প্রকার ॥
সমাপ্ত হইল এই উত্তর বিভাগ।
যাতে ভক্ত ভক্তি হয় কৃষ্ণে অনুরাগ ॥
চতুঃশত চতুরশীতি পদের গণন।
ষট্‌শত নবপঞ্চাশৎ পদ দ্বিভাগে মিলন ॥
অতঃপর সু-ষোড়শ পদ যে লিখিল।
শ্রীমুকুন্দানন্দে যাহা মুকুন্দ বর্ণিল ॥
ততঃপর বর্ণিল যে অনুক্রমণিকা।
পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয়ের সংক্ষেপ কারিকা ॥

* * *

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ তোষক মুকুন্দ।
বৈষ্ণব-দাসানুদাস গাইল মুকুন্দ ॥

ইতি শ্রীমুকুন্দানন্দ নামক গ্রন্থঃ। শ্রীরাধা-মুকুন্দদেবপ্রীতয়ে শ্রীরাধামুকুন্দদাসেন বর্ণিতঃ॥ সমাপ্তঃ ॥

এই পদসংগ্রহ গ্রন্থে সঙ্কলয়িতা ৭৪ জন মহাজনের ৬৫৯টি পদ, উত্তর ও পূর্ব্ববিভাগদ্বয়ে

১৬টি স্তবকে সুসজ্জিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থে এমন সকল মহাজন পদকর্ত্তার নাম ও পদাবলী রহিয়াছে, যাঁহাদের পরিচয় এখনও সাহিত্যসেবিগণের নিকট একেবারে নূতন। এই সুন্দর সংগ্রহ-গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য। এই গ্রন্থের হস্তলিপি অতি সুন্দর ও সমুজ্জল—ছাপা হরফের ন্যায়। এই গ্রন্থখানি মূল গ্রন্থ—ইহার আর অনুলিপি হয় নাই। মাননীয় ব্যারিষ্টার এস্, পি সিংহ মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বীরভূমের তদানীন্তন গবর্ণমেণ্ট উকীল স্বর্গীয় রমাপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় 'রতন' লাইব্রেরীতে উহা উপহার প্রদান করিয়া আমাদের অশেষ ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

সংগ্রহকার-রচিত একটি ক্ষুদ্র পদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,——

বাৎসল্য-মিলন,
ধানসী, সুহই।

নাচিছে কানাই সঙ্গে বলাই
হেন কালে তথা আয়ল রাই॥
ললিতাদি সখী সঙ্গেতে করি।
অনিমিষে হরি-মুখ নিহারি॥
নীলগিরি কিবা রজত-গিরি।
তথায় শোভয়ে সুহেমগিরি॥
শ্বেত নীল জনু কমলমাঝে।
সোনার কমল অধিক রাজে॥
হেম নীল শ্বেত চন্দ্র উদিত।
সখীগণ তহি তারা মিলিত॥
অদ্ভুত শোভা শ্রীনন্দালয়ে।
হয় নাই কভু হবার নয়ে॥
নয়নে নয়ন কমল-অলি।
চাতক পায়ল মেঘ আবলি॥
চকোর মিলল চন্দ্র উজরে।
রাধিকারূপ মুকুন্দ নিহারে॥

গ্রন্থে লিপিকাল বা সংগ্রহকালের কোন উল্লেখ নাই। মূল গ্রন্থখানি সমগ্র অক্ষুণ্ণ আছে।

৩। নাম-সঙ্কীর্ত্তন।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস

আরম্ভ—

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় রাধাকৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন।
জয় জয় শ্রীকুণ্ড গিরি গোবর্দ্ধন॥

শেষ ও ভণিতা—

শুন শুন ওরে ভাই করি এ প্রার্থনা।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণলীলা করিহ ভাবনা॥
ছাড়ি অন্য কথা অন্য ব্যাখ্যান।
ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা কর অনুক্ষণ॥
এই সব লীলারস যে করে শ্রবণ।
শিরে ধরি বলি আমি তা সবার চরণ॥
শ্রীগুরু-চরণপদ্মে মন করি আশ।
নামসংকীর্ত্তন কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥

ইতি শ্রীনামসংকীর্ত্তন সম্পূর্ণ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈবকীনন্দনায় চ। নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ পত্রসংখ্যা—এক, দুই পৃষ্ঠা; তারিখ নাই।

৪। আশ্রয় নির্ণয়।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

গদ্য গ্রন্থ। প্রথম দুই পত্র নাই। তৃতীয় পত্রের প্রারম্ভ এইরূপ,——

ভাব পরকীয়া। কোন্ পরকীয়া। উজ্জ্বল পরকীয়া। কোন উজ্জ্বল। রস উজ্জ্বল। কোন রস। প্রেম রস। কোন প্রেম। বিলাস প্রেম। কোন্ বিলাস। মধুর বিলাস। কোন মধুর। যুগল মধুর। কোন যুগল। শ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল। সিদ্ধ দেহ রাগাত্মিকা। রাগাত্মিকার পাত্র কে। শ্রীরাধিকা। সাধকে রাগানুগা। সিদ্ধে কামানুগা। কোন কাম। শ্রীকৃষ্ণসুখের কাম। ইত্যাদি

শেষ—

পঞ্চ বাণ। মদন ১ মাদন ২ শোষণ ৩ স্তম্ভন ৪ মোহন ৫। এই পঞ্চ বাণ বর্ত্তে কোথা। দক্ষিণ চক্ষের দক্ষিণ কোণে মদন। মাদন কোথা। বাম চক্ষের বাম কোণে। শোষণ বর্ত্তে কোথা। কটাক্ষে। স্তম্ভন বর্ত্তে কোথা। শৃঙ্গারে। মোহন বর্ত্তে কোথা। সরস পূর্ণতে। পঞ্চগুণে মধুর। কৃষ্ণে রতি ষোল আনা। লোভ /০ সাধুসঙ্গ ৵০ অনর্থ ।০ লিপ্সা ॥০ রুচি ॥৵০ আসক্তি ৸০ ভাব ৸৵০ প্রেম ১ ।

কামগায়ত্রী মন্ত্র হয় কৃষ্ণের স্বরূপ।
কামবীজ মন্ত্র হয় রাধিকার স্বরূপ॥
লোকনাথ গোস্বাঞীর পাদপদ্ম করি আশ।
আশ্রয়নির্ণয় কহে নরোত্তম দাস॥

পত্রসংখ্যা—এক; তারিখ নাই।

৫। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

এই গ্রন্থে গোস্বামীসংস্থান বর্ণিত আছে। গ্রন্থের বা রচয়িতার নাম নাই। পত্রসংখ্যা একটি। লেখক সমগ্র গ্রন্থ নকল করেন নাই। আরম্ভ এইরূপ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। সর্ব্বাদৌ শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী। তস্য বামে ঈশ্বর পুরী। তস্য বামে শ্রীপরমানন্দ পুরী। তস্য বামে শ্রীবিষ্ণুপুরী। তস্য বামে শ্রীরঘুনাথ পুরী। তস্য বামে শ্রীকৃষ্ণানন্দ পুরী শ্রীনৃসিংহানন্দ পুরী। তস্য বামে শ্রীসুখানন্দ পুরী। পুরী গোস্বামীদের বামে ভারতীগণ। ইত্যাদি।

৬। ভাব।

গদ্য গ্রন্থ। গ্রন্থকারের নাম নাই, পত্রসংখ্যা ১।

আরম্ভ—

চৈতন্য গোস্বামী কোন স্বরূপ। নামের স্বরূপ। বৈষ্ণব গোস্বামী কোন স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। গুরুগোস্বামী কোন স্বরূপ। চৈতন্যের স্বরূপ। হরিনাম কোন স্বরূপ। নিত্যানন্দের স্বরূপ। মন্ত্র কোন স্বরূপ। শ্রীরাধিকায় স্বরূপ। বীজ কোন স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। চরণামৃত কোন স্বরূপ। হরিনামের স্বরূপ। ইত্যাদি।

শেষ,—

শ্রীরাধিকা জীউর বয়ঃক্রম। চৌদ্দ বৎসর দুই মাস পনর দিবস। ব্যক্ত যৌবন। নীল বস্ত্র পরিধান। তপ্ত কাঞ্চনগৌরাঙ্গী। মুখপদ্ম পূর্ণচন্দ্র। গলদেশে গজমুক্তা। নাসিকায় গজমুক্তা। চাঁচর কেশের বেণী। কণ্ঠে মুক্তামালা। সিংহ প্রায় গজগতি। প্রেমের মূর্ত্তি। ইহা নিরন্তর ভাবনা করিবে। ইতি।

৭। রসিক আস্বাদন নিরূপণ।

গদ্য গ্রন্থ। প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত। গ্রন্থকারের নাম অজ্ঞাত। আরম্ভ এই;—

নিত্যানুভব বিতরঙ্গ বিলসন আস্বাদন অনুমোদন। রসিক আস্বাদন নিরূপণ বিবেচয়তি। নব নিত্য বৃন্দাবন নবরস আস্বাদন। শ্রীযুত আচার্য্য হরিদাস গোস্বামী পথ। অনুভাবানন্দময় রীত। আস্বাদি যুগল। আস্বাদক এক। প্রাপ্তি সুখে অনুমোদন। রসের আস্বাদন। রসের নবতা সময়। নবতা প্রকারে পরিপূর্ণ মন্থের। রসের লাবণ্য আছেই। ইত্যাদি।

শেষ,—

আজ্ঞা। নবনূতন স্বভাব নিত্যতা। যে অন্তঃকরণে পদার্থ দেখিবেন। সে অন্তঃকরণ না হইলে পদার্থ দেখিতে পায় না। অনুভব মূরতি। অনুভব প্রীত। অনুভব ভাবিনী অনুভব রিত। অনুভব আনন্দ। অনুভব রঙ্গ। অনুভব মিলনী। অনুভব সঙ্গ। নিত্য নূতন ভবভাবিত ভাব। অনুভব নব নব ভাব বিলাস প্রেম।

বিলাস বিলসনী অনুভব ভোর। নবরঙ্গ রঙ্গিণী নবরঙ্গ জোর। নিত্যতা নবরস পরসের লালসের অন্তঃকরণ সেই পরশু। প্রীতের সময়ে সমতা। অন্তঃকরণ সেই সমতা। সমতার সমএর সমান অন্তঃকরণ প্রীত মর্ম্ম॥ ইত্যাদি।

৮। প্রেমভক্তি-চন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

শেষ বা ষষ্ঠ পত্র। খণ্ডিত। শেষ এইরূপ;—

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ
তার সঙ্গ বিনু সব শূন্য।
যদি হয় জন্ম পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন
নরোত্তম তবে হবে ধন্য॥
আপন ভজন কথা না কহিয় যথা তথা
ইহাতে হইও সাবধানে।
না করিহ কেহ রোষ না লইও মোর দোষ
প্রণমিহ ভক্তের চরণে॥
শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বলায় বাণী।
তাহা বুঝি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥
শ্রীলোকনাথ প্রভুর পাদ হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে শ্রীনরোত্তম দাস॥
ইতি শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা সমাপ্তা॥
লিপির তারিখ নাই।

৯। পদাবলী।

একটি পত্রে গোবিন্দদাস ও চণ্ডীদাসের এক একটি করিয়া পদ আছে। চণ্ডীদাস কবির প্রথম ছত্র এই,—

মানুষ মানুষ সবাই কহএ
মানুষ কেমন জন।
মানুষ রতন মানুষ জীবন
মানুষ পরাণ ধন॥—ইত্যাদি।

গোবিন্দদাস কবির প্রথম ছত্র এই,—

বিরহ-অনলে যদি দেহ উপেখবি
খোয়বি আপন পরাণ।
তোহরি সহচরি কোই না জীয়ব
সকলি করবি সমাধান॥—ইত্যাদি।

১০। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস।
পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা—১।

১১। পদাবলী।

রচয়িতা—বাসুদেব ঘোষ।

পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা—১। পদের আদ্য-চরণ এই,—

দাঁড়ায়ে গৌউর আগে নিতাই কান্দে অনুরাগে
কহে কিছু গদ্‌গদ স্বরে।
কিবা নিঠুরাঞী কৈলা জীয়ন্তে বধিঞা যাইলা
স্ত্রী পুরুষ নদীয়া নগরে॥ ইত্যাদি

১২। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাস-বিরচিত—"চৌদ্দ ভুবনে ভুবন তিন" ইত্যাদি পদের টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। পত্র-সংখ্যা—১, লিপিকাল—অনুল্লিখিত। টীকা এই,—

ভুবন তিন—স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল
সপ্তম আখর—স্বকীয়া, পরকীয়া
দুইটি আখর—প্রেম
তিনটি পরসে—পিরীতি
নিজ্জর্ন কাননে—ভক্ত-হৃদয়-মন্দিরে
দুইটি আখর—পদ্ম
পাঁচেরি পর—পঞ্চ মন
কনক আসন—পদ্মের দাঁটী

মনসিজরাজ—পরমাত্মা
শীতল জলে—পদ্মের আসন শীতল
অষ্টম আথর একত্র হবে—প্রেমভাব রস রতি

১৩। হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

আরম্ভ—

শ্রীহরি। অথ হরিশ্চন্দ্র রাজার উপাখ্যান।
অতঃপর শুন হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান।
কেবা দাতা দাতা আছে হরিশ্চন্দ্রের সমান॥
কৌসিক নামেতে মুনি * * * দান।
ফলফুলযুক্ত বৃক্ষ নন্দন সমান॥
সেই বনে এক দিন আসি বিদ্যাধরী।
নাচে গায় কুতূহলে নানা খেলা করি॥

মধ্য,—

করুণা করিয়ে রাণী সাধু প্রতি কয়।
মায়ে পোএ কৃপা করি রাখ মহাশয়॥
মা ছাড়া না হবে শিশু বাছা ছাড়া আমি।
তনয়ের অন্ত যত সব জান তুমি॥
এত শুনি সদাগর রাণী প্রতি বলে।
সেরেক তণ্ডুল আমি দিব সন্ধ্যাকালে॥
থাক বা না থাক আমি এই বেলা কই।
অপর না পাবে কিছু সেরেক চাল্য বই॥
হয় নয় মনেতে ভাবিএ আগে দেখ।
সেবেক চাল্য দুই জন অতি সুখে থাক॥
জানিএা তাহার মতি রাণী বলে।
মায়ে পোয়ে হবে মোর সেরেক চাউলে॥
রাণী বলে মহাশয় কহি পুনর্ব্বার।
থাকিব তোমার ঘরে বিনয় আমার॥
তেমতি রীতের নই ভয় তেজি কই।
করিব সকল কর্ম্ম তিন কর্ম্ম বই॥
পদসেবা ধান্য ভানা উচ্ছিষ্ট সংস্কার।
এই তিন কর্ম্ম বিনে সব মোর ভার॥
সদাগর বলে তোমায় কহি বিবরণ।
করে দিবে সব পূজার স্থানের মার্জ্জন॥
রোহিতাশ্ব যোগাইবে কুসুম সকল।
সাবধানে আনিবেক শ্রীফলের দল॥
এত শুনি রাজার রমণী দিল সায়।
সেবিয়া বাল্মীকি ব্যাস কবিচন্দ্র গায়॥

শেষ,—

রাজা কয় মহাশয় তব কথা ব্রহ্ম।
তুমি মোক্ষ তুমি স্বর্গ তুমি ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
বিবরিয়া যত কথা কহিলেন তারে।
রোহিতেরে রাজপাটে অভিষেক করে॥
মুনিবর হৃষ্ট হৈয়া রাজ্য দিল তারে।
হরিশ্চন্দ্র আজ্ঞা পেয়া দিলেন পুত্রেরে॥
স্নান দান করি রাজা সরযূর তীরে।
অধিকার সহ রাজা গেলা স্বর্গপুরে॥
আকাশে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ।
গন্ধর্ব্বেতে গীত গায় তুষ্ট দেবগণ॥
একচিত্তে শুনে যেই এই উপাখ্যান।
অন্তে মুক্তিপদ পায় হরিশ্চন্দ্রে গান॥
এত দূরে হরিশ্চন্দ্র পালা হৈল সায়।
অভিমত বর পায় যে জন গাওয়ায়॥

যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখকো দোষ নাস্তি। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম॥ বিলিখিতং শ্রীরঘুনাথ বসু সাং ধল্লা পরগণে বীরভূম সন ১২৫১ সাল তাঃ ২৫ আশ্বিন।

পত্র সংখ্যা—২৫; পুথিখানি সম্পূর্ণ আছে।

১৪। ধামালী ও পদাবলী।

রচয়িতা—লোচনদাস ও চণ্ডীদাস।

লোচনদাস-বিরচিত ধামালী শ্রেণীর পদ-সকল সংগ্রহযোগ্য। বৃন্দাবন হইতে একটি অতি ক্ষুদ্র সংগ্রহ একবার প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় লোচনদাস-বিরচিত যাবতীয় ধামালী শ্রেণীর

পদ সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। এই পদগুলি স্বাভাবিকতা ও কবিত্ব-গুণে বিশেষরূপ চিত্তাকর্ষী। বর্ত্তমান পুথিতে ১১টি লোচনদাসের ধামালী এবং ৪টি চণ্ডীদাসের পদ আছে। প্রথম পত্রের ধামালী পদটি এই,—

না যাও আয়ানের বাড়ী খাও মোর মাথা।
শ্রীমতী রাধিকা সঙ্গে না কহিয় কথা॥
কাল বিহানে এসেছিল আয়ানদের বুড়ী।
আমার সাক্ষাতে কত দিলেক গালাগালি॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি নানা কথা বলে।
হেট মুখে রৈলাম বাপু বাক্য নাইথ চলে॥
শুন গো মা যশোমতী বলি নাইগো তোর ডরে।
জোর করে বেণু কেড়ে রাখলেক গা ঘরে॥
মিছা করে বলে মাগী ফিসাদ দিঞাছে।
আমি উহাদের ঘর ঢুকেছি তার সাক্ষী আছে কে॥
সাঁজের বেলা ঘরকে আসি চরাইঞা ধেনু।
একলা পেঞা পথের মাঝে কেড়ে নিলেক বেণু॥
দোসর নাইক সাথে বেণু নিলেক কেড়ে।
কেমন করে লোচন সাক্ষী দিলেক মিছা করে॥

পত্রসংখ্যা—৫।

১৫। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—১ গোকুল চান্দ, ২ কিশোরী দাস, ৩ জ্ঞানদাস ও ৪ দৈবকীনন্দন।

পত্রসংখ্যা—২, পদসংখ্যা—৬।

১৬। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—১ দৈবকীনন্দন, ২ জ্ঞানদাস, ৩ চণ্ডীদাস, ৪ গোবিন্দদাস।

পত্রসংখ্যা—৩, পদসংখ্যা—৭। লেখক শ্রীবেণীমাধব ধাবক; সাং সগড়ভাঙ্গা।

১৭। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—দুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ।

ভণিতা—

দ্বিজ দুর্গাপ্রসাদ বলিছে পদতলে।
মন যেন রহে গুরুচরণ-কমলে॥

পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা—১।

১৮। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

আরম্ভ,—

শুন ভাই সভাজন করি নিবেদন।
শুনিলে শ্রবণ-সুখ পাপ বিমোচন॥
এক দিন শিশু সঙ্গে শ্রীনন্দনন্দন।
খেলাবশে কৈল প্রভু মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
এক শিশু যশোদারে কৈল নিবেদন।
তোমার কাহ্নাইয়া করে মৃত্তিকা ভোজন॥
শুনিয়া যশোদা দেবী ধাইল সত্বরে।
উপনীত হৈল আসি যথা গদাধরে॥
হারে হোরে বলিঞা যশোদা ধৈল হাতে।
মৃত্তিকা ভক্ষণ কর কেনে কিছু না পাও খেতে॥
দধি দুগ্ধ ননী ছানা আছে ভাণ্ড ভরা।
লোকে শুনে কি বলিবে শুন রে পাগলা॥

* * * *

মিছামিছি করিঞা বলএ শিশুগণ।
মৃত্তিকা না খাই গালি দেহ অকারণ॥
শুন গো মা যশোমতি করি নিবেদন।
তোমার সাক্ষাতে দেখ মিলিএ বদন॥
মায়া করি মুখ যে মিলএ চক্রপাণি।
বিশ্বরূপ বদনে দেখিলা নন্দরাণী॥

ইত্যাদি।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ—তিন পত্র।

লিপিকাল ১২১২ সাল, ১০ই চৈত্র।

১৯। তাড়কাবধ।

রচয়িতা—রসিক কবি।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পত্রসংখ্যা—৬। প্রথম পত্র নাই। শেষ ও ভণিতা এই,—

জয় জয় রঘুনাথ তাড়কা কৈল বধ॥
শ্রীরামের শিরে দেবে পুষ্প বরিষণ।
দুন্দুভি বাজএ নাচএ দেবগণ॥
মুনি এস্যা রামের শিরে করএ আশীষ।
ধনধান্য ভরা হয়্যা * * * ॥
কোলাকুলি দুটি ভাই কৈল সেইখানে।
সেই চরণে আশ করিঞা রসিক কবি ভণে॥
ইতি সন ১২১৩ সাল, তাং ৩০ শ্রাবণ।

২০। তাড়কাবধ।

রচয়িতা—রসিক কবি।

খণ্ডিত পুথি। পত্রসংখ্যা—৩; ১৯ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

২১। ধনুক ভঞ্জন।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পত্রসংখ্যা—৩; ২য় পত্রটি নাই। আরম্ভ এই,—

শ্রীবিশ্বামিত্র মুনি মিথিলা হইতে।
অযোধ্যা নগরে আইল্যা রঘুনাথকে নিতে॥
দিব্য মালা চাপার কলা লঞা রামের তরে।
উত্তরিলা গিয়া মুনি দশরথের ঘরে॥
পাদ্য অর্ঘ দিল রাজা বসিতে আসন।
আজ্ঞা কর কোন কাজে এল্যা তপোধন॥
মুনি বলে শুন রাজা আগমনকাম।
জনকরাজা পাঠাইলা নিতে তোমার রাম॥
জনকরাজা যজ্ঞ করে শুন নৃপবর।
যজ্ঞ নষ্ট করে রাজা মারিচ নিশাচর॥

ইত্যাদি। তাং ৩২ আষাঢ়। সন নাই। লিখিতং শ্রীনফরদাস বৈষ্ণব।

২২। অজ্ঞাতনামা পুথি।

রচয়িতা—নিধিরাম দ্বিজ।

ভণিতা ও শেষ এই,—

ভণে দ্বিজ নিধিরাম পূরিবে মনের কাম
এই নিবেদন তুয়া পায়।
মরণ সময়ে আসি তোমার সলিলে (?) বসি
শ্রীরাম ভাবিতে প্রাণ যায়॥

ইতি সন ১২১৩ সাল ২৫ আষাঢ়। শ্রীরাম রাম অহে রাম শ্রীরাম কমলাপতি। অধমেন কৃপানাথ হে নাথ শরণং গতি॥ সারমানবরারোহা নগে ভাগ মনা হিজা। জাহিনা মগভাগেন হাবোরা নব মারসা॥ পত্রসংখ্যা—৪।

২৩। শঙ্খাসুর বধ।

রচয়িতা—শঙ্কর।

এই ক্ষুদ্র প্রাচীন সন্দর্ভটি ৪র্থ পত্রের পর খণ্ডিত। আরম্ভ এই,—

রাম রাত্রি পোহাইল প্রত্যুষ বিহান।
সভা করি বসিলা কৃষ্ণ কমললোচন॥
মথুরার লোক বৈসে অতীব সুন্দর।
পড়িঞা সুনিয়া তারা সুন্দর উত্তর॥
পণ্ডিত-সভাতে মূর্খ বসিতে না পারে।
হংসমধ্যে বক যেন শোভা নাহি করে॥

শেষ ও ভণিতা,—

তাহা শুনি শঙ্খাসুর তেজ বড় কৈল।
মুখ মেলি খাইতে এসে কৃষ্ণ চড় মাল্য॥
চড় খাঞা শঙ্খাসুর পলাইঞা যায়।
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ পশ্চাৎ গোড়ায়॥
বলহায্য হল্য বীরের সমুদ্র ভিতর।
খেদাড়িঞা ধরে তারে দেব গদাধর॥

মরণ সময়ে অসুর দিলেন উত্তর।
মুনির পুত্র আছেন গোসাঞী যমের বরাবর॥
এ বোল বলিঞা অসুর হইল অজ্ঞান।
করপ্রহারে তার বধিলা পরাণ॥
শঙ্খাসুর-বধ-কথা কহেন শঙ্কর।
এ শোকসাগরে পার কর গদাধর॥
ইত্যাদি।

২৪। বৈষ্ণব-বন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন।

ছয় পত্রের পর খণ্ডিত। ১৪৯ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য।

২৫। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা।

রচয়িতা—বিকল চট্ট।

এই গ্রন্থকার-বিরচিত সত্যনারায়ণ কথা এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান পুথিখানি একটি প্রাচীন পুথির আধুনিক অনুলিপি মাত্র। পত্রসংখ্যা—২৬।

আরম্ভ,—

আগেতে বন্দিব আমি প্রধান পুরুষ।
জ্যোতির্ম্ময় হেন ভাবি যাহার স্বরূপ॥
যার তিন গুণে হৈলা ব্রহ্মা হরি হর।
তাহার চরণে মোর প্রণাম বিস্তর॥
তবে ত বন্দিব আমি দৃঢ় করি মন।
একদন্ত স্থূলতনু গজেন্দ্র-বদন॥
করজোড়ে স্তুতি করি করিয়া সেবন।
সুমেরুশিখর যেবা করএ ভ্রমণ॥
অনেক প্রণাম করি বৈকুণ্ঠনিবাসী।
ভুবনে করিলা খেলা হঞা গর্ভবাসী॥

*   *   *   *

বন্দনা করিতে যত দেবতা এড়ায়।
কোটী কোটী নতি মোর সেই দেব পায়॥
নবদ্বীপে বন্দ প্রভু শচীর নন্দন।
হরিনামে ত্রাণ কৈল অখিল ভুবন॥
হইল ভুবনে নাম সত্যনারায়ণ।
যেরূপে করিল লীলা করি নিবেদন॥
বেদ পূর্ব্বে নেত্র দিহ তাহর পূর্ব্বে রস।
তার পূর্ব্বে চন্দ্র আলা কৈল দিগদরশ॥
তার ঘরে ভাদ্র মাসে হয়্যা অভিলাষী।
বুধবারে আরম্ভিল তিথি দ্বাদশী॥
পিতামহ রমানাথ তাত বারাণসী।
রচিল বিকল চট্ট হয়্যা অভিলাষী॥

শেষ,—

শুনিলে আপদ নাশ দুঃখ যায় দূরে।
সত্যনারায়ণ বিনা কে তরাইতে পারে॥
যেবা পড়ে যেবা শুনে যে জন পড়ায়।
ভবসিন্ধু পার হয়ে বিষ্ণুলোকে যায়॥
ভাঙ্গাটুটা পদ কিম্বা ছন্দ ভাঙ্গা হয়।
আপনি করিবে রক্ষা সত্য মহাশয়॥
হরিধ্বনি কর সবে তরিবে দুর্গতি।
সত্যনারায়ণ পূজা ব্রত সম্পূর্ণ হৈল পুথি॥

গ্রন্থের রচনাকাল ১৬৩৪শক (বা ১৭১২ খ্রীঃ)। গ্রন্থকারের পিতার নাম বারাণসী, পিতামহ রমানাথ। অন্য পরিচয় নাই। এই গ্রন্থখানি এ যাবৎ অপ্রকাশিত। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে প্রকাশিত হইবে।

২৬। সত্যনারায়ণ।

রচয়িতা—বিশ্বেশ্বর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা— ৬; প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক প্রতিলিপি।

আরম্ভ,—

প্রণমহ নারায়ণ সত্য ভগবান।
দুঃখ দারিদ্র্য খণ্ডে ভবে পরিত্রাণ॥
হেন প্রভু শিরে বন্দো করিয়ে ভকতি।
তার দুই ভার্য্যা বন্দো লক্ষ্মী সরস্বতী॥

প্রণমহো লক্ষ্মীপতি গরুড়-বাহন।
বৃষভবাহন বন্দো দেব পঞ্চানন॥

*   *   *

ব্রহ্মপুত্রকূলে গ্রাম নাম কাশীপুর।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বসতি প্রচুর॥
সেই গ্রামে সদানন্দ বৈদিক ব্রাহ্মণ।
প্রথম প্রকাশ তথা সত্যনারায়ণ॥
যেরূপে সত্যের সেবা প্রকাশ হইল।
পুরাণ প্রবন্ধ করি সংক্ষেপে রচিল॥

ভণিতা,—

১। পুরাণ প্রবন্ধে রচিল আনন্দে
কহিল পুস্তক রায়।
সংক্ষেপে কহিল আনন্দ বাড়িল
দ্বিজ বিশ্বেশ্বরে গায়॥

২। সংক্ষেপে রচিল ইহা দ্বিজ বিশ্বেশ্বর।
পাঁচালী প্রবন্ধে পদ অতি মনোহর॥

শেষ,—

কলিযুগে নারায়ণ সত্য অবতার।
ভক্তিতে করিলে হয় কলুষ সংহার॥
পরিত্রাণ নাহি ভাই নারায়ণ বিনে।
দ্বিজ বিশ্বেশ্বর ভণে সত্যের চরণে॥
হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্ব জন।
সমাপ্ত হইল কথা সত্যনারায়ণ॥

২৭। সত্যনারায়ণ।

রচয়িতা—রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

পত্রসংখ্যা—১৭। দ্বিজ রামচন্দ্র বীরভূম জেলার অন্তর্গত ইন্দ্রগাছা নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই গ্রন্থখানি এ যাবৎ অপ্রকাশিত রহিয়াছে।

আরম্ভ,—

প্রথমে গণেশ বন্দ পার্ব্বতীনন্দন।
যে নাম স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন॥
বন্দ দেব নারায়ণ সংসারের সার।
পাপ উদ্ধারিতে যুগে যুগে অবতার॥
বৃষভে শঙ্কর বন্দ ভালে শোভে শশী।
পরিধান বাঘছাল শ্মশান নিবাসী॥
দশভুজা করে অসি কেশরীবাহিনী।
শৈলরাজসুতা বন্দ জগতজননী॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

করুণা রাগ—ত্রিপদী ছন্দ।

ঘাটে না দেখিয়া পতি শোকাকুল হঞা অতি
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সাধুসুতা।
দ্বাদশ বৎসর পরে প্রাণনাথ আইলা ঘরে
তাহে বাদ সাধিল বিধাতা॥
আমি অভাগিনী অতি হারাইলাম প্রাণপতি
এত দুঃখ ললাটে আমার।
বিবাহ করিঞা মোরে গেলা প্রভু দেশান্তরে
পুন দেখা না হইল আর॥

শেষ,—

দিনান্তে যে জন নারায়ণ বলি ডাকে।
বিমানে চড়িয়া অন্তে যায় সে গোলোকে॥
ইন্দ্রগাছা গ্রামেতে নিবাস হয় যার।
দ্বিজ শ্রীরামচন্দ্রে ভণে মধুর পয়ার॥
হরি হরি মুখ ভরি বল বন্ধুগণ।
সমাপ্ত হইল কথা সত্যনারায়ণ॥
ইতি সত্যনারায়ণকথা সমাপ্ত॥

প্রতিলিপি আধুনিক।

২৮। নিকুঞ্জবিলাস সত্যনারায়ণকথা।

রচয়িতা—নিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।

গ্রন্থকার-লিখিত মূল গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১৬॥ গ্রন্থকার, ২৭ নং পুথিরচয়িতা রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর পুত্র। নিবাস—বীরভূম অন্তর্গত লম্বোদরপুর গ্রাম। সম্প্রতি পরলোকগমন করিয়াছেন।

আরম্ভ,—

আগেতে বন্দিব আমি দেব গজানন।
করিমুখ চতুর্বাহু মূষিকবাহন ॥
যার নাম নিলে ভবে বিঘ্ন বিনাশন।
তাঁহার অনুজ বন্দ দেব ষড়ানন ॥
মহাবলবন্ত হয় ময়ূরবাহন ॥
তার পর বন্দ মাতা দেবী ভগবতী।
হরজায়া কৈলাসিনী শঙ্করী পার্ব্বতী ॥
যার নাম নিলে ভবে বিপদনাশিনী।
বন্দ সেই সিদ্ধমাতা মহিষমর্দ্দিনী ॥

ইত্যাদি।

ভণিতা,—

তন্ত্রহীন মন্ত্রহীন অতি দুরাচার।
নিজগুণে প্রভু মোরে করহ উদ্ধার ॥
ভজন পূজনহীন হীন ব্যবহার।
কিরূপে পূজিব প্রভু চরণ তোমার ॥
অতি মূঢ় শ্রীনিকুঞ্জ করিল রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন ॥

মধ্য,—

করুণা রাগ—ত্রিপদী ছন্দ।

সুধামুখী সুকুমারী কান্দে অতি রোল করি
কোথা গেলে প্রাণের ঈশ্বর।
কি বলিব বিধাতায়ে দিয়ে কেন নিলে ফিরে
অভাগিনী করি একেশ্বর ॥
গিয়াছিল প্রাণনাথ ভুগেছিলাম শোকতাপ
দিয়ে পুনঃ দ্বিগুণ বাড়ালে।
হারায়েছিলাম নিধি হরে নিয়েছিল বিধি
হিয়া মোর দহিত অনলে ॥

ইত্যাদি।

শেষ,—

আস্থ পূজ্য দেব নাম পুর তাহে মিশ্রতান
হেন গ্রামে দ্বিজের বসতি ॥
ত্রিপদী পয়ার আদি ছন্দের ত্রিপুঞ্জ ॥
প্রভুপদ হৃদে স্মরি ভণয়ে দ্বিজ শ্রীনিকুঞ্জ ॥

হরি হরি মুখ ভরি বল সর্ব্বজন।
সমাপ্ত হইল কথা সত্যনারায়ণ ॥
ইতি শ্রীনিকুঞ্জবিলাস সত্যনারায়ণকথা সমাপ্ত।

২৯। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—নরোত্তম দাস।

পদসংখ্যা—১, পত্রসংখ্যা ·১।

৩০। নায়িকা-নির্ণয়।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা—১।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ। অত্র বাসকসজ্জা।
কুঞ্জগৃহে সুরতের শয্যা সজ্জা করে।
রমণ উৎসুকা মহা আরতি অন্তরে ॥
তাম্বূল পুষ্পগন্ধ করেন রচন।
বাসকসজ্জাতে সেই নায়িকা গণন ॥

অত্র উৎকণ্ঠিতা।

নিকুঞ্জ ভিতরে পুষ্প সজ্জাদি সাজিয়া।
কান্ত-সম্মিলন-হেতু পথ নিরখিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণের আগমনে বিলম্ব যদি হয়।
উৎকণ্ঠিতা সে নায়িকা জানিহ নিশ্চয় ॥

ইত্যাদি। এইরূপে বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, স্বাধীনভর্তৃকা ও প্রোষিতভর্তৃকার সূত্র বর্ণনের পর শেষ পত্রখানি ছিন্ন ও সঙ্কুচিত হইয়াছে।

৩১। কলঙ্ক-ভঞ্জন।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।

পত্রসংখ্যা—১০, লিপি অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ। ১০ম পত্রের পর খণ্ডিত। পুস্তকের অধিকারী—শ্রীবৈকুণ্ঠ ধোবা, সাং পছিয়াড়া।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অথ কলঙ্ক ভঞ্জন লিখ্যতে।
বৃন্দা বলে বনে কেনে জাব তার ঘরে।
বব আরাধিআ কৃষ্ণ নানা মায়া করে ॥

কোই রঙ্গ করে সেই নিজেঅ না জানি।
সভাকার বস্ত্র ধরি করে টানাটানি॥
রাধা বলে এই আমি করিলাম আগুসার।
বস্ত্র ধরিবেক কৃষ্ণ এত অহঙ্কার॥
ইত্যাদি।

ভণিতা,—

(১) শশধর পানে চান রাধা কমলিনী।
শ্যাম-কলঙ্কিনী হব বর দেহ তুমি॥
এতেক বিলাপ করি হইলা অচেতন।
রাধার তাপের কথা জানে কোন জন॥
কবিচন্দ্র বলে রাধার আর কেহ নাই।
রাধারে রাখিতে কেবল আছেন কানাই॥

(২) যশোদা দিলেন পুত্র রাধিকার কোলে।
রাধার কোলে বসেন কৃষ্ণ কবিচন্দ্র বলে॥

৩২। দ্বাদশ পদ্মমালা গ্রন্থ।

রচয়িতা—'কৃষ্ণদাসের দাস।'

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ৩ পত্র পরিমিত। সুন্দর লিপি; সমগ্র গ্রন্থ অক্ষুণ্ণ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। দ্বাদশ পদ্ম লিক্ষ্যতে।
এক দিন দুর্গাদেবী বিরল মন্দিরে।
অতি সে নির্জ্জন স্থানে মনে ধ্যান করে॥
স্থিরগতি বাক্য স্তব্ধ অঙ্গ নাহি নড়ে।
শতেক জলের ধারা বুক বেয়ে পড়ে॥
নিত্যতে মগন মন হয়ে হতজ্ঞান।
অখণ্ড রসেতে মগ্ন তনু মন প্রাণ॥
হেন কালে দেখে জয়া বিজয়া দুজনে।
দেবীরে দেখিয়ে দোহে ভাবে মনে মনে॥
দোহে কহে এ কি এ কি আশ্চর্য্য এ কথা।
আপনা আপনি কেনে কান্দে জগন্মাতা॥
* * *
দ্বাদশ পদ্মের কথা শুন সাবধানে।
জীবেরে না কবে কথা রাখিবে গোপনে॥
কোন পদ্মে কার স্থিতি কিবা গুণ ধরে।
সাধন করিলে নিত্য বস্তু দিতে পারে॥
সর্ব্বোপরে অক্ষয় সরোবর নাম।
তার মধ্যে সহস্রদল পদ্ম বিরাজমান॥
শুক্লবর্ণ পদ্মমধ্যে শ্রীমণিমন্দির।
পরমাত্মা বিরাজে তথা গতি অতি ধীর॥
নীলপদ্ম অষ্টদল তার পরে স্থিতি।
আত্মারামেশ্বরের হয় সেখানে বসতি॥

এইরূপে একে একে সবুজ পদ্ম, নালিমা পদ্ম, নেত্রপদ্ম, মুখপদ্ম, হস্তপদ্ম, নাভিপদ্ম, দুই প্রফুল্লপদ্ম ও দুই কোরকপদ্মের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শেষ,—

বৈধী কিম্বা রাগানুগা জানি অনুসারে॥
সহজ মানুষ জানি দেখিলে করণ।
কহিলে প্রত্যয় নহে বলে বহু জন॥
* * *
নতুবা যতেক করে সব সর্ব্বনাশ।
তামা দিয়া রত্ন নিবে ভাবে কৃষ্ণদাসের দাস॥

ইতি দ্বাদশ পদ্মমালা গ্রন্থ সমাপ্ত॥ যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখ্যতে দোশ নাস্তি না। লিখিতং শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস, সাং বিবাটী জেলা হুগলী। পাঠক শ্রীনবকুমার দাস মহান্ত, সাং নিজ বর্দ্ধমান জেলা বর্দ্ধমান। মোং সিউড়ী। সন ১২৭৮। ১২ই মাঘ।

৩৩। কলাবতী সত্যনারায়ণ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

পত্রসংখ্যা—১১; লিপিকাল ১১৫৬ সাল, ১৬ই আশ্বিন; ১৬৭১ শক। হস্তলিপি—দেবনাগরাক্ষরের অনুরূপ।

আরম্ভ,—

প্রণমহ নারায়ণ সত্যনারায়ণ।
জীবের দারিদ্র্য খণ্ডে ভবে পরিত্রাণ॥

প্রণমহ লক্ষ্মীপতি গরুড়বাহন।
বৃষভবাহন বন্দো দেব পঞ্চানন ॥
হংসপৃষ্ঠে প্রণমহ দেব প্রজাপতি।
সিংহবাহনে বন্দো দেবী ভগবতী ॥
ইত্যাদি।

শেষ,—

সত্যের পাঁচালী যে বা শুনে ভক্তি করি।
ইহলোকে সুখ ভোগ অন্তে বিষ্ণুপুরী ॥
সত্যের প্রসাদ যে বা ভক্তি করি খায়।
বিষম সঙ্কটে সেই পরিত্রাণ পায় ॥
ভক্তিভাবে যে বা জন সত্যসেবা করে।
কোনই আপদ নাই নারায়ণের বরে ॥
লিখিতং শ্রীরাধাকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা। পাঠক শ্রীখোসাল শর্ম্মা।

৩৪। রাগাত্মিকা তত্ত্ব।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

গদ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—৩। সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানির এবং পরবর্ত্তী ৩৫, ৩৬ ও ৩৭ নং পুথির প্রতি পত্রের পার্শ্বে "প্রণালী-পদ্ধতি" এই নাম লিখিত আছে। লিপিকাল উল্লেখ নাই। অনুমান—শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রাভ্যাং নমঃ। আশ্রয় কি। শ্রীগুরুচরণ ॥ আলম্বন কি। সাধুসঙ্গ ॥ উদ্দীপন কি। হরিনাম ॥ কোন আশ্রয়। নাম আশ্রয়। মন্ত্র আশ্রয়। ভাব আশ্রয়। প্রেম আশ্রয়। রস আশ্রয়। এই পঞ্চ প্রকার আশ্রয় ॥ দেশ কাল পাত্র ॥ কোন দেশ। শ্রীবৃন্দাবন ॥ কাল কি। দ্বাপর যুগ ॥ পাত্র কে। শ্রীকৃষ্ণ ॥ শ্রীকৃষ্ণের কোন বর্ণ। শ্যামবর্ণ ॥ কোন বস্ত্র। পীতাম্বর বস্ত্র ॥ বয়ঃসন্ধি কি। ১৫৷৷৹ সাড়ে পঞ্চদশ বর্ষ ॥ শ্রীমতী রাধিকার কোন বর্ণ। তপ্ত কাঞ্চন বর্ণ ॥ কোন বস্ত্র। নীলাম্বর বস্ত্র ॥ বয়ঃসন্ধি কি। ১৪৷৷৹ সাড়ে চতুর্দ্দশ বর্ষ ॥ কোন ভাব। মধুর ভাব ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

মুখ্য রাগাত্মিকা দুই প্রকার। কামরূপা। সম্বন্ধরূপা। কামরূপা বলি কারে। শ্রীমতী রাধিকাদি গোপীগণ ॥ কামানুগা বলি কারে। গোপীভাবে যে ভজে ॥ সম্বন্ধরূপা বলি কারে। সখ্য বাৎসল্য ভাবে যে ভজে ॥ রাগানুগা বলি কারে। রাগাত্মিকার অনুসারে যে ভজে ॥ এই রাগাত্মিকাতত্ত্ব সম্পূর্ণ ॥

৩৫। ধাম-নির্ণয়।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

গদ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১, সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল উল্লেখ নাই। অনুমান—শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥ অথ শ্রীকৃষ্ণের চারি ধাম ॥ শ্রীবৃন্দাবন। গোলোক। মথুরা। দ্বারকা ॥ এই চারি ধাম মুক্ষ ॥ শ্রীবৃন্দাবনের পাত্র কে। শ্রীকৃষ্ণ নন্দনন্দন ॥ গোলোকের পাত্র কে। স্বয়ং ভগবান ॥ মথুরার পাত্র কে। বাসুদেব সঙ্কর্ষণ ॥ দ্বারকার পাত্র কে। প্রদ্যুম্ন অনিরুদ্ধ ॥ এই চারি নায়ক চারি ধামে বর্ত্তে ॥ রতি তিন প্রকার। সমর্থা রতি। সমঞ্জসা রতি। সাধারণী রতি। এই তিন প্রকার রতি ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

মথুরাতে তিন পোয়া ঐশ্বর্য্যলীলা। এক পোয়া মাধুর্য্যলীলা ॥ তার মধ্যে স্বয়ং শ্রীনন্দনন্দনের লীলা শ্রীবৃন্দাবনে মাধুর্য্য ॥ নারায়ণের লীলা ঐশ্বর্য্যসমূহ। পূতনাকে বধ করিলেন। কংসকে দমন করিলেন। কুবলয়া হস্তীকে দমন করিলেন। বকাসুরকে দমন করিলেন। কালীয় দমন করিলেন। এই সকল লীলাকে ঐশ্বর্য্য বলি ॥

এবং গোবর্দ্ধন ধারণ করিলেন॥ এবং দশ অবতার মৎস্য কূর্ম্ম এই সকলকে ঐশ্বর্য্য বলি॥ শ্রীবৃন্দাবনে সখ্য বাৎসল্য মধুর এই তিন ভাবের লীলাকে মাধুর্য্য বলি॥

৩৬। অষ্ট রস।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

গদ্য গ্রন্থ। সুস্পষ্ট, সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—২। লিপিকাল উল্লেখ নাই; অনুমান শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বের।

আরম্ভ,—

অথ রস অষ্ট প্রকার॥ কি কি অষ্ট প্রকার। অভিসারিকা। বাসকসজ্জা। উৎকণ্ঠিতা। বিপ্রলব্ধা। খণ্ডিতা। কলহান্তরিতা। স্বাধীনভর্ত্তৃকা। প্রোষিতভর্ত্তৃকা। এই অষ্ট প্রকার। মুখ্য দুই প্রকার। বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগ॥ বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার। সম্ভোগ চারি প্রকার॥ এই অষ্ট প্রকার॥ বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার কি কি। পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেমবৈচিত্ত্য, প্রবাস। এই চারি প্রকার বিপ্রলম্ভ॥ সম্ভোগ চারি প্রকার কি কি। সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ। সম্পূর্ণ সম্ভোগ। সঙ্কীর্ণ সম্ভোগ। সমৃদ্ধিমান সম্ভোগ। এই চারি প্রকার সম্ভোগ॥ অমিলাকে বিপ্রলম্ভ বলি। বিপ্রলম্ভকে বিষ বলি। মিলাকে সম্ভোগ বলি। সম্ভোগকে অমৃত বলি॥ এই দুই প্রকার বিষামৃত॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

অত্র প্রোষিতভর্ত্তৃকা।
বৃন্দাবন হৈতে কৃষ্ণের মথুরা গমন।
প্রোষিতভর্ত্তৃকা রস কহিল কারণ॥

এই অষ্ট রস সম্পূর্ণ॥ ইতি॥ প্রণালীপদ্ধতি॥

৩৭। অষ্ট সখী-লক্ষণ।

গদ্য পদ্যময় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা ১। লিপিকাল উল্লেখ নাই—অনুমান শত বর্ষ পূর্ব্বে।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥ অথ অষ্টরসে অষ্টসখী লক্ষণং॥

ললিতা বিশাখাশ্চৈব চিত্রা চম্পকলতিকা।
রঙ্গদেবী সুদেবী চ তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখিকা॥
অভিসারিকা অবস্থাতে ললিতা সুন্দরী।
রাখয়ে রাধার প্রাণ অতি যত্ন করি॥
আপনে বাসকসজ্জা হয়েন নায়িকা।
সহায় করেন দেবী চম্পকলতিকা॥ ইত্যাদি।

* * *

অত্র নায়কের গুণ ছেয়ানই প্রকার॥ ধীরোদাত্ত। ধীরললিত। ধীরশান্ত। ধীরোদ্ধত। অনুকূল। দক্ষিণ। শঠ। ধৃষ্ট। এই অষ্ট নায়কের গুণ মুখ্য॥

শেষ,—

ধীরোদ্ধতের এই কহিল কারণ।
পুনশ্চ কহিবে চারি নায়কের গুণ॥

ইহার পর খণ্ডিত।

৩৮। রসভক্তি-লহরী।

রচয়িতা—রাধাকৃষ্ণ দাস।

গ্রন্থখানির আকার ১৬ পত্র বা ৩১ পৃষ্ঠা। এ যাবৎ অপ্রকাশিত। এই গ্রন্থের বিস্তৃত বিবরণ ৩য় বর্ষ (১৩২০ সাল ফাল্গুন, ৬৪২ পৃষ্ঠা) 'বীরভূমি' পত্রিকায় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা সত্বর প্রকাশিত হওয়া উচিত। গ্রন্থখানির লিপি সুস্পষ্ট ও সুন্দর। লিপিকাল উল্লেখ নাই—অনুমান শত বর্ষ পূর্ব্বে॥

এই "রসভক্তি-লহরী" গ্রন্থ, সমপ্রতিপাদ্যমূলক গোস্বামী গ্রন্থ "ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু"র তুলনায় বিরাট "সিন্ধুর" একটি "লহরী" মাত্র। এই গ্রন্থখানিতে "ভক্তিরসামৃতসিন্ধু" ও "উজ্জ্বলনীলমণি" প্রভৃতি ভক্তিরসবিষয়ক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত কয়েকটি মাত্র প্রসঙ্গের, ভাষা-কথায় সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। ইহাতে "শ্রীমদ্ভাগবত", "ভক্তি-

রসামৃতসিন্ধু", "উজ্জ্বলনীলমণি", "সিদ্ধান্তচন্দ্রামৃত নাটক," "চম্পককলিকা," "কৃষ্ণকর্ণামৃত" ও "চৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গোস্বামিগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি শ্লোকের পর—
শ্রীগুরুচরণ বন্দো অতি শুদ্ধ মনে।
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল যেই জনে॥
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া কৈল কৃষ্ণমন্ত্র দান।
হেন গুরুপাদপদ্মে করিয়ে প্রণাম॥

এই গুরুবন্দনা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

শ্রীপাট অম্বিকা বন্দো হঞা প্রণিপাত।
যেথানে বিরাজে প্রভু অখিলের নাথ॥
জয় জয় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বাঞী।
যাঁর বশ হঞাছিলা চৈতন্য নিতাই।
শ্রীনিমাইচাঁদ ঠাকুর প্রভু যে আমার।
জন্মে জন্মে বিকাইল চরণে তোমার॥
কৃপা করি মোরে প্রভু মন্ত্র দান কৈল।
সেই মন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ দেখাইল॥

ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, যথায় গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অনুচর গৌরীদাস পণ্ডিত চৈতন্য-বিগ্রহ স্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই অম্বিকা গ্রামনিবাসী নিমাঞীচাঁদ ঠাকুর গ্রন্থকারের কর্ণধার গুরু ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন—পীতাম্বর বৈরাগী গোসাঞী। তাঁহার সম্বন্ধে গ্রন্থকার লিখিয়াছেন,—

শিক্ষাগুরু বন্দো মোর আলম্বনকর্ত্তা।
যাহার কৃপাতে হৈনু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞাতা॥
হৃদয়ে যতেক অন্ধকার ছিল মোর।
তাহা নাশি দীপ্তিমান্ করিল উজোর॥
হৃদিমধ্যে তিঁহো মোর বসাইল দর্পণ।
যে দর্পণে করে কৃষ্ণ-প্রেম আকর্ষণ॥
শিক্ষাগুরু শ্রীপীতাম্বর বৈরাগী গোসাঞী।
যাঁর কৃপালেশে মোর এতেক বড়াই॥
তার পাদপদ্ম বন্দো মস্তক উপরি।
যেহোঁ মোরে শিক্ষা দিল বৈরাগ্য-মাধুরী॥
রাধাকৃষ্ণ-লীলারস প্রেমতত্ত্ব আর।
ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিল করিয়া বিস্তার॥

গ্রন্থকার এইরূপ ভাবে ভক্তিতত্ত্বে রীতিমত ভাবে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও গ্রন্থমধ্যে এইরূপ ভাবে বৈষ্ণবী বিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন,—

(১) আমি ক্ষুদ্র জীব তাহা কি কহিতে জানি।
সাধু মোহান্তের মুখে যেই কথা শুনি॥
সংক্ষেপে কহিল ব্রজের মহিমা কথন॥

(২) সাধু মোহান্তের মুখে যে কৈলু শ্রবণ॥
সূত্র করি এই তত্ত্ব করি যে রচন॥

ইত্যাদি।

ভণিতা এইরূপ,—

(১) শ্রীপদ্মমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি আশ।
চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণ দাস॥

(২) জগত নিস্তার কৈল দিয়া প্রেম-রস।
তাহে মন না ডুবিল রাধাকৃষ্ণ দাস॥

বিষয়-নির্দ্দেশ,—

গ্রন্থখান সর্ব্বসমেত ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত। (১) প্রথম অধ্যায়ে গুরু, বৈষ্ণব, গোস্বামী প্রভৃতির বন্দনা। (২) দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবর্ত্ত, সাধক ও সিদ্ধ দশায় ভক্তগণের আশ্রয় ও রাগ (আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপন) নির্ণয় এবং দেশ, কাল ও পাত্র-বিচার। শান্ত, দাস্য, সখ্যাদির পঞ্চ-ভাবের পাত্র ও গুণ বর্ণন। সমর্থা ও সমঞ্জসা রতি নির্দ্দেশ ও তৎসমুদয়ের গুণপর্য্যায়। (৩) তৃতীয় অধ্যায়ে রাগ, ভক্তি ও প্রেম। রাগাত্মিকা—মুখ্য ও গৌণ এবং কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা পরিচয়। (৪) চতুর্থ অধ্যায়ে—পঞ্চগুণ ও পঞ্চবাণ—গৌর-লীলা-মাহাত্ম্য—রাধাভাব—প্রকট ও অপ্রকট-লীলা—গৌরলীলার কাল-নির্দ্দেশ। (৫) পঞ্চম অধ্যায়ে—নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের একত্ব নিরূপণ—নরলীলা—গৌরলীলার কারণ—বৃন্দাবন-মহিমা।

অভিসারিকা ইত্যাদি অষ্ট রস। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—প্রত্যেকে চতুর্ব্বিধ—অষ্ট রসের লক্ষণ—অষ্ট রসের অষ্ট সখী নির্দ্দেশ। (৬) ষষ্ঠ অধ্যায়ে মন্ত্রের মহত্ত্ব—কামগায়ত্রী তত্ত্ব। ২৪॥ অক্ষর চন্দ্রের নির্ণয়। কামবীজ বিচার। ২৫॥ অক্ষর চন্দ্রের নির্ণয়। অষ্ট পদ্ম লক্ষণ ও সংস্থাননির্দ্দেশ। অনুরাগের মহত্ত্ব, বর্ণ, বস্ত্র ও বয়ঃসন্ধিতত্ত্ব। সমাপ্তি।

শেষ এই,—

গলে শোভে বনমালা দেখিতে সুন্দর।
ময়ূর-পুচ্ছ শোভে তাহে চূড়ার উপর॥
ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রূপ দেখিতে সুন্দরে।
দ্বিভুজ মুরলীধারী শোভে দুই করে॥
যখন করয়ে কৃষ্ণ মুরলীর ধ্বনি।
যাহা শুনি লুব্ধ হৈল যতেক গোপিনী॥
এই ত কহিল কিছু বর্ণ বস্ত্র শোভা।
যাহার দরশে করে সর্ব্ব মনলোভা॥
শ্রীপদ্মমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি আশ।
চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণ দাস॥

ইতি শ্রীরসভক্তিলহরী গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

এই গ্রন্থখানি প্রকাশযোগ্য করিয়া সম্পাদন করিয়া রাখিয়াছি।

৩৯। চম্পক-কলিকা।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

পত্রসংখ্যা—১২; সুন্দর লিপি—সমগ্র গ্রন্থ অক্ষুণ্ণ। লিপিকাল উল্লেখ নাই—অনুমান, শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে।

সনাতন গোস্বামী গৃহ ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবন ধামে শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত মিলিত হইয়া বৃন্দাবন পরিক্রম করেন। তদনন্তর গোবর্দ্ধনে উপস্থিত হইলে শ্রীরূপের প্রার্থনামত সনাতন গোস্বামী তত্ত্বকথা বিবৃত করেন। গ্রন্থের ইহাই বক্তব্য বিষয়।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। অথ জীব গোস্বামীর স্মরণী টীকা অনুসারে পদবর্ণ্যং স্মরণীয়ং কৃষ্ণাৎ তত্র॥ ইতি॥ বন্দেহং শ্রীগুরো ইত্যাদি।

অষ্ট বৎসর আগে শ্রীরূপ গেলা বৃন্দাবন।
সনাতন থুঞা হেথা স্থির নহে মন॥
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাঙ্গ-চরণ।
সনাতন সঙ্গে প্রভু করাহ মিলন॥
এই বাঞ্ছা করি মনে ফিরে বৃন্দাবনে।
যুগলকিশোর পদ করি আরাধনে॥
পাতসার উজীর হঞা ছিলা সনাতন।
রূপের লাগিঞা সদা স্থির নহে মন॥
গৌরাঙ্গ-পদারবিন্দ করি আরাধন।
বিষয়-বন্ধন মোর করহ মোচন॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

গোবর্দ্ধনে প্রণাম করি বসিলা দুই ভাই।
সেই স্থানে জিজ্ঞাসিলা শ্রীরূপ গোসাঞী॥
শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন।
কহ দেখি নিত্য কথা করি যে শ্রবণ॥
কেমতে বা নিত্য রহে কাহার উপর।
কাহা হইতে উদ্ভব হয় কহত সকল॥
কোন বস্তু হয় সেই কিসের গঠন।
চন্দ্রসূর্য্য গতি তথা নাহি কি কারণ॥
পবনের গতি নাহি মনের গোচর।
কোনরূপে পাই তাহা কহ নরেশ্বর॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সাধকে শুনিঞা কাণে রাখিবে নয়ানে।
বিনা গুরু উপদেশে না জানে কোন জনে॥
সাধ্য বস্তু সাধন বিনে কেহ নাহি পায়।
সাধ্য সাধন এই কহিল নিশ্চয়॥
সাধ্য সাধন এই কহিল তোমারে।
ইহার অধিক নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
তদ্ভাবে ভাবিত মঞ্জরী পরিচয়।
উপাসনা বস্তু এই কহিল তোমায়॥

ইতি শ্রীরূপ সনাতন মুখাগ্রবাচ উপাসনা বস্তু সমাপ্ত ॥ শ্রীচম্পককলিকা গ্রন্থ সমাপ্ত ॥

৪০। স্বরূপ-বর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৮। সুন্দর লিপি—সমগ্র গ্রন্থ; সুস্পষ্ট ও অক্ষুণ্ণ। লিপিকাল—১২৫১ সাল, ৫ই মাঘ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় শ্রোতাগণ শুন হঞা একমন।
গৌরচন্দ্র অবতার হৈলা যে কারণ ॥
অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ আর ভক্তগণ।
সবেই আইলা জীব করিতে তারণ ॥
কলিযুগে পাপে লোক হইবে বিনাশ।
তেই লাগি সঙ্গে সব হইলা প্রকাশ ॥
আপনে আইল গৌর শুন তার কথা।
শুনিতে লাগএ সুখ লীলামৃত-কথা ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজে হইলা অবতার।
পরম সুন্দরী রাধা সখীগণ আর ॥
তা সভা লইআ কৈল সুখের উল্লাস।
অবশেষে কিছু আছে করিতে প্রকাশ ॥
তিন বস্তু অভিলাষ লইল পূরণ।
সেই হেতু অবতীর্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
গৌরাঙ্গের রূপ অঙ্গে করিলা ধারণ।
সেই তিন বস্তু এবে কৈল আচ্ছাদন ॥
যে সময়ে যেই ভাব পড়ি যায় মনে।
আস্বাদয়ে রামানন্দ স্বরূপের সনে ॥
আর এক পূর্ব্বের কথা শুন মন দিয়া।
অষ্ট যূথেশ্বরী সঙ্গে জন্মিলা আসিয়া ॥
অষ্ট অষ্ট করি হয় চৌষট্টি গণন।
তাঁ সবার নাম বলি শুন সর্ব্বজন ॥
অত্যন্ত নিগূঢ় কথা শুন সর্ব্বজন।
বিস্তার না কর ইহা রাখিহ গোপন ॥
ললিতার সখীরত্ন রেখা তার নাম।
শ্রীআচার্য্য রত্ন নাম কহিল আখ্যান ॥ ইত্যাদি।

শেষ অংশ একটু বিস্তারিত ভাবে উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা করিলা বিস্তারণ।
তথাপি উল্লাস বাঢ়য়ে অনুক্ষণ ॥
তবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিএ লিখন।
সভে মেলি আজ্ঞা দিল করিতে বর্ণন ॥
এক দিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয়।
বলহ গোবিন্দলীলামৃত রসময় ॥
এমন দয়াল প্রভু নাহিক ভুবনে।
রাধাকৃষ্ণ-লীলা পাই যাহার স্মরণে ॥
অবশেষে এই গ্রন্থ করিতে ঘটন।
প্রভুর নিষেধ হইল না করিহ বর্ণন ॥
আমার অভাগ্য-কথা শুন সর্ব্বজন।
প্রাণত্যাগ নাহি হয় কতেক কারণ ॥
সভে মেলি এক দিন রহিএ নির্জ্জনে।
গৌরলীলা অপ্রকট শুনিলাম কানে ॥
শ্রীগোপাল ভট্ট আর আচার্য্য শ্রীনিবাস।
তার স্থানে রহি সদা বৃন্দাবনে বাস ॥
লোকনাথ গোসাঞীর শিষ্য তাঁর কহি নাম।
ঠাকুর নরোত্তম তিহোঁ অতি অনুপাম ॥
আচম্বিতে আইলা সভে প্রভুর আশ্রেতে।
কোথাকারে গেল সভে না পাই দেখিতে ॥
তথাপি এ প্রাণ মোর শরীরে রহিল।
শেষ পরিচ্ছেদে লীলা বর্ণন করিল ॥
এক দিন দুঃখে কুঞ্জে রহি তিন জন।
আজ্ঞা হইল শ্রীরূপের শুনহ বচন ॥
মোর ভ্রাতুস্পুত্র আছে শ্রীজীব গোসাঞী।
গ্রন্থের অধিকারী তিনি তাহারে আনাই ॥
শ্রীজীবে আনায়ে গ্রন্থ অধিকার দিল।
গোবিন্দ গোপাল নাথ কৃপা বহু কৈল ॥

অনেক সুন্দর গ্রন্থ কৈল মহাশূর।
নিত্য লীলা স্থাপন যাথে ব্রজরস পুর॥
শ্রীরূপ শ্রীব্রজলীলা করিলা বিস্তার।
পরকীয়া মত যাহা করিল প্রচার॥
পূর্ব্বে সেই ব্রত তাহা গ্রন্থে বিবরণ।
নিজগ্রন্থ স্বকীয়া করি তাহা আচরণ॥
একে এই দুঃখ আরে এ সব কথন।
লজ্জা হয়ে প্রাণ মাত্র করিএ ধারণ॥
এক দিম নিবেদন করিল তাহারে।
শ্রীরূপের কৃপা হইল তোমার উপরে॥
নিজ জনে কৃপা করি কিছু গ্রন্থ সার।
গোড় দেশে নঞা তাহা করিল বিস্তার॥
তিঁহ কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে।
নমস্করি গৌড় দেশ করিলা গমনে॥
শ্রীরূপের আজ্ঞায় তারা রাধাকৃষ্ণলীলা।
সুখে গৌড়বাসী লোকে তাহা আচরিলা॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ-পদে যার আশ।
স্বরূপ বর্ণন কিছু কহে কৃষ্ণদাস॥

লিখিতং শ্রীমোহানন্দ রায়, সাং সিউড়ী। পাঠক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রজক, সাং সিউড়ী। ইতি সন ১২৫১ সাল, তারিখ ৫ মাঘস্য॥

৪১। স্বরূপ-বর্ণন।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৮। সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি; সম্পূর্ণ ও অক্ষুন্ন গ্রন্থ। লিপিকাল উল্লেখ নাই ৪০ নং গ্রন্থ অপেক্ষা প্রাচীন। উভয় গ্রন্থই এক।

৪২। চাটু পুষ্পাঞ্জলি।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

শ্রীমদ্রূপ গোস্বামি-বিরচিত 'চাটু পুষ্পাঞ্জলি' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের পদ্যানুবাদ। পত্রসংখ্যা—৪; সুস্পষ্ট লিপি—অক্ষুন্ন গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৫১ সাল, ৭ই ভাদ্র।

আরম্ভ,—

নবগোরোচনা গৌরী ইত্যাদি শ্লোকের পর,—

নব গোরোচনা-দ্যুতি শ্রীঅঙ্গে শোভয়ে অতি
নীল পট্টশাড়ী শোভে যায়।
ভুজঙ্গিনী জিনি বেণী ফণি-বিরাজিত মণি
রত্নগুচ্ছ শোভে অতি তায়॥
জিনি উপমার গণ তুলনা নাহিক সম
শোভে যার শ্রীমুখমণ্ডল।
চৌরস কপাল ঠাম জিনিয়া নবীন চান্দ
কস্তুরী তিলক ঝলমল॥

এক একটি মূল সংস্কৃত গ্রন্থের শ্লোক ও তাহার উক্তরূপ পদ্যানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

শেষ,—

চাটু পুষ্পাঞ্জলি এই স্তবাবলী
যে জন করয়ে গান।
বৃন্দাবনেশ্বরী তারে কৃপা করি
দাসীপদ দেহ দান॥ ২৪

ইতি শ্রীমদ্রূপগোস্বামিনা বিরচিতং শ্রীচাটু-পুষ্পাঞ্জলি নাম গ্রন্থ সম্পূর্ণ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের জয়তাং কৃষ্ণায় নমঃ। পাঠক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রজক, সাং সিউড়ী; সন ১২৫১ সাল, তারিখ ৭ই ভাদ্র।

৪৩। কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খপরিধান।

রচয়িতা—জগন্মোহন দ্বিজ।

ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। পত্রসংখ্যা—৬; সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অথ কল্যাণেশ্বরীর বন্দনা।

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম মস্তকে ধরিয়া।
ব্রাহ্মণের পদরেণু ভূষণ করিয়া॥
বিঘ্ননাশ গণপতি নম বন্দি শিরে।
যার কৃপা-লেশে সর্ব্ব বিঘ্ন নাশ করে॥
নম নম বন্দ দেবী কল্যাণীর চরণ।
যার কৃপা-লেশে হয় বিঘ্ন বিমোচন

পূর্ব্বে বাড়ী সেনপাহাড়ী ছিলে মা জননী।
শ্যামরূপা নাম ধর গহনবাসিনী॥
সেই শ্যামরূপা মূর্ত্তি কল্যাণেশ্বরীতে।
মাএর প্রভাব শুন শুন একচিত্তে॥
সুগুনপুরের পশ্চিমে এক ক্রোশ অন্তরে।
কল্যাণী মা বিরাজমান গহন ভিতরে॥
পূর্ব্বদ্বারী মন্দিরেতে কল্যাণী বিরাজে।
চন্দ্রমালা করে আলা মাকে ভাল সাজে॥

মধ্য,—

শাঁখারী ব্রাহ্মণ ডাকে কোথা গো জননী।
মূল্য দিবার ভয়ে মা কি লুকাইলে তুমি॥
দেঘরা জানিতে পেরে ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
কেমনে সেজেছে শঙ্খ দেখা গো আমারে॥
এত বলি তিনবার ফুকার করিল।
দহের মাঝে হস্ত তুলি শঙ্খ দেখাইল॥
শঙ্খ দেখি দ্বিজবর একদৃষ্টে চায়।
ও রূপের তুলনা কিছু বর্ণন না যায়॥

শেষ,—

এত বলি কহে দ্বিজ মূল্য লও তুমি।
বিপ্র বলে ধিক্ থাক্ মূল্য নিব আমি॥
শাঁখারি ব্রাহ্মণ কেঁদে পড়ে সেই ঠাঁই।
খেদ রইলো মাকে কিছু বলতে পেলাম নাই॥
অনেক ক্ষণ খেদ করি দোঁহে গেল ঘরে।
দ্বিজ জগন্মোহন বলে ভাঁড়াইলে মোরে॥

ইতি কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খ পরিধান বর্ণনা নাম সমাপ্ত। লেখক শ্রীতিনকড়ি মণ্ডল, সাং লম্বোদরপুর—পাঠক শ্রীনিকুঞ্জবিহারী চক্রবর্ত্তী, সাং লম্বোদরপুর—ইতি সন ১২৯৩ সাল, তাং ৪ অগ্রহায়ণ। প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক প্রতিলিপি॥ (২৩১ দ্রষ্টব্য)

৪৪। তুলসীচরিত্র।

রচয়িতা—ভগীরথ দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা ৬; সম্পূর্ণ গ্রন্থ; ক্ষুদ্র সন্দর্ভ। গ্রন্থখানি গীত হইবার জন্য রচিত—প্রতি অধ্যায়ের প্রথমে 'বড়ারি রাগ', 'শ্রীরাগ' ইত্যাদি রাগ নির্দ্দেশ আছে। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়,—

বিপ্র জনের স্থানে করিঞা পরিহার।
তুলসী-চরিত্র কিছু করিএ প্রচার॥
যেন মতে তুলসী আইল পৃথিবীতে।
তার কথা কহি কিছু শুন একচিত্তে॥

গ্রন্থারম্ভেই আছে,—

রসিক লোকের আগে বৈসে নানা রঙ্গে।
মন দিয়া শুন কিছু তুলসী প্রসঙ্গে॥
কংসারি পণ্ডিতের পুত্র নামে ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহিয়াছেন তুলসীর মহত্ব॥

ভণিতা এইরূপ,—

দ্বিজ ভগীরথ কথা কহে পদদ্বন্দ্বে।
রচিল পাঁচালী ছন্দ পয়ার প্রবন্ধে॥

অন্যত্র,—

দ্বিজ ভগীরথ কহে হরিপদযুগ নহে
বিষম রসে মন নাহি রহে॥

প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে 'প্রহ্লাদচরিত্র' নামক সন্দর্ভ-রচয়িতা দ্বিজ কংসারি নামক এক ব্যক্তির নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগীরথের পিতা কংসারি পণ্ডিত ও দ্বিজ কংসারি অভিন্ন কি না, সম্প্রতি তাহা নির্ণয় করিবার সুযোগ দেখিতেছি না।

'তুলসী-চরিত্র'-রচয়িতা ভগীরথ দ্বিজবিরচিত পদ্মপুরাণ গ্রন্থের পরিচয় আমরা এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে নারায়ণদেব-রচিত 'পদ্মাপুরাণ' ব্যতীত অপর কোন 'পদ্মাপুরাণের' সন্ধান প্রাপ্ত হই নাই। এই গ্রন্থখানির অনুসন্ধান করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মধ্য,—

তুলসীর সেবা কৈলে হরয়ে পাতকী।
যার এক পত্র পাইলে দেবগণ সুখী॥
তুলসী সেবিতে যেই করে আশ।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয়ে পায় স্বর্গবাস॥

দানকর্ম্ম পিতৃকর্ম্ম যত কর্ম্ম করি।
তুলসী বিহনে কোন কর্ম্ম করিতে না পারি॥
গঙ্গাক্ষেত্র গোদাবরী কাশী বারাণসী।
কেহ তুষ্ট নহে কিন্তু বিনা সে তুলসী॥
তুলসী কাষ্ঠের মালা যেবা অঙ্গে ধরে।
যমের যাতনা নাই তাহার শরীরে॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

ভক্তি করি যেবা শুনে তুলসী পাঁচালী।
ধনে পুত্রে বাড়ে তার হয় ঠাকুরালি॥
ব্রাহ্মণে শুনিলে তার পুত্র লাভ হয়।
শূদ্রে শুনিলে তার যমের নাহি ভয়॥
থাকুক অন্যের কাজ যম পলায় ডরে॥
ইহা জানিয়া তুলসী পূজিবে ঘরে ঘরে॥
গঙ্গা আর তুলসী একই সমতুল।
কারু জল কারু লইবেক ফুল॥
ইহা জানিয়া যেবা পূজে নারায়ণ।
অন্তকালে যায় সেই স্বরগ ভুবন॥
তুলসী পাঁচালী নর শুন সাবধানে।
ইহার আলাপে পাবে বৈকুণ্ঠ ভুবনে॥

৪৫। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৬; সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট। লিপি-কাল—১২৫১ সাল, ২৬শে অগ্রহায়ণ।

আরম্ভ,—

অথ নারদ-সংবাদ আরম্ভ॥

নম নম নম প্রভু নম নারায়ণ।
ক্ষীরোদ সায়রে বটপত্রেতে শয়ন॥
নম নম সত্য যুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥
নম নম করপুটে কশ্যপ মূরতি।
পৃষ্ঠ পরে যেরূপে ধরিলা বসুমতী॥
নম নম বরাহ দশনে ক্ষিতিধারী।
যেরূপে হিরণ্যাক্ষ দৈত্য অন্তকারী॥
নম নম বিরাট নৃসিংহ অবতার।
হিরণ্যকশিপু যেহো করিলা সংহার॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

নারদ কহিল পুনঃ জুড়ি দুই হাথ।
আর এক জিজ্ঞাসি কহিবে জগন্নাথ॥
কোন অবতার হঞা কি কর্ম্ম করিলে।
কোন হেতু কোন যুগে কি দেহ ধরিলে॥
দশ অবতার কথা কহ যদুরায়।
শ্রীমুখে শুনিতে মোর বড় ইচ্ছা হয়॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ শুন তপোধন।
কহিব তোমারে সব অপূর্ব্ব কথন॥
প্রথমে শুনহ আদির সৃষ্টির উৎপত্তি।
যাহে হইল ব্রহ্মা বিষ্ণু হর শক্তি ক্ষিতি॥
যখন আছিলাম আমি ক্ষীরোদ সায়রে।
বটপত্রে সজ্যা মোর জলের উপরে॥ ইত্যাদি।

এইরূপে মুখবন্ধের পর গ্রন্থে দশাবতারের বিশদ বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভণিতা,—

শ্রীগুরুচরণ পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

শেষ,—

স্তব করি নারদ করেন প্রণিপাত।
জয় জয় যদুসুত জয় জগন্নাথ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি মর্ত্ত্য ধরাধর॥
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতে বিলয়।
আজ্ঞায় সৃজন হয় নিমিষে মিলায়॥
দীনহীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ নাহি পায় সীমা॥
এতেক বলিয়া মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মীনারায়ণ দোঁহে মন্দিরে রহিল॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ-পদ মনে করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ বিরচিল কৃষ্ণদাস॥

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত। পাঠক শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ রঞ্জক, সাকিম সিউড়ী, পরগণে খটঙ্গা। লিখিতং শ্রীমহানন্দ রায়, সাং সিউড়ী, পরগণে খটঙ্গা; সন ১২৫১ সাল তাং ২৬ অগ্রহায়ণ তিথি প্রতিপদ বার মঙ্গলবার রচনা দেড় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল। ইতি।

৪৬। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৫। প্রথম ও শেষ পত্র নাই; ৪৫ সংখ্যক পুথির অনুলিপি। ২ পত্রের আরম্ভ,—

যে রূপে যে কর্ম্ম কৈলা ভগবান॥
বৃন্দাবন কৃষ্ণলীলা আছয়ে বর্ণনা।
যে কথা শ্রবণে ঘুচে যমের যন্ত্রণা॥
চতুর্দ্দশ শাস্ত্র আর আঠার পুরাণ।
কিঞ্চিত কিঞ্চিত ইথে আছয়ে প্রমাণ॥
সৃষ্টির সৃজন আর পালন প্রলয়।
ব্রহ্মা বিষ্ণু হরশক্তি জন্মের নির্ণয়॥

মধ্য,—

এতেক বলিঞা রাজা হাতে খড়্গ করি।
চলি গেলা যথা সেই ব্রাহ্মণের পুরী॥
রাজারে দেখিঞা দ্বিজ কাপে থরে থর।
মহাকোপে বলে রাজা শুন রে বর্ব্বর॥
মোর আজ্ঞা না মানিঞা নাহি দিল ধন।
এখনি খড়্গেতে তোর বধিব জীবন॥
এত বলি দ্বিজে কৈল খড়্গের প্রহার।
দুইখান করি বিপ্রে করিল সংহার॥

শেষ,—

দশ অবতার-কথা নিজ বিবরণ।
কহিল তোমারে মুনি সে সব কথন॥
শুনিঞা নারদ মুনি হরষিত হঞা।
হরি হরি বলি নাচে দুবাহু তুলিঞা॥
প্রেমে পুলকিত তনু সজল নয়ন।
গলে বস্ত্র দিয়া স্তব করে তপোধন॥
শ্রীগুরু-গোবিন্দ-পাদপদ্ম করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

৪৭। বিজয় পাণ্ডব কথা।

রচয়িতা—কবীন্দ্র পরমেশ্বর।

পত্রসংখ্যা—৯৯। প্রথম ও শেষ পত্র নাই। আদি, সভা, বন, বিরাট, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ—এই কয় পর্ব্ব আছে। অতি প্রাচীন গ্রন্থ, আড়াই শত বৎসরের কম নহে। শেষ পত্র না থাকায় লিপিকাল জানা গেল না।

আরম্ভ,—

দিনেকে শুনিতে পারি পাঞ্চালি রচিঞা।
এমত প্রবন্ধ কিছু আনহ করিঞা॥
তাহার আদেশ আমি মস্তকে ধরিল।
পরমেশ্বর বিষএ কবীন্দ্র পাঞ্চালী রচিল॥
সঙ্গীতাদি ন লক্ষ সতে ত্রিংশত।
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত॥
ষষ্টি লক্ষ তিন শত সহস্র কৈল শ্লোক।
নারদ মুনি পঠেন্ত শুনেন দেবলোক॥
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে শুনি।
পিতৃলোক স্থানে পঠেন্ত জে ব্যাস মহামুনি॥
সপ্তদশ লক্ষ শ্লোক হরিল রাক্ষসে।
বিভীষণ শুনে তাহা পরম হরিষে॥
চতুর্দ্দশ লক্ষ গেল পাতাল ভুবন।
বলির সভাতে পঠে মুনি সনাতন॥
কুবের মাগিঞা লইল শ্লোক লক্ষ তিনে।
মৈত্রেয় পঠেন তথা বিষ্কারাণী শুনে॥
এক লক্ষ সঙ্গীতা মনুষ্যে প্রতিষ্ঠিত।
মুনি বৈশম্পায়ন কইল পৃথিবী বিজিত॥
জন্মেজয় রাজা সর্ব্বশাস্ত্রে অবতার।
দৈবে ব্যাস মুনি আইলা সভাতে তাহার॥
যথাবিধি পূজিঞা বলিলা নরপতি।
তুমি দেব ইতিহাস সম মহামতি॥

ভণিতা,—

(১) বিজয় পাণ্ডব নাম পুণ্যকথা অনুপাম
অমৃত বর্ষে নিতি নিতি।
লস্করের আদেশ মাথে কবীন্দ্র করি যোড়হাতে
সভাপর্ব্ব বিরচিল ইতি ॥

(২) বিজয় পাণ্ডব-কথা আনন্দ-লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
বনপর্ব্ব কথা এই সমাধান।
বৈশম্পায়ন কহে জনমেজয় স্থান ॥

মধ্য,—

মৃত্তিকা শঙ্কর গড়ি পূজে মহেশ্বর।
এক পুষ্পমালা দিল শিবের উপর ॥
সেই পুষ্পমালা দেখি কিরাতের মাথে।
সম্ভ্রম হইয়া বীর রহে আচম্বিতে ॥
এত অপরাধ কৈল প্রভুর চরণে।
ক্ষমা কর বারেক লই গো (?) শরণে ॥
এত বলি অর্জ্জুন বীর স্তব স্তুতি কৈল।
সেবকবৎসল দেব হাসিতে লাগিল ॥
তুষ্ট হইঞা ললাটে আনল দেখাইল।
তাহা দেখি অর্জ্জুন বীর স্তব স্তুতি কইল ॥
পাশুপত অস্ত্র শিব ধনঞ্জএ দিল।
যেই অস্ত্রে সকল ভুবন সংহারিল ॥
মন্ত্র দিঞা অন্তর্ধান হইলা মহেশ্বর।
অর্জ্জুনের মনে হইল হর্ষ বিস্তর ॥
সাক্ষাতে দেখিলু পরশিলু মহেশ্বর।
ধন্য জীবন মোর ধন্য কলেবর ॥ ইত্যাদি।

শেষ পত্র,—

আপন প্রতিজ্ঞা ভীম করিলেক মনে।
খড়্গহাথে করিঞা ধাইল ততক্ষণে ॥
এই দুঃশাসনের করহ রক্তপান।
কে আছ করহ আসি এহার পরিত্রাণ ॥
রজস্বলা দ্রৌপদী আনিলে চুলে ধরি।
সেই সব দুঃখ আমি কেমতে পাসরি ॥
এত বলি ভীমসেন বিক্রম অপার।
খড়্গ লইঞা হৃদয় যে করিলা বিদার ॥

বিজয় পণ্ডিত-বিরচিত মহাভারতের সহিত অনেক স্থলে কবীন্দ্র-রচিত 'বিজয় পাণ্ডবকথা' গ্রন্থের ছত্রে ছত্রে মিল রহিয়াছে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে।

৪৮। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যক পুথির অনুলিপি। লিপিকাল ১২৭৭ সাল। ফাল্গুন।

৪৯। বৈষ্ণব-বন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকীনন্দন।

পত্রসংখ্যা—৭; সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-কৃপাময়ৌ।
সর্ব্বাং(?)বতারসংযুক্তৌ সর্ব্বভক্তজনাশ্রয়ৌ ॥ ইতি।
ধন গোরাচান্দ মোর প্রাণ গোরাচান্দ।
শচীর দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ ॥
মিনতি করিঞা তৃণ ধরিঞা দশনে।
নিবেদন করো গুরু বৈষ্ণব-চরণে ॥

মধ্য,—

প্রেমের আলয় বন্দো সেন শিবানন্দ।
জাতি প্রাণধন যার গৌরপদদ্বন্দ্ব ॥
বন্দিব মুকুন্দদত্ত ভাব শুদ্ধচিত।
ময়ূরের পাখা দেখি হইলা মূর্চ্ছিত ॥
প্রেমের আলয় বন্দো নরহরি দাস।
নিরন্তর যার চিত্তে গৌরাঙ্গ বিলাস ॥

শেষ,—

স্মরণ লইনু গুরু বৈষ্ণব-চরণে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে ॥

বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যেই জন।
অন্তরে মলিন ঘুচে শুদ্ধ হয় মন॥
প্রভাতে উঠিঞা পড়ে বৈষ্ণব বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
দেবের দুর্লভ প্রেম ভক্তি সেই লভে।
দৈবকীনন্দন কহে সেই সব লোভে॥
ইতি বৈষ্ণববন্দনা সম্পূর্ণ॥

৫০। রামায়ণ আদি কাণ্ড।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা—২২। শেষ পত্র নাই। লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ॥
গোলোক বৈকুণ্ঠপুরী সভার উপর।
জানকী সহিতে বসিলেন গদাধর॥
মূর্ত্তিমান তপোবন তরু যে প্রকাশ।
তাহারে বেড়িয়া আছে সুবর্ণ আওয়াস॥
সুবর্ণ আওয়াস সুবর্ণ সিংহাসন।
তাহায় বীরাসনে বসিলা নারায়ণ॥
পারিজাত পুষ্প তাথে অতি মনোহর নাম।
তার মধ্যে বীরাসনে বসিলা শ্রীরাম॥

মধ্য,—

সম্পাতি জটায়ু দোহে গরুড়-নন্দন।
যাহার বিক্রমে কাঁপে চৌদ্দ ভুবন॥
সম্পাতির পুত্র হইল সুপরস।
জটায়ুর পুত্র হইল গিধিনী সারস॥
সকল পক্ষের রাজা হইল বিহঙ্গম।
চরিতে জায় পক্ষ স্থাবর জঙ্গম॥

শেষ,—

পুত্র প্রসবিলা কন্যা কাঁপে বসুমতী।
পুত্র প্রসবিলা বারি হইলা পিরীতি॥
আখড়াশালে জেআ গাএ মাথে রেণু।
পুত্রের সংবাদ পেঞা নাম থুইল রেণু॥
বশিষ্ঠ মুনির সনে রাজা করিআ যুকতি।
মুনি বলেন তোমার পুত্র হইল চক্রবর্ত্তী॥

৫১। কালিকা-মঙ্গল।

রচয়িতা—ভারতচন্দ্র।

পত্রসংখ্যা—৭; খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীগণেশায় নমঃ॥
শ্রীকালিকামঙ্গল লিখ্যতে।
আমার প্রাণ কেমন করে না দেখি তাহারে॥ ধ্রু॥
ভাটমুখে শুনিল বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার॥
বিদ্যার আকার ধ্যান বিদ্যা নাম জপ।
বিদ্যালাভ বিদ্যালাভ বিদ্যানাম তপ॥
হায় বিদ্যা কোথা বিদ্যা কবে বিদ্যা পাব
বিদ্যার প্রভাবে কবে বর্দ্ধমান যাব॥

ভণিতা,—

সুন্দরে দেখিঞা পড়ে ঘোমটা খসিঞা।
ভারত কহিছে সাড়ি পর লো আটিআ॥

মধ্য,—

মেলানি বলিছে আমি দুখিনী মেলানি।
বাড়ী মোর ঘোটাবেড়া থাকি একাকিনী॥
নিয়মিত ফুল রাজার বাড়ীতে যোগাই।
ভালবাসে রাজরাণী সদা আমি যাই॥
কাঙ্গাল দেখিঞা যদি ঘৃণা নাহি হয়।
তবে আসি কর বাসা আমার আলয়॥

শেষ,—

লক্ষ্মী সরস্বতী যদি এক ঠাঞী হয়।
দেবরাজ দেখে যদি নাগরাজ কয়॥
কিঞ্চিত কহিতে তবু পারে বা না পারে।
যে কিছু কিঞ্চিত কহি বুঝি অনুসারে॥
বিনোদিয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী পাপিনী তাপে বিবরে লুকায়॥

৫২। চৈতন্য-ভাগবত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস।

পত্রসংখ্যা—২৬। খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ।

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ

সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ॥ ইত্যাদি।

তবে বন্দো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।

নবদ্বীপে অবতার নাম বিশ্বম্ভর॥

আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।

সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈল দড়॥

ইত্যাদি।

ভণিতা,—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দচন্দ্র প্রভু জান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান॥

মধ্য,—

সর্ব্ব শুভক্ষণ নাম করণ সময়ে।

গীতা ভাগবত বেদ ব্রাহ্মণে পড়এ॥

দেবগণে নরগণে করয়ে মঙ্গল।

হরিধ্বনি শঙ্খ ঘণ্টা বাজয়ে সকল॥

শেষ পত্র,—

নদীয়ার সঙ্গতি বা কে বলিতে পারে।

অসংখ্য লোক এক ঘাটে স্নান করে॥

কতক বা শান্ত দান্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী;

না জানি কতেক শিশু মিলে তথা আসি॥

৫৩। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—৮। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৫১ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি॥

শ্রীগুরুচরণ-পদ্ম কেবল ভকতি-সদ্ম

বন্দো মুঞি সাবধান মনে।

যাহার প্রসাদে ভাই এ ভব তরিয়ে যাই

কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় যাহা হনে॥

গুরুমুখপদ্ম-বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য

আর না করিব মনে আশা।

শ্রীগুরুচরণে রতি সেই সে উত্তমা গতি

যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা॥

মধ্য,—

ব্রজপুর-বনিতার চরণ আশ্রয় সার

কর মন একান্ত করিয়া।

অন্য বোল গণ্ডগোল নহে যেন উতরোল

রাখ প্রেম হৃদয়ে ভরিয়া॥

পাপ পুণ্যময় দেহ সকল অনিত্য এহ

ধন জন সব মিছা ধন্ধ।

মরিলে যাইবে কোথা নাথে না পাইবে বৃথা

তবু কর নিত্য কার্য্য মন্দ॥

শেষ,—

শ্রীগৌরাঙ্গ মোরে যে বলাইলেন বাণী।

তাই কহি ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥

শ্রীলোকনাথ প্রভু-পদ হৃদে করি আশ।

প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা গ্রন্থ সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীমোহানন্দ রায়, পাঠক শ্রীলক্ষ্মীকান্ত রজক ইতি সন ১২৫১ তাং ১৭ ভাদ্র শুক্রবার তৃতীয়া রাত্রি এক প্রহরের সময় সমাপ্ত।

৫৪। অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

পত্রসংখ্যা—৫ম পত্রের পর খণ্ডিত। এই গ্রন্থে বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোক প্রচুর পরিমাণে উদ্ধৃত করিয়া তাহার পয়ারানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীচরণ ভরসা ॥
আনন্দে বোলহ কৃষ্ণ ভজহ বৃন্দাবন।
বৈষ্ণব গোসাঞীর পায় মজাইঞা মন ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর বড় করুণার সিন্ধু।
ইহলোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু ॥
বৈষ্ণবের গুণ শুনি অপার মহিমা।
আপনে না পারে প্রভু দিতে যার সীমা ॥
বৈষ্ণব দেবতা মোর বৈষ্ণব ধেয়ান।
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব মোর জ্ঞান ॥
বৈষ্ণবের পদধুলি লাগুক মোর গায়।
সবংশে বিকাইলু বৈষ্ণবের পায় ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

ভজনের গুণে হয় কৃষ্ণের আত্মনি।
ইহা যে নিন্দয়ে জন্মে চণ্ডালের যোনি ॥
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমানে।
ইহার প্রমাণ দেখ নারদ প্রমাণে ॥
পদ্মপুরাণে দেখ আর ভাগবতে।
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নাহিক পরশিতে ॥
নিগম আগম আর শাস্ত্র পুরাণে।
অবৈষ্ণব হইলে হয় চণ্ডাল সমানে ॥
মুনি হয় চণ্ডাল নারদেতে লেখে।
বিষ্ণুভক্ত চণ্ডাল দ্বিজের অধিকে ॥

শেষ পত্র,—

এক বৈষ্ণবের যদি তুষ্ট করে মন।
প্রভু কহে আমা হেন হয় কোটি গুণ ॥
যত তুষ্ট নহি আমি শালগ্রাম সেবায়।
বড় তুষ্ট হই আমি বৈষ্ণব-সেবায় ॥

৫৫। দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

৪ পত্রের পর লিপিকর আর অগ্রসর হয় নাই।

আরম্ভ,—

অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে ॥
মুনি বলে শুন শুন পরীক্ষিতেরি তনয়।
সমরে পড়িলা যদি ভীষ্ম মহাশয় ॥
দশ দিন যুদ্ধ করি অতি ঘোর রণে।
আপন ইচ্ছায়ে তেজিল পরাণে ॥
ভীষ্ম যদি পড়িলা আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার করি সভে করএ রোদন ॥
ইত্যাদি।

শেষ,—

মহাভারতের কথা অতি অনুপাম।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান ॥

৫৬। গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

৩য় পত্রের পর খণ্ডিত। গ্রন্থখানিতে প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণিত আছে।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥
প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ।
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল জেবা জন ॥
জীব জেনে শুনে কৃষ্ণ না করে ভাবনা।
পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের যন্ত্রণা ॥
একবার জনমিয়া আরবার মরি।
তথাপিহ কৃষ্ণ নাম ভজন না করি ॥
হইয়া মায়ের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা।
তখন মনে পড়ে জীবের সপ্ত জন্মের কথা ॥

মধ্য,—

কেহ মুঠ্কী মারে কেহ দেহ খর।
সভামধ্যে প্রহ্লাদ হইল যেন চোর ॥
সকল কাড়িয়া নিল পরাইল কোপীন।
ঘর ছাড়ি গৃহা যেন হইল উদাসীন ॥
আভরণ কাড়ি নিল দূরে গেল বেশ।
গায় কাটী প্রহ্লাদের পোড়ে মধ্যদেশ ॥

রাধা কৃষ্ণ নাম শিশু অন্তরে ধেয়ায়।
গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায়॥

শেষ পত্র,—

মনমধ্যে প্রহ্লাদের নাহি কৃষ্ণ বই।
যে বিদ্যা পড়্যাছি আমি শুন তাহা কই॥
কি করিব পড়্যা শুনে কি করিব আনে।
হরি বই প্রহ্লাদের নাহি অন্য মনে॥

৫৭। গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

খণ্ডিত—প্রথম ও শেষ পত্র নাই। দাতাকর্ণ ও বৃষকেতু উপাখ্যান।

মধ্য,—

বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক কোথা হইতে আইল।
তোমার বাপাকে সত্য করাইল॥
করাতে চিরিয়া পুত্র করহ ছেদন।
উদর পুরাঞা মাস করহ ভক্ষণ॥
বৃষকেতু বলে মাগো নিবেদি চরণে।
ইহার লাগিয়া মা গো কান্দ কি কারণে॥
পিতা মাতা দুই জনে বাক্য শুনিয়া।
ব্রাহ্মণে সন্তুষ্ট কর আমারে কাটিয়া॥
এত দিনে হইল মোর সার্থক জীবন।
ব্রাহ্মণ আমার মাস করিবে ভোজন॥
ব্যাধিতে মরণ হৈলে কৃমি ভস্ম হয়।
গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয়॥

৫৮। কলঙ্ক ভঞ্জন।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

খণ্ডিত। প্রথম দুই ও শেষ পত্র নাই।

মধ্য,—

যশোমতী বলে বাপু কহ কিবা চাই।
কি ঔষধি দিলে মোর বাঁচিবে কানাই॥
বৈদ্য বলে এই ব্যাধি বড় করি বাসি।
অবিলম্বে আন এক নূতন কলসি॥
যশোমতী কলসী বৈদ্যকে আনি দিল।
তাহাতে সহস্র রন্ধ্র কলসীতে কৈল॥
বৈদ্য বলে যশোমতী মোর বাক্য শুন।
একজনা পতিব্রতা ডাক দিয়া আন॥
যশোদা ডাকেন তবে করি ধাওয়া ধাই।
পাত্র পড়ি জল আন বাঁচুক কানাই॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

(১) দ্বিজ কবিচন্দ্রে কন ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে যারে কৈলা কৃপা ব্রাহ্মণের বেশে॥
(২) যশোদা দিলেন কৃষ্ণ রাধিকার কোলে।
কোলে বসিলেন কৃষ্ণ কবিচন্দ্র বলে॥

৫৯। আশ্চর্য্য পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

প্রথম চারি পত্র নাই এবং ৯ম পত্রের পর খণ্ডিত।

মধ্য,—

হেন কালে তথা ভোজের দুহিতা
পাই সব সমাচার।
তেজিয়া মন্দির হইল বাহির
তেজি পুত্র পরিবার॥
তপস্বিনী বেশে আসি অন্ধ পাশে
প্রণমিয়া কহে বাণী।
শুন কুরুপতি তোহর সঙ্গতি
কাননে জাইব আমি॥
সঙ্গে লহ মোরে যাবে যথাকারে
আমি তব অনুগত জন।
তোমার প্রসাদে তরিব আপদে
করিব শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥
শুনিয়া রাজন আশ্বাসি বচন
কুন্তীরে দিলেন তবে।
শুনি ভোজসুতা হইলা হর্ষযুতা
গান্ধারি হৃষ্ট অন্তরে॥

ভারত কোমল শ্রবণ মঙ্গল
সাধুজন পরকাশ।
কৃষ্ণদাসানুজ কৃষ্ণপাদাম্বুজ
বন্দি কহে কাশীদাস ॥

অন্যত্র ভণিতা—

(১) ভারত আশ্চর্য্য পর্ব্ব অপূর্ব্ব কথন।
পয়ার প্রবন্ধে কাশীদাস বিরচন ॥

(২) শ্রবণে পরমসুখ পাপের বিনাশ।
আশ্চর্য্য পর্ব্বের কথা কহে কাশীদাস ॥

৬০। লঙ্কাকাণ্ড—অতিকায় যুদ্ধ।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস

সপ্তম পত্রের পর খণ্ডিত। প্রাচীন লিপি।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীগণেশায় নমঃ।
সরস্বতী মাতায় নমঃ। অতিকায় যুদ্ধ লিখ্যতে ॥
শ্রীশ্রীরামং লক্ষ্মণপূর্ব্বজং ইত্যাদি।
ভগ্নপাইক আসিয়া কহে রাবণ সাক্ষাতে।
যুঝিল রাক্ষস সব রামের সাক্ষাতে ॥
এত শুনি লঙ্কেশ্বর মনে ভাবে ব্যথা।
ডাক দিঞা বলে অতিকায় বীর কোথা ॥
বাপ কাতর হইলে পুত্রের বড় দুখ।
* * * করে রাবণ সম্মুখ ॥
বিস্তর তপ কৈলে বাপ অমর হবার তরে।
তোমাকে ছাড়িঞা খুড়া অমর হইলা ব্রহ্মার বরে ॥
অমর হইল খুড়া আপনার গুণে।
ব্রহ্মার বরে খুড়া সকল শাস্ত্র জানে ॥
ধর্ম্মে ধার্ম্মিক খুড়া বিচারে পণ্ডিত।
ধর্ম্মজ্ঞান তোমাকে বুঝাইল রাজনীত ॥

ভণিতা :—

(১) কৃত্তিবাস পণ্ডিত জন্মিলা শুভক্ষণে।
যাহার প্রসাদে লোক রামায়ণ শুনে ॥

(২) অতিকায় লক্ষ্মণে হইল সম্ভাষ।
লঙ্কাকাণ্ড গাইল পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥

শেষ পত্র,—

হনুমান উপরে রাম আরোহণ হঞা।
আসি রণস্থলে রাম উত্তরিলা সিঞা ॥
লক্ষ্মণ বলেন আইস বাছা রাবণ-নন্দন।
তোমা দেখি আইলা রাম পতিতপাবন ॥
রাম দেখিঞা অতিকায় জয় জয় বোলে।
আসিঞা পড়িল বীর রামের পদতলে ॥
দয়ার ঠাকুর রাম ভক্ত নিছেন কোলে।
অতিকাকে কোলে করি রাম মধুর বাক্য বলে ॥
তুমি আমার ইহা জানে সর্ব্বজনে।
তোমারি কারণে আমার লঙ্কা আগমনে ॥

৬১। স্বর্গারোহণ কথা।

রচয়িতা—(অনুল্লিখিত)

প্রথম দুই পত্র নাই। পত্রসংখ্যা—১১। লিপি-কাল ১১৯০ সাল।

তৃতীয় পত্রের আরম্ভ,—

মুনিগণে বিদায় দেন হরি।
মুসল লইঞা প্রভাসেতে যাত্রা করি ॥
ঘসিঞা পাষাণে ক্ষয় করিল মুসলে।
অল্পমাত্র বলি ফেলাইঞা দিল জলে ॥
রাঘব বোয়ালি তাহা করিল গরাস।
ব্রহ্মশাপ হইতে তাহা না হইল বিনাশ ॥
পড়িল বোয়ালি বন্দী ধীবরের জালে।
কিনিয়া লইল তাহা বেয়াধের ছেলে ॥

মধ্য,—

রাক্ষসীর মূর্ত্তি দেখি দ্রৌপদী কম্পিত।
বৃক্ষ লঞা ভীমসেন ধাইল তুরিত ॥
গাছ ফেলি মারিলেন রাক্ষসীর দাতে।
দোহাতিয়া বাড়ী মারে রাক্ষসীর মাথে ॥
পড়িল রাক্ষসী বৃক্ষের প্রহারে।
উর্দ্ধবাহু করি পড়ে পর্ব্বত উপরে ॥

সে পর্ব্বত ছাড়ি যান কালকেতু গিরি।
কালকেতুগণ যথা দেবের বউরি॥
অর্জ্জুন মারিল কত কালকেতুগণ।
দেবের অবধ্য তারা মহা যোদ্ধাগণ॥
কালগিরি ছাড়ি গেলা গিরি ভদ্রেশ্বর।
হাহা হুহু দৈত্য আছে তাহার উপর॥

শেষ,—

প্রভু বলেন নরপতি না করিহ শোক।
বন্ধু বান্ধবের দেখসিঞা মুখ॥
বচন বলিতে মাত্র হইল প্রকাশ।
বন্ধুগণ মহারাজা দেখে নিজ পাশ॥
ভীমার্জ্জুন দেখিলেন নকুল সহদেব।
দ্রৌপদী সতী মহাপথে অন্ধসেব (?)॥
ভীষ্ম পিতামহ দেখি বড় পাইল লাজ।
চরণ ধরিঞা নম্র হইলা মহারাজ॥
কুরুক্ষেত্রে মৈল যত করি রণ।
সবারে দেখিল রাজা বিষ্ণুর সদন॥
একে একে সম্ভাষা করে দিঞা আলিঙ্গন।
পুন প্রণমিলা প্রভুর চরণ॥
ধর্ম্মের নন্দন ধর্ম্মে হইলা লিপ্ত।
স্বর্গারোহণ-কথা এই হইল সমাপ্ত॥

যথাদিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষকো নাস্তি দোষকঃ। ভীমস্তাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীআসানন্দ দাস। সাঃ লম্বোদর পুর। ইতি সন ১১৯০ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্র বার বৃহস্পতি।

৬২। দুর্গাপঞ্চরাত্র।

রচয়িতা—জগদ্রাম ও তৎসুত রামপ্রসাদ।

পত্রসংখ্যা—১১৪; সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৫২ সাল।

গ্রন্থখানি ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই পাঁচ পালায় বিভক্ত। ইহার মধ্যে প্রথম তিন পালা জগদ্রাম রায়ের এবং পরবর্ত্তী দুই পালা তাঁহার পুত্র রামপ্রসাদের রচনা। জগদ্রাম রায় অষ্টকাণ্ডীয় রামায়ণের রচয়িতা।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীকাশীশ্বর গোস্বামী প্রভুজীউকি জয়।
সর্ব্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে ইত্যাদি।
কর্ব্যে দুর্গা পঞ্চরাত্র অতিশয় সুপবিত্র
পঞ্চ দিন গান রাত্র দিনে।
বেল্ব বরণের দিনে পূর্ব্বাহ্নে শুভ লক্ষণে
আরম্ভ করিব এ বিধানে॥
ঘট করি সংস্থাপন গণেশ আদি আবাহন
ইন্দ্র আদি দশ দিকপালে।
ভাস্করাদি গ্রহগণে ক্রমে পূজে জনে জনে
সঙ্কল্প রচনা সেই কালে॥ ইত্যাদি।

* * * * *

গণেশ বন্দনা আগে তার পর অনুরাগে
বন্দনা গাইবে শ্রীদুর্গার।
এই গান পঞ্চ দিনে ক্রমে গাবে সাবধানে
যত দিন বটে যে প্রকার॥
ষষ্ঠীকল্প ষষ্ঠ দিনে প্রথম দিবস গানে
সপ্তমী বিধান দ্বিতীয়াতে।
অষ্টমী তৃতীয় দিবা তার গান সীমা যেবা
গাইবে পরম আমোদেতে॥
নবমী চতুর্থ দিনে দিবানিশি জাগরণে
বিজয়া দশমী পঞ্চ রাত্রে।
পঞ্চ দিনে সাঙ্গ গান তেই হল অভিধান
দুর্গা পঞ্চরাত্রি সুপবিত্র॥

ভণিতা,—

(১) ভাবি দুর্ব্বাদল শ্যাম রচে দ্বিজ জগদ্রাম
অনুপাম দুর্গা-পঞ্চরাত্রি।
প্রাণ পরিত্যাগ কালে জিহ্বা যেন রাম বলে
এই বর দেহ মোর প্রতি॥
(২) দ্বিজ জগদ্রাম গায় ভাবিয়ে ভবানী।
অষ্টমীর পালা সাঙ্গ কর হরিধ্বনি॥

(৩) জগদ্রামসুত রামপ্রসাদেতে গায়।
মোর মনোরথ পূর্ণ কর তারা মায়॥
সুচারু চরণে তোর লএছি শরণ।
বালক বেদনা মাতা করহ হরণ॥

শেষ,—

গুণধাম জগদ্রাম দ্বিজ পিতাপদে।
অসংখ্য অসংখ্য নতি করিএ আমোদে॥
যাঁহার আজ্ঞাতে হল কাব্যের উদয়।
যাঁর অনুগ্রহে মোর শ্রীরাম সদয়।

* * * * *

দ্বাবিংশতি বরষ মোর বয়ঃক্রম যবে।
এ কাব্য রচিল পিতা-আদেশেতে তবে॥
শিশুমতি মূর্খ অতি কাব্য-রসহীন॥
স্বগুণে গ্রহণ কর পণ্ডিত প্রবীণ॥
ভুজরন্ধ্র রস চন্দ্র শক পরিমাণে।
মাধব মাসেতে শুক্ল পক্ষ শুভ দিনে॥
সুরস দিবস প্রতিপদ গুরুবারে।
কার্ত্তিকা তারকাক্ষা সৌভাগ্য সুন্দরে॥
কাব্য দুর্গা পঞ্চরাত্র কাব্য সাঙ্গ হৈল।
সভাজনে শান্ত মনে হরি হরি বল॥

* * * * *

জগদ্রামসুত রামপ্রসাদেতে গায়।
সীতারাম পদে ভক্তি দেহ তারা মায়॥
৭৯।৩৩।১২।৪৫।১২৪॥১॥ ইতি সমাপ্ত শ্রীদুর্গাপঞ্চরাত্র॥ দুর্গাপঞ্চরাত্র সমাপ্ত॥ সন ১২৫১ সাল। পাঠক শ্রীসতিকান্ত মজকুর্ন্নী॥

দেবী প্রসাদেতে লিখি করিঞা যতন॥
লিখনের দোষ যদি থাকে কিছু ইথে।
স্বগুণেতে ক্ষমা করি প্রীত হবে যাথে॥
মনের চঞ্চল গতি যদি দোষ রয়।
তথাচ সন্তোষ সব হবে মহাশয়॥

৬৩। দণ্ডীপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

৩৬ পত্রের পর খণ্ডিত। সুস্পষ্ট লিপি।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীহরি। অথ দণ্ডীপর্ব্ব লিক্ষতে।
রাম রাম বল ভাই গোবিন্দ বল মুখে।
তরিবে শমনদায় বৈকুণ্ঠ যাবে সুখে॥
এ হেন জনম পেঞা হেলে হারাইলে।
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম পেঞা হেলে হারাইলে॥
মায়ামদে মত্ত হঞা কৃষ্ণ পাসরিলে।
কৃষ্ণপদ না সেবিয়া সব মজাইলে॥
মনুষ্য দুর্লভ জন্ম বহুভাগ্যে পাই।
ভজহ শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব গোসাঞী॥
একাদশ ভারতের অমৃত ভাষিত।
শুকদেব বলে রাজা শুনে পরীক্ষিত॥
দণ্ডী নৃপতির কথা সংক্ষেপে শুনিল।
বিস্তারিঞা শুনিবারে বড় ইচ্ছা হইল॥
কোন দেশে ঘর করে দণ্ডী নৃপমণি।
বিস্তারিঞা সেই কথা কহ দেখি শুনি॥

ভণিতা,—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

মধ্য,—

কৃষ্ণ বলে অভিমন্যু কহ কিবা কথা।
এমন সময়ে কেন আসিয়াছ হেথা॥
আমার পরম শত্রু দণ্ডী নরপতি।
তাহাকে রাখিয়া ভীম গর্ব্ব করে অতি॥
বড়ই অধিক প্রিয় দণ্ডী আমা হৈতে।
তিলমাত্র আমাকে সংশয় নাহি চিতে॥
এতেক প্রমাদ হৈল দণ্ডীর কারণ।
দণ্ডী হৈতে আমার সহিত হবে রণ॥
এতেক ভীমের গর্ব্ব হৈল কি দেখিয়া।
মোর সঙ্গে যুদ্ধ করে দণ্ডীকে রাখিয়া॥

ভাঙ্গিব ভীমের গর্ব্ব করিয়াছি মনে।
মোর শত্রু দণ্ডী রাজা রাখে কোন জ্ঞানে॥
দণ্ডীকে মারিয়া আমি নিব তুরঙ্গণী।
কি করিতে পারে ভীম দেখিব এখনি॥
যদি ভীমসেন চাহে ভাল আপনার।
দণ্ডী সহ তুরঙ্গিণী আনুক আমার॥
কৃষ্ণের বচন শুনি অর্জ্জুন কুমার।
বিনয়পূর্ব্বকে বলে কথা আপনার॥

শেষ,—

পাণ্ডবের বন্ধু কৃষ্ণ জানে জগজ্জনে।
তবে কেন এ ক্রোধ কর নারায়ণে॥
তোমা বিনা পাণ্ডবের আর কেবা আছে।
বল কৃষ্ণ পাণ্ডব সব যায় কার কাছে॥
জৌ গেহে রক্ষা কৈলে পাণ্ডবের ভয়।
হিড়িম্বের হাতে রক্ষা কৈলে দয়াময়॥
বক-ভয়ে পাণ্ডবেরে রাখিলে আপনি।
গন্ধর্ব্বের হাতে রক্ষা কৈলে চক্রপাণি॥
পাঞ্চালে পাঞ্চালী পাইল তব কৃপাবশে।
লক্ষ নৃপ জিনিলাম পঞ্চালেব দেশে॥
পাঞ্চাল নগরে পাঞ্চালীর স্বয়ম্বরে।
অবহেলে জিনিলাম লক্ষ নৃপতিরে॥

৬৪। অন্নপূর্ণামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল।

রচয়িতা—ভারতচন্দ্র।

পত্রসংখ্যা—৬৭। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৩৯-৪০ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীদুর্গা। সন ১২৩৯॥ শ্রীশ্রী৺ অন্নপূর্ণা-মঙ্গল। অথ বিদ্যাসুন্দর লিখ্যতে॥
ভাট মুখে শুনিয়া বিদ্যার সমাচার।
উথলিল সুন্দরের সুখ-পারাবার॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

যত সখীগণ বিরস বদন
রাণীর কাছেতে যায়।
করি যোড় পাণি নিবেদয়ে বাণী
প্রণাম করিয়া পায়॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

বিদ্যারে সুন্দর লয়া কালিকা কৌতুক হয়া
কৈলাসশিখরে উত্তরিলা।
কালিকামঙ্গল সায় ভারত ব্রাহ্মণ গায়
রাজা কৃষ্ণচন্দ্র কহাইলা॥

ইতি বিদ্যাসুন্দরের কথা সমাপ্ত॥ যথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিখকো দোষ নাস্তি॥ ভীম-স্যাপি ইত্যাদি।

ইতি সন ১২৪০ সাল তাং ১৪ বৈশাখ বৃহস্পতিবার এই পুস্তক শ্রীমধুসূদন দাস সাং গোপীনাথপুর। পাতা তালিকা ৬৭ সাতষট্টি।

৬৫। দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৭৫। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৬৮ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীহরি। অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে॥
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি অতি ঘোর রণে।
আপন ইচ্ছায় তিহু তেজিল জীবনে॥

ভণিতা,—

দ্রোণপর্ব্ব সুধারস অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

শেষ,—

এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার।
যুদ্ধ নিবারিয়া গেল স্থান আপনার॥

পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার।
সবে বলে কুরু আজি হইল সংহার॥
বাদ্যের যতেক শব্দ না যায় লিখন।
আনন্দেতে নৃত্য করে নটনটীগণ॥
রত্ন-সিংহাসনে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন।
ভ্রাতৃগণ সহ আইল আনন্দিত মন॥
বৈশম্পায়ন বলে জনমেজয় শুনে।
এত দূরে দ্রোণ পর্ব্ব হৈল সমাধানে॥
কাশীরাম দাস কহে শুনে যেই জন।
অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠগমন॥
গোবিন্দের লীলা-রস কে বর্ণিতে পারে।
কাশীরাম দাস কহে রচিঞা পয়ারে॥
ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি সন ১২৬৮ সন তাঃ ৩০ অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হইল॥

৬৬। পদাবলী।

রচয়িতা—চণ্ডীদাস।

পত্রসংখ্যা—২৬। খণ্ডিত। পুথিখানি অতি প্রাচীন—এক ধোপার বাড়ীতে প্রাপ্ত। ইহাতে সর্ব্বসমেত চণ্ডীদাসের ১২১টি পদ আছে। এই পদাবলীর মধ্যে অনেকগুলি পদ একবারে অপ্রকাশিত।

এই পুথিখানিতে কেবলমাত্র চণ্ডীদাস কবির পদ সংগৃহীত আছে। পদগুলি পর্য্যায়ানুসারে বিভক্ত আছে; যথা,—(১) শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগ, (২) শ্রীকৃষ্ণস্য প্রিয়ানাং পূর্ব্বরাগ, (৩) শ্রীকৃষ্ণস্য স্বয়ং দূতী, (৪) কলহান্তরিতা ইত্যাদি। একটি পদ এই স্থলে উদ্ধৃত হইল,—

অথ প্রোষিতভর্তৃকা।

সুজনে কুজনে যে জন না জানে
তাহারে বলিব কি।
অন্তরের বেদন যে জন জানয়
সকল বাটিয়া দি॥
সই, কহিতে বাসিয়ে ডর।
যাহার লাগিঞা সকলি ছাড়িলাম
সে কেনে বাসএ পর॥ধ্রু॥
কানুর পীরিতি কহিতে কহিতে
পাঁজর ধসিয়া পুড়িয়া মুখ।
বিচার করিয়া যে জন না থায়
পরিণামে পায় দুখ॥
চণ্ডীদাসে কয় শুন লো সুন্দরী
এ কথা বুঝিবে পাছে।
পরাণ বন্ধু সনে পিরীতি করিঞা
কেবা কোথা ভাল আছে॥ ৯।১০৭।

পরিষৎ হইতে যে চণ্ডীদাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত অপ্রকাশিত কয়েকটি পদ এই প্রাচীন গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট আছে। আমরা 'চণ্ডীদাসের পদাবলী'র সম্পাদক সুহৃদ্ শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অপ্রকাশিত পদাবলীর একটি অনুলিপি প্রেরণ করিয়াছি। সেগুলি পরিশিষ্ট-রূপে সংযোজিত হইয়াছে। ৪র্থ বর্ষ, আশ্বিন সংখ্যা 'বীরভূমি' পত্রেও কতকগুলি অপ্রকাশিত পদ প্রকাশিত হইয়াছে।

৬৭। জিজ্ঞাসা-পত্র।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

গদ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১; লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। অথ জিজ্ঞাসা পত্র॥ তোমার বিষয় কি। কৃষ্ণ বিষয়॥ সাধ্য কি। সিদ্ধ দেহ॥ সাধন কি। প্রেম ভক্তি॥ ভাব কি। প্রেমোল্লাস॥ স্বভাব কি। প্রকৃতি॥ কোন রূপ। উজ্জ্বল গৌর॥ দর্শন কি। আনন্দ উদ্ভব॥ ব্যবসা কি। শৃঙ্গার কৌতুক॥ কোন সম্প্রদায়। উজ্জ্বল। কোন উজ্জ্বল। রস উজ্জ্বল॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

মণিমণিবৎ সমার্থা রতি। সমার্থা রতি মঞ্জিষ্ঠারঙ্গ॥ সমঞ্জসা রতি কুসুম রাগ। সাধারণী রতি নীল রাগ। পূর্ণ। পূর্ণতর। পূর্ণতম॥ ইতি ত্রিবিধা পূর্ণস্থ॥ দ্বারবত্যাশ্চ মাথুরে পূর্ণ॥ মথুরা পূর্ণতম॥ সদা নিত্য বিরাজে ব্রজমণ্ডলে॥ ইতি জিজ্ঞাসাপত্র সম্পূর্ণ॥

শ্রীরূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
এই ছয় প্রভুর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ॥

৬৮। নিগম গ্রন্থ।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস।

পত্রসংখ্যা—৮; সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১১৭৫ সাল, ৩০ ভাদ্র।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ॥
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ অবতার।
আপনার গুণে সব জীব কৈল পার॥
বন্দিএ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চূড়ামণি।
পদ্মাবতী-সুত বন্দ নিত্যানন্দমণি॥
যাহা হইতে পাইল জ্ঞান-অঞ্জন।
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ বলরাম॥
বলরাম নিত্যানন্দ॥
আপনার গুণে জীবে দিল প্রেমধন।
গোলোক ছাড়িলা প্রভু প্রেমার কারণ॥
তে কারণে আইলা প্রভু গউড় ভুবনে।
কত উপকার করিএাছে গউড় জীবগণে॥

ইত্যাদি।

মধ্য,—

এখন কহিএ কিছু শুন দিয়া মন।
এই কথা শুনহ নারদ তপোধন॥
ভক্তের বশ হঞা আমি রহিতে না পারি।
তে কারণে যাব আমি নবদ্বীপ পুরী॥
বৃন্দাবনে যার সঙ্গে করিলাম বিলাস:
সেই ভক্ত লঞা নবদ্বীপে পরকাশ॥
এ কথা শুনিঞা নারদ তপোধনে।
দণ্ডবত করিল কত প্রভুর চরণে॥
পবিত্র করিলে মোরে শুন চূড়ামণি।
তোমার ভজন প্রভু মোরা কিবা জানি॥

শেষ,—

আপনার গুণে যদি প্রভু করেন দয়া।
তবে সে পাইতে পারি তোমার পদছায়া॥
এই কারাগারে মোর গতি নাঞি।
অপরাধ ক্ষমা কর বৈষ্ণব গোস্বাঞী॥
সংসারে ধন্য তার ধূলি করো পান।
তবে এ সংসারে আমি পাই পরিত্রাণ।
কহেন গোবিন্দদাস ভক্ত অরে ভাই।
কেবল দয়ার নিধি বৈষ্ণব গোসাঞী॥
সকল ভুবনে মোর আর কেহ নাঞি।
বড় আশ্রয় দেখে থাকে যেই জন।
যুগ যুগান্তরে দুখ না পাএ কখন॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
কলিযুগে প্রেম দান তা সভারে করে॥
এই নিগম গ্রন্থ সমাপ্ত॥ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং।

নারায়ণপরা বেদাঃ নারায়ণপরাক্ষরাঃ। নারায়ণপরা মুক্তি নারায়ণ পরাগতি॥ যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখিকো দোষ নাস্তিকঃ॥ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রম। সন ১১৭৫ সাল সন এগারস পঁচত্তরি সাল। লেখিতং শ্রীউহর মণ্ডল সাকীম হিজলগড়া। হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু দীনবন্ধু জগতপতে। সংসারে সাগরে ঘোরে লক্ষ লক্ষ নমস্তু তে॥ নারায়ণ জগন্নাথ দেব দেব জগতপতে। সংসারে সাগরে ঘোরে লক্ষ লক্ষ নমস্তু তে॥ তারিখ ৩০ ভাদ্র।

৬৯। রসকারিকা

রচয়িতা—অমুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—৪, সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপি অতি অশুদ্ধ; লিপিকাল উল্লেখ নাই—অনুমান শত বর্ষ পূর্ব্ব।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ বন্দেহং শ্রীগুরুশ্রীযুতপদকমলং ইত্যাদি।

যাহা হৈতে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান হয়।
সেই বস্তু সাধে ভক্ত জানিহ নিশ্চয়॥
রাধাকৃষ্ণ ভজে রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র নিঞা।
জ্ঞানকাণ্ড জপ তপ দুরে তেয়াগিঞা॥
কায়মনবাক্য নিষ্ঠা হয় কৃষ্ণ ধ্যানে।
তবে কেনে নাঞি পায় ব্রজসিদ্ধ জনে॥
রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি নহে অনুগত বিনে।
শতাযুগ প্রাপ্ত হয় শাস্ত্রের প্রমাণে॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

প্রবর্ত্ত রাগেতে এই করহ ভাবন।
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবসেবা হয় নিষ্ঠ মন॥
নামাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর রসাশ্রয়।
এ তিন সাধনে কার কাহা প্রাপ্তি হয়॥
মনের স্বরূপ কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠের পতি।
মন্ত্রসিদ্ধ হইলে হয় সেই ধাম প্রাপ্তি॥

অথ প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ।

প্রবর্ত্ত রাগের প্রাপ্তি শ্রীগুরুচরণ।
সাধক ভাবের প্রাপ্তি হয় সখীগণ॥
সিদ্ধ ভাবের প্রাপ্তি সেবা অনুকরণ।
এ তিন ভাবের হয় এ তিন কর্ম্ম॥

শেষ,—

* * * বিহি সকলি ছাড়িব।
রাধাকৃষ্ণ কুঞ্জসেবা অন্তরে চিন্তিব॥
উপাসনা তত্ত্ব যার অন্তরে জাগয়।
রস বুঝিব ইহা অন্যের নাহি হয়॥

ইতি রসাশ্রয়কারিকা সম্পূর্ণ। যথা দিষ্টং তথা লিখিতং।

৭০। পারিজাত হরণ।

রচয়িতা—রসিকশেখর।

পত্রসংখ্যা—১০ পত্রের পর খণ্ডিত। লিপিকাল উল্লেখ নাই। লিপি অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীহরি। পারিজাতহরণ লিখ্যতে।
অন্য কথা ছাড়ি শুন করি নিবেদন।
যে রূপে করিলা হরি পারিজাত হরণ॥
হরিরসে যেই কথা কহে শুকমুনি।
এমন সুন্দর কথা কোথাও না শুনি॥
এমন সুন্দর কথা গেয়্যা যাব গীতে।
বড়ই দুর্লভ কথা শুন এক চিতে॥

ভণিতা,—

(১) শ্রীরসিকশেখর-বাণী শুনে মহিপালে।
রসের রসিক বাক্য শুনে কুতুহলে॥
(২) শ্রীরসিক কহে শুন…ভাই।
অন্তকালে চলে যাবে ঘোচে যমদায়॥
(৩) শ্রীকবি রসিক কন হঞা একমন॥
ভক্ত জনার সঙ্গে মাগিছে প্রেমধন॥

মধ্য,—

মুনি বলে পাদ্য অর্ঘ্য নাহি প্রয়োজন।
দূত হঞা আইলাম আমি শুনহ বচন॥
এক পারিজাত ফুল দিঞাছিলা শিবে।
সে ফুল আমারে দিলা গীত অনুরাগে॥
আমি তবে দিলাম ফুল দেব জগন্নাথে।
গোবিন্দ দিলেন ফুল রুক্মিণীর হাতে॥
দাসীমুখে সত্যভামা সে কথা শুনিঞা।
তিন দিন হল্য আছে অভিমান হঞা॥
গোবিন্দ তোমার ছোট আমি বড় ভাই।
এক তরুবর দিলে বাঁচেন সবাই॥ ইত্যাদি।

শেষ পত্র,—

যে ফুল না পান শিব দেব নারায়ণ।
দেখ গিঞা রুক্মিণীর ফুলের ভাবন॥
আমারে বধিঞা ফুল দিলে দয়াময়।
এ শরীরে প্রাণ রাখা আর উচিত নয়॥

৭১। আত্মজিজ্ঞাসা।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

গদ্য গ্রন্থ, পত্রসংখ্যা—১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১১৯৮ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীকৃষ্ণ॥ বৃন্দাবন তেমতি গোলকনাথের প্রকাশ। শাস্ত্রেক জানি। বৈভব গোলকবিলাস নিত্য। বৃন্দাবননাথকে ভাবেন। ইহ অযোনি-সম্ভব। নিত্য বৃন্দাবন। কে স্বতসিদ্ধ। নিত্য বৃন্দাবন। কোথা। সর্ব্বোপরি। প্রমাণ কি ইত্যাদি।

শেষ,—

রসপান করিবে যে সেই সে পাইবে।
রসের মরম জানি প্রভুরে ভুঞ্জাবে॥
প্রভুর সুখে সুখী হইঞা সেবে যেই জন।
অবশ্য পাইবে সে নিত্য বৃন্দাবন॥
সেই রস আস্বাদিতে মোর বড় আশ।
আত্মজিজ্ঞাসাতত্ত্ব কহেন কৃষ্ণদাস॥

ইতি আত্মজিজ্ঞাসা গ্রন্থ সম্পূর্ণ। ইতি সন ১১৯৮ সাল, তারিখ ১০ বৈশাখ।

৭২। রাবণের চৌতিশা।

রচয়িতা—রামকৃষ্ণ দাস।

পত্রসংখ্যা—৪, সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীহরি॥

ক কয় অবধান রাবণ কর অবধান। ১।
খ খল জাতি নিশাচর হরিলা গেয়ান॥ ২।
গ গরবে হরিলা রামের সীতা রূপবতী। ৩।
ঘ ঘরে বসি আপনাকে বোলায় অযোধ্যাপতি॥৪।
ঙ ঙ বটেন রামচন্দ্র যমের দোসর। ৫।
চ চাতুরী বুঝিবেন ওর রণের ভিতর॥ ৬।

শেষ,—

র রণে ফিরেন রাম শত্রুর কারণ। ২৯
স সত্যকথা কহি ওরে শুন রে রাবণ॥ ৩০
ষ ষাগর পার বনিতার শুনেছিলি কথা। ৩১
শ শচ্ছন্দে রাজ্য কর কহিলাম সর্ব্বথা॥ ৩২।
হ হরিলে রামের সীতা শুন নিশাচর। ৩৩।
ক্ষ ক্ষমা কৈল এত দিনে তোরে গদাধর॥৩৪।
রামকৃষ্ণদাস কয় শুন মন দিয়া।
কান্দে দোলা করি সীতা দিয়া আইস গিয়া॥

ইতি রাবণের চৌতিশা সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র সেন। সাং সগড়ভাঙ্গা। পাঠক শ্রীবিপ্রচরণ ধাবক। রজক। সাকুম সগড়ভাঙ্গা। ১২৩৪ সাল।

৭৩। যমসংহিতা।

রচয়িতা—শঙ্কর দাস।

পত্রসংখ্যা—১৫। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

প্রণতি করিয়া ভাই শুন সর্ব্বজন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম বল অনুক্ষণ॥
তীর্থযাত্রা হোম আদি নানা দান করি।
তথাপি না পাইবেক ভজিতে শ্রীহরি॥
ভকতবৎসল প্রভু দয়াল ঠাকুর।
কলি যুগে হরিনাম শুনিতে মধুর॥
বন্ধু বান্ধব দেখ পুত্র পরিবার।
মৃত্যুকালে সঙ্গে দেখ না যায় কাহার॥
প্রাণ ছাড়ি দেহ পড়ি রহে সর্ব্ব ঘরে।
পুত্র পরিবার বলে চালাহ সত্বরে॥
ধরাধরি করি লয় শ্মশান নিকটে।
চিতা আনি দাহন রয়ে দিব্য ঘাটে॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

শুন শুন ওহে নর বল হরি হরি।
কৃষ্ণ বিষ্ণু জনার্দ্দন কেশব মুরারি॥
গোবিন্দ মাধব রাম জয় হৃষীকেশ।
যে নাম শুনিলে নাহি থাকে পাপলেশ॥
কোটি কোটি ব্রহ্মা যাঁর উদ্দেশে ধেয়ায়।
পঞ্চ মুখে সদাশিব যাঁর গুণ গায়॥
চারি বেদে যাহার গুণের অন্ত নাহি পায়॥
লক্ষ্মী সরস্বতী যাঁহার চরণ ধেয়ায়॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

ধন জন পুত্র দেখ সকলি অসার।
পরিণামে সংহতি দেখ কেহ নহে আর॥
পথের পরিচয় দেখ সকল বন্ধুগণ।
এতেক জানিয়া ভজ শ্রীকৃষ্ণচরণ॥
হরি গুরু বৈষ্ণবপদ এই মাত্র সার।
ইঁহার চরণ বিনু গতি নাহি আর॥
কহে শঙ্কর দাস মনেতে ভাবিঞা।
শ্রীগুরু বৈষ্ণবপদ শিরেতে ধরিঞা॥

ইতি। যথা দিষ্টং ইত্যাদি। সন ১২৩৪ সাল।

৭৪। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—১৬। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৫০ সাল। ৪৫ ও ৪৬ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য। অভিন্ন গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ॥

অথ নারদসংবাদ লিখ্যতে॥

নম নম নম প্রভু আদি সনাতন।
ক্ষীরোদ সায়রে বটপত্রেতে শয়ন॥
নম নম সত্য যুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিল প্রভু বেদের উদ্ধার॥

মধ্য,—

আশ্বাসিঞা দেবগণে বিদায় করিঞা।
চারি অংশে জন্ম নিলাম ভূতলে আসিঞা॥
অমুল্য নগরে সুরথ নৃপবর।
ধার্ম্মিক পুরুষ অজ রাজার কুমার॥
অপুত্রকা ছিল রাজা তিন পাটরাণী।
কৌশল্যার গর্ভে জন্ম লইলাম আমি॥

শেষ,—

এত বলি মুনি গেলা বিদায় হইয়া।
মুখে হরিধ্বনি করি বীণা বাজাইয়া॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
নারদসংবাদ কথা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত॥ যথা দিষ্ট ইত্যাদি॥ সন ১২৫০ সাল ৪ বৈশাখ বেলা তিন দণ্ড হইতে সমাপ্ত হইল।

৭৫। শ্রীরামের চৌতিশা।

রচয়িতা—নারায়ণ সেন।

পত্রসংখ্যা—৫। সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীহরি। রামচন্দ্রের চৌতিশা।
ক কপালে যে লেখা রাম যাবেন বনবাস।
কৌশল্যা রাণী শুনি ছাড়িল নিশ্বাস॥
খ খুরপা বাণকে কে মারিল মোর বুকে।
খান খান হইলা বাণ রক্ত উঠে মুখে॥
গ গলায় শোভিত রামের শুভ্র কণ্ঠহার।
গহন কাননে রাম করিবেন বিহার॥

শেষ,—

ব্রহ্মহত্যা মুক্ত হইল রাজা দশরথ।
বিমানে চাপিঞা রাজা গেলা স্বর্গপথ॥
ভণিল নারায়ণ সেন সুবর্ণবণিক্ জাতি।
সরস্বতী-কৃপা বিনু না হয় শকতি॥
কোটি পরণাম মোর শ্রীগুরুর পায়।
গুরু কৃপা হইলে সব কাল সুখে যায়

ইতি রামচন্দ্রের চৌতিশা সমাপ্ত॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীনদেরচান্দ সেন। পাঠক শ্রীবিপ্রচরণ মুজকুর্নী॥

৭৬। কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

রচয়িতা—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ।

পত্রসংখ্যা—১৬৪। শেষ অংশ খণ্ডিত। প্রাচীন গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীদুর্গা॥

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিরচন
এই গীত হইল যেন মতে।
উরিয়া মায়ে বেশে কবির শিয়র দেশে
চণ্ডিকা উরিলা আচম্বিতে॥
সহর ছিলিমা রাম তাহাতে সর্জ্জন রাজ
নিবাসি উসি গোপীনাথ।
তাহার তালুকে বসি দামুন্যায় চাষ চশি
নিবাসি পুরুষ ছয় সাত॥

মধ্য,—

খুল্লনার বারাবারি গেলেন সাধুর নারি
খুল্লনা সাধুরে দেয় গালি।
পাস পড়সি ডাকে নীলা বসিঞা থাকে
দুবলা ধরিঞা আনে ছলি॥
সাঞলি বিমলি ধলি ধুলি রাঙ্গা দুলদুলি
সুবেশা পিঙ্গলা কলাবতী।
কমলা বিমলা মায়া চৌবরি বিমলা জয়া
আবলথি ভাঙ্গা সিংহাবতি॥

শেষ পত্র,—

নির্ঘণ্ট—সৃষ্টি সৃজন ৩। ভৃগুযজ্ঞ ৮। দক্ষ-যজ্ঞ ৯। হিমালয়ে জন্ম ১২। কামদেবের মরণ ১২। শিবের বিবাহ ১৪। গণেশের জন্ম ১৭। ইত্যাদি।

৭৭। সত্যদেবের পাঞ্চালিকা।

রচয়িতা—বিশ্বেশ্বর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—২৮। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১৬৮৬ শক।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীহরি॥ নমো সত্যনারায়ণায়॥
প্রণমহো নারায়ণ সত্য ভগবান।
যাহার কৃপায় লোক পায় পরিত্রাণ॥
প্রণমহো লক্ষ্মীপতি গরুড় বাহনে।
বৃষভ বাহনে বন্দো দেব পঞ্চাননে॥
হংস পৃষ্ঠে প্রণমহো দেব প্রজাপতি।
সিংহ বাহনে বন্দো দেবী ভগবতী॥

মধ্য,—

সত্যের কপটে সাধু কুবুদ্ধি সৃজিল।
লতা পাতা ভরিঞাছি ডাকিঞা বলিল॥
যে বলিলা সে হউক বলে নারায়ণ।
লতাপাতা হৈল নৌকায় যত ছিল ধন॥
কতক দূরে সদাগর নৌকা বাহি গেল।
নৌকাতে নাহিক ভারা ভাসিঞা উঠিল॥

শেষ,—

একচিত্তে ভক্তি করি সেবে সত্যনারায়ণ।
অপুত্রকের পুত্র হয় নির্ধনের ধন॥
কলিযুগে নারায়ণ সত্য অবতরি।
পরম আনন্দে ভাই বল হরি হরি॥
যেবা পঠে যেবা শুনে সত্যের পাঁচালি।
সংসারসাগরে তরি যায় ব্রহ্মপুরি॥
দ্বিজ বিশ্বেশ্বর বলে সত্যের বচন।
হরিহরপদে মন রাখ সর্ব্বক্ষণ॥

ইতি শ্রীসত্যনারায়ণদেবস্য পাঞ্চালিকা সমাপ্তা। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৮৬। লিখিতং শ্রীখোসাল দেবশর্ম্মণা।

৭৮। জিতাষ্টমীর পাঁচালী বা ব্রতকথা।

রচয়িতা—হরিশ্চন্দ্র দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক অনুলিপি।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা। অথ জিমূতবাহন ব্রতকথা॥
শুন শুন সর্ব্বজন হইয়া একচিত্তে।
জীমূতবাহনকথা হইল যেই মতে॥
শ্রবণে অমৃত পান কর সর্ব্ব জন।
খণ্ডয়ে অশেষ পাপ জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
বিদিত ভুবনে সত্রাজিত নরপতি।
পিতার শ্রাদ্ধ করেন রাজা হয়ে শুদ্ধমতি॥
এক দিবস ভূপতি প্রজা ডাকি ঘরে ঘরে।
বাঁইছার ধান্য দিল প্রতি ঘরে ঘরে॥

মধ্য,—

শৃগালী ভাবিএ মনে কি দিবে উত্তর।
পড়িলাম চোর ধরা আজি শুকিনী গোচর॥
মুখে মাংস সব পড়ে আছয়ে নিকটে।
নিকটে আইলে বড় পড়িব সঙ্কটে॥
মনে মনে যুক্তি করে কি উপায়ে তরি।
কথা নাহি বাহিরায় উপবাস করি॥
এই সার যুক্তি করি উত্তর তবে দিল।
সব খেয়ে শৃগালীর পারণ হইল॥

শেষ,—

ভক্তিভাবে ব্রতকথা শুনে সেই জন।
অপুত্রকের পুত্র হয় বন্ধ্যার নন্দন॥
সর্ব্বপাপ খণ্ডন করে জিমুতবাহন।
হরিষেতে থাকে সুখে সদা সর্ব্বক্ষণ॥
উপবাস করি যে জন ব্রত নাহি করে।
রাজরাণী মত হয় জীমুতবাহন বরে॥
বদন ভরিয়া হরি বল সর্ব্বজন।
জীমূতবাহনকথা হইল সমাপন॥
হরি পাদপদ্ম হৃদে করিঞা ধারণ।
দ্বিজ হরিশ্চন্দ্র করে পাঁচালী রচন॥
উলুধ্বনী কর॥ ইতি জিতাষ্টমীর ব্রতকথা সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীনিকুঞ্জলাল ঠাকুর। পাঠক—শ্রীপশুপতি ঠাকুর॥

৭৯। জন্মাষ্টমীব্রতকথা।

রচয়িতা—রামেশ্বর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক প্রতিলিপি।

আরম্ভ,—

এক দিন হস্তিনা নগরে যুধিষ্ঠির।
কৃতাঞ্জলি হইয়া জিজ্ঞাসে মহাবীর॥
দিব্যাসনে গোবিন্দকে বসিয়া আসনে।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে কথা কহে কুতূহলে॥
কি কারণে অবনীতে জন্ম নিলে তুমি।
অল্প স্বরে বুধ-মুখে শুনিয়াছি আমি॥

মধ্য,—

দৈবকীর কন্যা পুত্র হৈল মহারাজ।
বুঝিয়া করহ যে উচিত হয় কাজ॥
এসবের বার্ত্তা ভূপতি শুনি আচম্বিত।
কারাগারে মহারাজা হইলা ত্বরিত॥
বিহ্বল হইয়া কেশ না করে বন্ধন।
কারাগারে মহারাজা দিল দরশন॥

শেষ,—

এই মতে বিধানে রাজা কৃষ্ণাষ্টমী ব্রত।
জন্ম নাশ হেতু কর প্রাণ কণ্ঠাগত॥
নারায়ণপাদপদ্মে সমর্পিয়া মন।
দ্বিজ শ্রীরামেশ্বর কথা করিল রচন॥
ইতি জন্মাষ্টমী ব্রতকথা সমাপ্ত॥ লিখিতং শ্রীনিকুঞ্জলাল ঠাকুর। পাঠক—শ্রীপশুপতি ঠাকুর, সাকিম লম্বোদরপুর॥

৮০। অনন্ত-ব্রতকথা।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—২০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রন্থের আধুনিক লিপি।

আরম্ভ,—

অথ কথা ॥

অরণ্যেতে বর্ত্তমান পাণ্ডবচূড়ামণি।
কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ সার জানি॥
হেন কালে কৃষ্ণ তথা কৈল আগুসার।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিল তাহার॥
যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসেন করি যোড় কর।
দিনে দিনে চিন্তানলে শীর্ণ কলেবর॥

মধ্য,—

দাসদাসীগণে সব পলাইয়া গেল।
দেখিয়ে সে সব মুনি উন্মত্ত হইল॥
অনন্তের কোপে মোর হইল সর্ব্বনাশ।
গৃহ ছাড়ি মুনি গিয়া কৈল বনবাস॥
অনন্ত অনন্ত করি অনেক ভ্রমিল।
কিছুতেই অনন্তের দেখা না পাইল॥
পরে মুনি আম্র বৃক্ষে করেন জিজ্ঞাসা।
তাহার কথায় মুনি হইলেন নৈরাশা॥

শেষ,—

যে জনা এ কথা শুনে কিম্বা হয় ব্রতে ব্রতী।
পরলোকে হয় তাদের বিষ্ণুপদে মতি॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন শুন পাণ্ডবচূড়ামণি।
মর্ত্তে প্রকাশিলেন ব্রত কৌটিল্য মহামুনি॥
এত দূরে ব্রতকথা সমাপ্ত হইল।
অনিত্য সংসার কেবল সার হরি বল॥

ইতি অনন্তব্রতকথা সমাপ্ত॥ দক্ষিণাবাক্য। আশীর্ব্বাদ। বিসর্জ্জন॥ ইতি লিখিতং শ্রীনিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী। পাঠক—শ্রীপশুপতি চক্রবর্ত্তী সাং লম্বোদরপুর।

৮১। দানপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৪৩। সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৩৬ সাল। গ্রন্থখানি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান।

আরম্ভ,—

৴৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ অথ দানপর্ব্ব লিখ্যতে।
দানপর্ব্ব কথা সংসারের সার।
অশেষ পাতক নাশে শ্রবণে যাহার॥
এই মত ভীষ্মের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিঞা।
রাজাগণ যায় সব বিদায় হইয়া॥
হেন মতে নানা ধর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাজা নিজালয়ে যায়॥

মধ্য,—

পুনঃ পুনঃ ব্রাহ্মণী যে নিরীক্ষণ করে।
পিতা পুত্রে দুই জনে আইসে কথো দূরে॥
শূন্যহস্তে দোহে আইলা ব্রাহ্মণি নিকটে।
ভিক্ষা না হইল আজি পড়িল সঙ্কটে॥
অতিথি আইল আজ কি করিব তার।
আজি বুঝিলাম আমি নাহিক নিস্তার॥

ভণিতা,—

(১) কাশীরাম দাস ভাবে মনেতে ভাবিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে যেন শুনে মন দিয়া॥
(২) কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

শেষ,—

দানপর্ব্বকথা লোক শুন একচিতে।
অশেষ পাতক নাশ যার শ্রবণেতে॥
শ্রদ্ধা করি শুনে লোক দানপর্ব্বকথা।
কুষ্ঠব্যাধি দূর হয় ঘুচে সব ব্যথা॥
ধনেধান্যে পুত্র গোত্রে বাড়ে ঠাকুরালি।
যেই জন শুনে এই অমৃত রসালি॥
আর কত কথা আছে ইহার ভিতরে।
দানপর্ব্ব কথা যে সমাপ্ত এত দূরে॥

ইতি শ্রীদানপর্ব্ব সমাপ্ত॥ সন ১২৩৬ সাল ৩ মাঘ। স্বাক্ষরমিদং শ্রীরাজবল্লভ দাসগুপ্ত সাং লম্বোদরপুর।

৮২। ঐশিক পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৫। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। অতি জীর্ণ ও অস্পষ্টীকৃত। লিপিকাল—১১৮৯ সাল।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ অথ ঐষিক পর্ব্ব লিখ্যতে।
পিতা পরাসরো যস্য ইত্যাদি।
জন্মেজয় জিজ্ঞাসিলা মুনির সদনে।
অতঃপর কি করিলা ভাই পঞ্চ জনে॥
পিতামহ কি করিল কহ দ্বৈপায়ন।
তব ভাষ শুনি মোর স্নিগ্ধ হইল মন॥

মধ্য,—

অদিতি দক্ষের কন্যা কশ্যপগিহিনী।
পুত্রের কারণে পুজিলেন শূলপাণি॥
প্রত্যক্ষ হইঞা বর দিলাউ মাধব।
মাগিলা অদিতি বর যুড়ি দুই কর॥
মোর গর্ভে যে হইল পুত্রের উৎপত্তি।
ত্রিভুবন মধ্যে সেই হব মহামতি॥

শেষ,—

ঐষিক পর্ব্বের কথা সমাপ্ত হইল এইথান।
অতঃপর স্ত্রীপর্ব্ব কহি করহ শ্রবণ॥
শ্রীমহাভারতকথা ব্যাসের রচন।
শ্রবণে নির্ম্মল হয় পাপ বিমোচন॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস করেন ভারত রচন॥

ইতি মহাভারতে ঐশিক পর্ব্ব সমাপ্ত। যথা দিষ্টং ইত্যাদি। ইতি সন ১১৮৯ সাল, তারিখ ১৪ শ্রাবণ।

৮৩। বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—প্রাণ দাস।

পত্রসংখ্যা—২। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল অনুল্লিখিত।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীহরি। বস্ত্রহরণ লিখ্যতে॥
নিশি পরভাতে। যাঞা যদুনাথে॥
বলে যশোমতি। গোকুলের পতি॥
ওঠ ওঠ কানু। উদয় হইল ভানু॥
যত গোপ ছেলা। দেখাএাসি মেলা॥
শয়ান উঠিঞা। এসেছে ধাইঞা॥
যশোদার বাণী। শুনি যাদুমণি॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

কেহ উর্দ্ধমুখে। হস্ত দিঞা বুকে॥
মাথা তুলি চায়। দেখি শ্যামরায়॥
কহে গোপীগণ। করিঞা স্তবন॥
তুমি দীনবন্ধু। করুণার সিন্ধু॥
কৃপা করি হরি। বস্ত্র দেহ পরি॥
শীতে প্রাণ যায়। বস্ত্র দেহ রায়॥

ভণিতা,—

প্রাণদাসের বাণী। শুন রাধা ঠাকুরাণী॥

শেষ,—

অন্তরে আনন্দ। হাসে মন্দ মন্দ॥
আই মাই মাই। সকলি মিছাই॥
তোমাদের বাক্য। কিছু নহে সত্য॥
ওদে গো রোহিণী। কিবা বলে বাণী॥
তবে গোপীগণ। হইল বিমন॥
নিরাস হইঞা। গেলা গোপীগণ॥
কবিচন্দ্র ভণে। গোবিন্দ চরণে॥

ইতি বস্ত্রহরণ॥ লিখিতং শ্রীঘনশ্যাম ধাবক। শেষ অংশে 'কবিচন্দ্র' ভণিতা রহিয়াছে। প্রাণদাস ও কবিচন্দ্র অভিন্ন কি না, আলোচনার বিষয়।

৮৪। দণ্ডাত্মিকা।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—১, প্রথম পত্র নাই। লিপিকাল অনুল্লিখিত। সুস্পষ্ট ও সুন্দর লিপি।

আরম্ভ,—

তবে কৃষ্ণচন্দ্র মিষ্টান্ন ভোজন করিলা।
সখীগণ সঙ্গে রাই অবশেষ পাইলা॥
তবে দুহে প্রবেশিলা শ্রীমণিমন্দিরে।
বেশ ভূষা কৈল দোহে আনন্দ অন্তরে॥
এই মতে বিলাসরসে গেলা ছয় দণ্ড।
এই ছয় দণ্ড পরে রাই গেলা সূর্য্যকুণ্ড॥ ২২
সূর্য্যকুণ্ড যাইতে পথে দুই দণ্ড গমন। ২৪
চতুর্ব্বিংশতি দণ্ড পরে দণ্ডেক সূর্য্য আরাধন॥২৫
পঁচিশ দণ্ড পরে রাই গৃহকে যাইতে।
গৃহ প্রবেশিলা চারি দণ্ড গেল পথে॥ ২৯।

* * * *

এই বত্রিশ দণ্ড তবে হইল দিবা লীলা।
এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে করে খেলা॥ ৩২

শেষ,—

এই বত্রিশ দণ্ডে দোহে হৈল নিশালীলা।
এই মত রাধাকৃষ্ণ নিত্য করে খেলা॥
এই ত চৌষট্টি দণ্ড দিবা রাত্রি লীলা।
এই মত রাধাকৃষ্ণ ব্রজে করে খেলা॥
রাধাকৃষ্ণলীলা এই কহনে না যায়।
সংক্ষেপে কহিল এই সেবার নির্ণয়॥
রাগানুগা হঞা কর সাধ্য সাধন।
সিদ্ধি দেহে করে নিত্য মানসে সেবন॥
সাধক যে জন সেবা নির্ণয় করিয়া।
যে সময়ে যেই সেবা করেন চিন্তিয়া॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৌষট্টি দণ্ডের কথা কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি দণ্ডাত্মিকা সমাপ্ত॥

৮৫। মঞ্জরী সখী-পরিচয়।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

গদ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১। সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীরূপ মঞ্জরী: গোরচনা লীলাভাঙ্গ: শিখিপিঞ্ছনিভাম্বরা: সার্দ্ধ ত্রয়োদশবর্ষীয়া॥ তাম্বুল সেবা॥............শ্রীরঙ্গন মঞ্জরী: হরিতাল বর্ণা: মেঘবসনা: মাসসপ্তযুক্তত্রয়োদশবর্ষীয়া॥ চরণপদ্মসেবা॥

পত্রের শেষাংশে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর পঞ্চনাম কামগায়ত্রী ও কামবীজ মন্ত্র লিখিত আছে। পঞ্চ নাম যথা—কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধাকৃষ্ণ॥ এই শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম॥

রাধে রাধে গোবিন্দ কৃষ্ণ রাধে॥ এই শ্রীমতীর পঞ্চ নাম॥

৮৬। মঞ্জরী-সংস্থান।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল উল্লেখ নাই।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ॥ পূর্ব্বদিগে লাক্ষাকুঞ্জ। চিত্রা দেবী। চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস বিংশতি দিবস। চম্পক পুষ্পবর্ণ। টাসপক্ষ বস্ত্র। চন্দন সেবা। শ্রীরতিমঞ্জরী স্থিতি॥ এক বর্ণ এক রূপ॥১॥.........অগ্নি কোণে পূর্ণেন্দুকুঞ্জ। চম্পকলতা। চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস বিংশতি দিবস। বিলাসমঞ্জরী স্থিতি॥ এক কুঞ্জ একরূপ। মাল্য সেবা॥৮

৮৭। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—জগদানন্দ, চণ্ডীদাস, লোচনদাস, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দ দাস, মনোহর দাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—১৬। জগদানন্দ-রচিত একটি আরতি-বিষয়ক পদ এই,—

আরতি করে নন্দরাণী বালক মুখ হেরি।
রম্ভা ফল ঘৃত প্রদীপ পুষ্প-রচিত থারি॥
সুন্দরীগণ উলতি দেই শিশুগণে করতালি॥ধ্রু॥
বন হতে আউএ রাম কানাই দুন ভাই।
রাখি সিঙ্গা বেণু যশোদা মাই কোলে
নিল দুই ভাই॥
মাখন ছেনা দেই ছেনা খাএ রাম কানাই দুন ভাই॥
মঙ্গল পুছে নন্দ ঘোষ জগদানন্দ গাই॥

৮৮। রসভক্তি-লহরী।

রচয়িতা—রাধাকৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২। খণ্ডিত। ৩৮ সংখ্যক পুথির অনুলিপি।

ভণিতা,—

শ্রীপদ্মমঞ্জরী-পাদপদ্ম করি আশ।
চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণদাস॥

মধ্য,—

আশ্রয়ের কথা এবে করিয়ে লিখন।
যেমত আশ্রয় হয় করহ শ্রবণ॥
সেই ত আশ্রয় হয় পঞ্চ প্রকার।
ক্রমে ক্রমে লিখি এবে করিয়া বিস্তার।
নামাশ্রয় মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় আর।
প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় পঞ্চ পরকার॥
এহ পঞ্চ মত হয় আশ্রয় নির্ণয়।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ তথি মধ্যে হয়॥
প্রবর্ত্তে হয়েন হরি নামের আশ্রয়।
মন্ত্রাশ্রয় ভাবাশ্রয় সাধকেতে হয়॥
সিদ্ধেতে প্রেমাশ্রয় রসাশ্রয় আর।
প্রবর্ত্ত সাধক সিদ্ধ লিখিল বিস্তার॥
এই পঞ্চ মত হয় আশ্রয় লক্ষণ।
কোন রাগে কোন আশ্রয় কহিব কারণ॥

৮৯। শ্রীকৃষ্ণের পঞ্চনাম ও স্বরূপ।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

গদ্য গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—১।

অথ পঞ্চনাম—কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ॥ (৮৫ সংখ্যক পুথি দ্রষ্টব্য) ইত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ—সাড়ে চব্বিশ অক্ষরে সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। হাতে দশ চন্দ্র। পায়ে দশ চন্দ্র। দুই গণ্ডে দুই চন্দ্র। তিলক চন্দ্র দেড়। মুখ চন্দ্র এক। অলকা তিলকা অৰ্দ্ধেক চন্দ্র। একুনে ২৪ চন্দ্র।

শ্রীমতীর স্বরূপ—সাড়ে চব্বিশ চন্দ্র। হাতে ১০ চন্দ্র। পায়ে দশ চন্দ্র। দুই গণ্ডে দুই চন্দ্র। মুখচন্দ্র ১। তিলকে ১ চন্দ্র। সিন্দুরের কোণে ৷৹ চন্দ্র। একুনে ২৪৷৷ চন্দ্র॥

৯০। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র-কথা।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

⁄৭ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ। শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকথা॥
শ্রীকৃষ্ণচরিত্রকথা সুধুই সুধাময়।
শুনে রাজা পরীক্ষিত শুকদেব কয়॥
রাজা বলে সাধু সাধু ব্যাসের নন্দন।
শুধাময় কৃষ্ণকথা শুনিব এখন॥
যদুবংশে জন্মিলা ঠাকুর নারায়ণ।
কি কৰ্ম্ম করিলা কহ ব্যাসের নন্দন॥
শুকদেব বলে রাজা শুনহ বচন।
ভাগবত কথা শুন জুড়াক শ্রবণ॥
উগ্রসেন নামে রাজা মথুরা নগরে।
তার পুত্র কংস রাজা হইল দুরাচারে॥
ইত্যাদি।

৯১। চৈতন্যচরিতামৃত—আদি খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পত্রসংখ্যা—৯। খণ্ডিত। অতি প্রাচীন, সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল উল্লেখ নাই।

৯২। প্রসাদ-চরিত্র বা গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৯। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল অনুল্লিখিত। গ্রন্থখানি প্রহ্লাদ-চরিত্র অবলম্বনে লিখিত।

আরম্ভ,—

গুর্ব্বাদি বন্দনার পর—

জন্ম মাত্র পড়ে জীব মায়ার বন্ধনে।
ভজিতে অভয় পদ নাহি পড়ে মনে॥
ইহ কাল গেল ভাই পরকাল রাখ।
বিফল জনম সফল কর কৃষ্ণ বলি ডাক॥
ধন বিনা কোন কর্ম্ম নাহি করে নর।
দেউল জাঙ্গাল দেয় দিঘি সরোবর॥
যত যত কর্ম্ম করে হঞা ধনবান।
দুঃখে কৃষ্ণ বলি ডাকে নহে তাহার সমান॥

মধ্য,—

কোথা আছ কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি।
তোমার ছাওয়াল হঞা আমি প্রাণে মরি
তোমারে ভজিঞা যদি প্রাণে মরি আমি।
লোকে তোমায় দোষ দিবে লজ্জা পাবে তুমি॥
বাঁচি ত মহিমা তোমার তিন লোকে ঘোষে।
এই বড় লজ্জা পাই শত্রু পাছে হাসে॥
কাঁকালি পর্য্যন্ত মোর সব গেল পোতা।
ঠাকুর বৈকুণ্ঠনাথ তুমি গেলে কোথা॥

শেষ,—

শ্রদ্ধা করি এই কথা যে করে স্মরণ।
অচিরাতে মিলে তারে কৃষ্ণের চরণ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায়।
হরি হরি বল সবে পাপ দুরে যায়॥
ইতি॥ প্রসাদচরিত্র সমাপ্ত॥

৯৩। গুরুদক্ষিণা।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—৪। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৩৭ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়। নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।

শুন শুন অন্য কথা করি সমাধান।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথা করহ স্মরণ॥
যেরূপে পড়িলা হরি কমল লোচন।
সত্য যুগে ত্রেতা যুগে গত অবসান॥
দৈবকীর গর্ভে হরি জন্মিলা আপনি॥
কংস নাশ হেতু কৈল দেব অবতার।
কত কত পাতকীর করিলা উদ্ধার॥

মধ্য,—

গুরু দক্ষিণা দিবেন যে শুন দুই ভাই।
সমুদ্রে মরিল পুত্র মাগি যে তোমায়॥
শুন শুন ঠাকুরাণী আমার উত্তর।
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আমাকে নহে দুর॥
অসুরা অসুরী আমি করিব সংহার।
সমুদ্র ভিতরে দিব তোমার কুমার॥
ব্রাহ্মণী প্রবোধ করি রাম দামোদর।
প্রবেশ করিলা কৃষ্ণ জলের ভিতর॥
বরুণে ডাকিয়া প্রভু কহেন গদাধর।
কোথা আছে মুনিপুত্র আনহ সত্বর॥

শেষ,—

গুরুকে দেখিঞা যেবা প্রণাম নাহি করে।
করাত আনিয়া যম তার মুণ্ড চিরে॥
চাতুরী করিয়া যেবা দক্ষিণা না দেয়।
ব্যাস মুনি বলে তার পাপের নাহি ক্ষয়॥

গুরুকে বাক্য যেবা দম্ভ করি কয়।
শকুনী গৃধিনী গর্ভে তার জন্ম হয়॥

ইতি গুরুদক্ষিণা সমাপ্ত॥ যথাদিষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি। ইতি ১২৩৭ সাল, তারিখ ২৪ চৈত্র। পাঠক—শ্রীবক্রেনাথ মণ্ডল। সাকিম গণপুর মোকাম।

৯৪। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—রোহিণীনন্দন, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস ও লোচনদাস।

পত্রসংখ্যা—১৬। খণ্ডিত। এই সংগ্রহ গ্রন্থখানি প্রাচীন—ইহাতে রোহিণীনন্দন-রচিত ১৫টি পদ সন্নিবেশিত আছে। এই অজ্ঞাতপূর্ব্বনামা পদকর্ত্তার অপ্রকাশিত পদাবলী—বীরভূমি পত্রিকা ১৩২০ সাল চৈত্র সংখ্যা ৬৯২—৯৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত করিয়াছি।

রোহিণীনন্দনকৃত একটি পদ যথেচ্ছ উদ্ধৃত হইল,—

ও নব পিরীতের বলিহারি যাই। ধ্রু॥
নব নব নাগর বর ধনি রাই॥
নব নব অনুরাগ পীরিতে বনে যাই॥
নব নব দরশন কিশোরী গোরা॥
নব নব মকরন্দ নবীন ভ্রমরা॥
নব অনুরাগ তরে নাগর ত্রিভঙ্গ।
নব অনুরাগে ভেল ধনি গৌর শ্যাম অঙ্গ॥
নব অনুরাগ হুহে নাহি ধরে।
নব অঙ্গে নব প্রেম চুঞাইয়া পড়ে॥
নব অনুরাগে উঠে তরঙ্গ পাথার।
রোহিণীনন্দন তবে গড়ে দেয় তার॥

৯৫। মহাভারত—আদি পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১৮৬। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল ১১৭৬ সাল।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে গতি॥
যৈর্শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং ইত্যাদি বন্দনা।

বিঘ্ন বিনাশন গৌরীর নন্দন
বন্দো দেবগণরাজে।
ব্রত যজ্ঞ হোমে সবার প্রথমে
সভা আগে যারে পূজে॥ ইত্যাদি

শেষ,—

পাণ্ডবের বংশলাভ শুনে যেই জন।
তার বংশ বৃদ্ধি হয় ব্যাসের বচন॥
আয়ু যশ পুণ্যবৃদ্ধি বাড়য়ে সম্পদ।
ভাব অশ্রু বলে কভু না পড়ে আপদ॥
কাশীরাম দাস কহে শুনএ সংসার।
ইহা বিনু সংসারেতে সুখ নাহি আর॥

ইতি আদিপর্ব্ব সমাপ্ত॥ পুস্তকমিদং শ্রীরামহরি দাঁ তস্য পিতা শ্রীমুরলী দাঁ। সাকিম ইলামবাজার। স্বাক্ষর শ্রীবৈষ্ণব দাস। সাং খোষ্টীমীর নবগ্রাম। সন ১১৭৬ সাল তারিখ ৮ মাহ আশ্বিন রোজ বৃহস্পতিবার।

৯৬। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৩। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৩৯ সাল। ৪৫, ৪৬ সংখ্যক পুথির অনুলিপি।

আরম্ভ,—

নম নম নম প্রভু নম সনাতন।
ক্ষীরোদ সায়রে বটপত্রেতে শয়ন॥
নম নম সত্যযুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥

শেষ,—

এই আরাধনা প্রভু চরণে তোমার।
তুয়া পদে মতি যেন থাকয়ে আমার॥
এত বলি মুনি গেলা বিদায় হইঞা।
মুখে হরি ধ্বনি করে বীণা বাজাইঞা॥

শ্রীগুরুগোবিন্দ-পাদপদ্ম করি আশ।
নারদ সংবাদ কথা কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত ॥………লিখিতং শ্রীদীনবন্ধু মণ্ডল। সাং ডামরা, থানা মৌড়েশ্বর জেলা বীরভূম। সন ১২৩৯ সাল তারিখ ১৭ অগ্রহায়ণ।

৯৭। স্বর্গারোহণ পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৪৬। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল—১২২৬ সাল।

আরম্ভ—

৴৭ শ্রীশ্রীগোপাল চরণ শরণঃ॥ স্বর্গপর্ব্ব লিখ্যতে ॥

তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হঞা।
মুনিবরে জিজ্ঞাসেন বিনয় করিঞা॥
পিতামহ চরিত্র শুনিতে কর্ণামৃত।
তব মুখে শুনিঞা হইলাম পবিত্র॥
কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর।
বিস্তার করিঞা মোরে কহ মুনিবর॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
যেরূপে গেলেন স্বর্গ ধর্ম্মের নন্দন॥

মধ্য,—

কহেন সকল কথা ধর্ম্মের নন্দনে।
শুনিঞা চলিলা রাজা ভদ্রকালী স্থানে॥
ধর্ম্মরাজে দেখি কন্যা হাসিত বদনে।
কহিতে লাগিলা তবে ধর্ম্মের নন্দনে॥
কোন দেশে ঘর তব কোন মহাজন।
নারী সঙ্গে কোথাকারে করিছ গমন॥
তবে পরিচয় দিলা ভদ্রকালীর স্থানে।
পাণ্ডব সে যুধিষ্ঠির আমার আখ্যানে॥
এই চারি সহোদর দ্রুপদ সুন্দরী॥

শেষ,—

একমন হঞা করে ভারত শ্রবণ।
ভক্তিভাবে শুনে পাইবে নারায়ণ॥
ভারত-পঙ্কজ-রবি মহামুনি ব্যাস।
স্বর্গপর্ব্ব বিরচিল কাশীরাম দাস॥
এত দূরে স্বর্গ পর্ব্ব হইল সমাপন।
হরিধ্বনি বল সবে পাপের কারণ॥

যথাদিষ্টং ইত্যাদি।……লিখিতং শ্রীগদাধর মিত্র; সাং গোবিন্দপুর। পরগণে খটঙ্গা, জেলা বীরভূম……ইতি সন ১২২৬ সাল ১২শ্রাবণ ॥

৯৮। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—চণ্ডীদাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস, ধরণীদাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—৪০। খণ্ডিত পুথি। পদগুলি পর্য্যায়ানুক্রমে সজ্জিত। প্রতি পর্য্যায়ের গৌরচন্দ্র ও তৎপরে পদগুলি প্রদত্ত হইয়াছে। যেমন 'রসোদ্গারের গৌরচন্দ্র'—তৎপরে 'রসোদ্গারের' কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলী সন্নিবেশিত আছে। পদসংখ্যা—ন্যূনাধিক ৩০০ তিন শত।

৯৯। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৫। প্রথম পত্র নাই। ৪৫, ৪৬, ও ৯৬ সংখ্যক পুথির প্রতিলিপি।

শেষ,—

এই আরাধনা প্রভু চরণে তোমার।
তুয়া পদে মতি যেন থাকয়ে আমার॥
এত বলি মুনি গেলা বিদায় হইয়া।
মুখে হরিধ্বনি করি বীণা বাজাইয়া॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ-পাদপদ্ম করি আশ।
নারদসংবাদকথা কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি নারদসংবাদ সমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং ইত্যাদি ……শ্রীগঙ্গাধর মিত্র। সাকিম গোবিন্দপুর।

পরগণে খটঙ্গা, জেলা বীরভূম। পাঠক শ্রীরাধাকৃষ্ণ মণ্ডল সাং ডামরা; পরগণা মল্লারপুর; জেলা বীরভূম। ' ইতি সন ১২২৬ সাল তারিখ ২১ আষাঢ়।

১০০। সত্যনারায়ণকথা।

রচয়িতা—অমর সিংহ দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১৮। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। প্রাচীন গ্রন্থের প্রতিলিপি।

আরম্ভ,—

নমো সত্যনারায়ণায় নমঃ॥ নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।

বন্দ গজানন হরগৌরীর তনয়।
সর্ব্ব আগে পূজা যার বেদ শাস্ত্রে কয়॥
আদ্যাশক্তি দেবী বন্দ গায়ত্রী বেদমাতা।
গুরুরাজ আদি বন্দ সকল দেবতা॥
ত্রেতা যুগে অবতার শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
সীতাদেবী বন্দ আর পবননন্দন॥

মধ্য,—

দাড়াঞা নেহালে নৌকার চারি ভিতে।
রাজার ভাণ্ডারের ধন দেখিলা সাক্ষাতে॥
ক্রোধ করি কোটাল বলে আপন বেরাদরে।
নৌকা হৈতে নামাইয়া বান্ধহ সদাগরে॥
সাধুকে বান্ধিয়া নিল রাজার নিকটে।
বিচার না কৈল রাজা সত্যের কপটে॥
সাধুর নৌকাতে ভাড়া ছিল যত ধন।
বলদ শকট বেঞা আনাল রাজন॥

ভণিতা,—

দেখিয়া জামাতা মুখ সদাগর ত্যজে শোক
সর্ব্ব লোক বল হরি হরি।
ভণে দ্বিজ অমর সিংহ কৃষ্ণকথা মধু ভৃঙ্গ
পিয় নর করপুট ভরি॥

শেষ,—

কত দিন পরে সাধুর কাল পূর্ণ হল।
পুত্র জামাতাকে ধন অংশ করে দিল॥
লীলাবতী সঙ্গে সাধু গঙ্গাবাসে গেল।
অন্তর্গঙ্গাতে সাধুর বিষ্ণুপ্রাপ্তি হৈল॥
সুখে স্বর্গে গেলা সাধু সঙ্গে লীলাবতী।
সত্যলোকে সদাগরের হইল বসতি॥
যথা শক্তি লিখি এই হরি গুণগান।
সত্যনারায়ণকথা এই সমাধান॥

ইতি সত্যনারায়ণ কথা সমাপ্ত॥ প্রণাম—নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় ইত্যাদি॥ আশীর্ব্বাদং দত্বা ঘট-বিসর্জ্জনং কুর্য্যাৎ॥

১০১। বৃহদ্‌বিরাট।

রচয়িতা—সাবল কবি।

পত্রসংখ্যা—১০০। সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ, লিপিকাল ১২৭৬।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণং। অথ বিহদ্‌বিরাট পর্ব্ব লিক্ষতে,—

জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বপিতামহগণ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিল লুকায়ে।
একই বৎসর বঞ্চে অজ্ঞাত হইয়ে॥
কিরূপে পরের ঘরে করিল বঞ্চন।
কোন নামে কোন বেশে রহে কোন জন॥
সেই কথা কহ মুনি করিয়া বিস্তার।
দুর্য্যোধন দুষ্টমতি বড় দুরাচার॥
মুনি বলে জন্মেজয় শুন সাবধানে।
কৃষ্ণা সহ পঞ্চ ভাই আছয়ে কাননে॥
অনেক ব্রাহ্মণ আছে করিয়া বেষ্টিত।
আপনে হইয়া মুনি ধর্ম্ম পুরোহিত॥
সে সকল লঞা রাজা কানন ভিতরে।
হইল বনের অন্ত দ্বাদশ বৎসরে॥

সভে জ্ঞাত আছে তাহা পূর্ব্বের উত্তর।
রাজা নিয়ম করিয়াছে সভার ভিতর॥
দ্বাদশ বৎসর মোরা রহিব বিপিনে।
এক বৎসর অজ্ঞাতে বঞ্চিব ছয় জনে॥
ইত্যাদি।

ভণিতা,—

(১) শারদার পাদপদ্ম করিলা স্মরণ।
রচিল সাবল কবি উৎকল ব্রাহ্মণ॥

(২) সারদা সেবিয়া মনে চিন্তিয়া উপায়।
বিরাট পর্ব্ব ভারত কথা সাবল কবি গায়॥

(৩) ভারতীকে ভাবিয়া ভারত বিরচিল।
সাবল কবিরে সারদার কৃপা ছিল॥

মধ্য,—

এতেক বচন শুনিয়া তখন
অর্জ্জুন হইল কৌতুকী।
মন্ত্র অভিষেকে পরম কৌতুকে
পাশাভেদ বাণ ডাকি॥
নিল নিজ তুণে সংগ্রাম দুজনে
ধনু ধরি নিরূপণে।
গোসিংহ অসুরে ধনু ধরি করে
গুণ দিলা ততক্ষণে॥
গুণে গুণ দিল টঙ্কার ছাড়িল
অতি ঘোর শব্দ শুনি।
ধনুকে অর্জ্জুন তবে দিল গুণ
সবে পরমাদ গুনি॥
ছাড়িল টঙ্কার সবে চমৎকার
বাক্যযুদ্ধ আগে হৈল।
গোসিংহ অর্জ্জুনে সংগ্রাম দুজনে
বাণে আচ্ছাদন কৈল॥ ইত্যাদি

শেষ,—

কন্যা বিভা দিয়া তবে মৎস্য অধিকারী।
নয়ন ভরিয়া দেখি বল রাম হরি॥
আনন্দের নাহি সীমা ভাই পঞ্চ জন।
গোবিন্দ সহিত করে কথোপকথন॥
হইল বিরাট পর্ব্ব এত দূরে সায়।
সারদাকে ভাবিয়া সাবল কবি গায়॥
অজ্ঞান বালক শিশু অতি মূঢ়মতি।
কেবল ভরসা মনে দেবী সরস্বতী॥
এই সে ভারত-কথা অতি সুধাময়।
যত শুনি তত মোর তৃপ্তি নাহি হয়॥
এ কথা শ্রবণে পাপীর পাপ হয় নাশ।
শ্লোকচ্ছন্দে রচিলেন মহামুনি ব্যাস॥
সেই অনুসারে আমি পাঁচালি রচিল।
এ কথা শ্রবণে পাপীর পাপ হরে গেল॥
একমনে নর যদি স্মরণ করয়।
মনের সদ্গতি হয় নাই যমভয়॥
অনায়াসে তরে সেই শমনের দায়।
লিখেন সাবল কবি শ্রীহরি কৃপায়॥
আদি রস অনুসারে লিখিলাম এত।
এত দূরে বিরাট পর্ব্ব হইল সমাপ্ত॥

যথা দৃষ্টং ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীগোরাচাঁদ মিত্র সাকিম ভুতুড়া। পরগণে খটঙ্গা, থানা সিউড়ী। মতালকে জেলা বীরভূম।

ত্রিপদী,—

ভুতুড়াতে বসতি গয়ানাথ মিত্রি
গোরাচাঁদাগ্রজ হয়।
বার পাত থাকিতে সায় হৈল নিশিতে
অল্পবুদ্ধি আমার হয়॥
বিজ্ঞ মহাশয় যত পড়িবেন শুদ্ধ মত
অশুদ্ধ হইলে শুদ্ধ করিবেন।
মোর এই নিবেদন শুন শুন সর্ব্বজন
অজ্ঞান বলিয়ে ক্ষমিবেন॥
আমি অতি মূঢ়মতি কি জানি স্তুতি মিনতি
জ্ঞান অনুসারে কৈল এত।
সুবুদ্ধি সুধীর জন মোর প্রতি দয়াবান
হইবেন বলামাত্র এত॥

এই পুস্তক নদেই ঘোষের পশ্চিমদ্বারী ঘরের পীড়াতে বসিয় সমাপ্ত হইল। বেলা আন্দাজ ১৷৹

প্রহর হইয়াছিল। ইতি সন ১২৭৬ সাল, তাঃ ৯ই আশ্বিন।

১০২। বিরাট পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১০০। সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৬১।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ চরণে শরণং। অথ বিরাট পর্ব্ব লিখ্যতে। নারায়ণং নমস্কৃত্য। ইত্যাদি।

জন্মেজয় বলে কহ শুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন ভয়ে পূর্ব্বে পিতামহগণ॥
বিরাট নগর মধ্যে রহিলা অজ্ঞাতে।
এক সম্বৎসর রহিলেন কোন মতে॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর বাস অরণ্যের মাঝ॥
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব পাঞ্চালী সমুদিত।
বহু দ্বিজগণ আর ধর্ম্ম পুরোহিত॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

এতেক বিচার করে কুরুসৈন্যগণ।
সমী বৃক্ষতলে গেলা ইন্দ্রের নন্দন॥
উত্তরে বলিল তুমি যুদ্ধযোগ্য নহ।
এই সমীবৃক্ষ দীর্ঘ উপরে আরোহ॥
ধনুশ্রেষ্ঠ গাণ্ডীব আছএ বৃক্ষপরে।
দিব্য যোগ্য তূণ আছে পরিপূর্ণ শরে॥
বিচিত্র কবচ ধ্বজ শঙ্খ মনোহর।
বৃক্ষপর চড়ি শীঘ্র আনহ উত্তর॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

আনন্দে বিরাট রাজা কৈল কন্যাদান।
যতেক যৌতুক দিল নাহি পরিমাণ॥
সহস্র সহস্র গজ রথ যূথে যূথে।
দাস দাসী গো মহিষ অযুতে অযুতে॥
দ্বিজগণে দক্ষিণা দিলেন বহুতর।
কল্যাণ করিয়া সঙ্গে গেলা নিজ ঘর॥
পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান॥
ইহার শ্রবণে যত সুখ লভে নর।
তাদৃশ নাহিক সুখ স্বর্গের উপর॥
দিব্য জ্ঞান জন্মে হয় পাপের বিনাশ।
পাঁচালীতে সেই কথা করিল প্রকাশ॥
কাশীরামদাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ইতি মহাভারতে চতুর্থ বিরাট পর্ব্ব সমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং ইত্যাদি॥ ভীমস্যাপি ইত্যাদি॥ লিখিতং শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত। সাকিম পলসাড়া। পাঠক শ্রী......সাকিম বিরশ্যামপুর নিবাসী। শ্রীকালী-চরণ দাসের ভাইপোর বিরাট পর্ব্ব গ্রন্থ পুথি লিখিলাম। সন ১২৬১ সাল; তারিখ ৯ আশ্বিন মাসে সম্পূর্ণ করিঞা দিলাম।

১০৩। দানপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৫২। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৫৪ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ ভরসা। অথ দান-পর্ব্ব লিখ্যতে।

দানপর্ব্ব কথা কহি সংসারের সার।
অশেষ পাতক নাশে শ্রবণে যাহার॥
এই মত ভীষ্মের শ্রাদ্ধ তর্পণ করিয়া।
রাজগণ বিপ্রগণ বিদায় হইয়া॥
হেনমতে নানা ধর্ম্ম করি ধর্ম্মরায়।
ভ্রাতৃগণ সঙ্গে রাজা নিজালয়ে যায়॥
ঋষিগণ রাজাগণ যত বিপ্রগণ।
নিজালয়ে গেল বলভদ্র নারায়ণ॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি॥

শুনহ সকল লোক না করিহ হেলা।
কলি-ভবসাগর তরিতে এই ভেলা॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

মধ্য,—

মুনি বলে যুধিষ্ঠির সদত সন্তাপ।
জ্ঞাতিবধ কৈল মুক্তি না খণ্ডিবে পাপ।
ব্যাধ কহে শুন রাজা ধর্ম্ম অবতার।
অসুরে বধিয়া পৃথ্বী খণ্ডাইলে ভার॥
তোমার সহায় সখা দৈবকীকুমার।
তিঁহো যার সহায় আছে কি পাপ তাহার॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সংসারের সার।
সর্ব্বদেবের সার হরি চারি বেদের পার॥
যাহার নামেতে যত পাপী হৈল পার।
হেন কৃষ্ণ তব সখা ভয় কর কার॥
ইত্যাদি।

শেষ,—

কহিল যে দানপর্ব্ব অতি উপাখ্যান।
ইহা যে শুনে তার হয় দিব্যজ্ঞান॥
মহাভারতের কথা অমৃতের ধার।
ইহার শ্রবণে পাপীর হয় ত নিস্তার॥
দানপর্ব্ব কথা লোক শুন একচিতে।
অশেষ পাতক নাশে যার শ্রবণেতে॥
শ্রদ্ধা করি শুনে লোক দানপর্ব্ব কথা।
কুষ্ঠ ব্যাধি দূর হয় ঘুচে তার ব্যথা॥
ধনে ধান্যে পুত্র পৌত্রে বাড়ে ঠাকুরাল।
যেই জন শুনে এই অমৃত রসাল॥
আর কত কথা আছে ইহার ভিতরে।
দানপর্ব্ব কথা যে সমাপ্ত এত দূরে॥

যথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিখকো দোষ নাস্তিকং। লিখিতং শ্রীবেণীমাধব মজুমদার সাং বীরসিংহপুর কালীর বাটী। ইতি সন ১২৫৪ সাল; তাং ১৩ চৈত্রী।

১০৪। শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১৮। লেখক ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীদুর্গা শ্রী। অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
শান্তিপর্ব্ব পুণ্যকথা শুন দিয়া মন॥
জ্ঞাতির তর্পণ করি ভাগীরথীর জলে।
শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে॥
অশৌচান্তে কৈল রাজা শ্রাদ্ধ শান্তিদান।
গঙ্গাতীর ছাড়ি গৃহে না কৈল পয়ান॥
জাহ্নবীর তীরে কৈল উত্তম আলয়।
তথায় রহিলা যুধিষ্ঠির মহাশয়॥
নারদ কশ্যপ ব্যাস আদি মুনি করি।
সকলে আইলা তথা তপ পরিহরি॥
জ্ঞাতি-শোকে যুধিষ্ঠির যাইতে চাহে বন।
বুঝাইতে আইলেন যত মুনিগণ॥
যার যেই আসনে বসিলা মুনিগণ।
পঞ্চ ভাই বসিলেন সহ নারায়ণ॥
ধৃতরাষ্ট্র বসিলেন বিদুর মহামতি।
নানাবিধ শাস্ত্রকথা পাণ্ডব সংহতি॥
জ্ঞাতি-শোকাকুল রাজার মন নহে স্থির।
অবিরত চারি ধারা চক্ষে বহে নীর॥
নিশ্বাস ছাড়িয়া বলে পাণ্ডবের পতি।
বসুমতী ভোগেতে না লয় মোর মতি॥
ইত্যাদি।

১০৫। প্রহ্লাদচরিত্র বা গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—১১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রী। অথ প্রহ্লাদচরিত্র লিখ্যতে।

আরম্ভ,—

হিরণ্যকশিপু হৈল কশ্যপ কুমার।
চারি পুত্র হৈল তার পরম সুন্দর॥
রূপের তুলনা নাই গুণে অনুপাম।
প্রহ্লাদ অনুজ তার থুইল অই নাম॥
কয়াধূ জননী হৈতে এ চারি নন্দন।
প্রহ্লাদ হইল তার কৃষ্ণ নারায়ণ॥
প্রহ্লাদ বৈষ্ণব হৈল পরম সুন্দর।
যেন চান্দ ঝলমল অতি দীপ্তিকর॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু হৈল চারি জন।
ডাকাইয়া ষণ্ডামার্কে বলিছে রাজন॥
ইত্যাদি।

অন্যত্র,—

হিরণ্যকশিপু বলে বড় দর্প করি।
হরিকে ভজিলে বেটা কোথা তোর হরি॥
এই স্ফটিকের স্তম্ভ দেখি তোর কাছে।
ইহাতে কি কহি তোর হরি নাকি আছে॥
শুনি প্রহ্লাদের হৈল আনন্দিত মন।
এই স্ফটিকের স্তম্ভ হরি ছাড়া নন॥
জীবাত্মায় থাকেন হরি ভাবেন প্রহ্লাদ।
স্তম্ভমধ্যে কহিলাম বড়ই প্রমাদ॥
ভকতের বাক্য হরি পালিবার তরে।
প্রবেশ করিলা আসি স্তম্ভের ভিতরে॥
দেখিব কেমন হরি স্তম্ভ তোর বটে।
মুষ্টিক মারিল রাজা সেই স্তম্ভ ফাটে॥
মুষ্টিক মারিল স্তম্ভে ক্রোধে নৃপবর।
বাহির হইলেন নরসিংহ অবতার॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

প্রভু বলেন প্রহ্লাদ মনের কথা কই।
চিরকাল আমি ভকতের বশ হই॥
মোর সনে তব পিতা যুঝিল বিস্তর।
এই দেখ মালা চিহ্ন অঙ্গেতে আমার॥
মোর প্রাণধন তুমি শুন রে প্রহ্লাদ।
তোমার গুণে ক্ষমিলাম তব পিতার অপরাধ॥
ভাল ভাল বলি প্রভু নিল নিজ পূজা।
সেই দেশে প্রহ্লাদেরে করিলেন রাজা॥
গোবিন্দমঙ্গল-গীত কৃষ্ণদাস গান।
প্রহ্লাদচরিত্র গীত হইল সমাধান॥

লিখিতং শ্রীনিমাইচান্দ রায়। সাকিম ভুরকুনা; নিবাস বীরসিংহপুর। পাঠক শ্রীকালাচান্দ দাস; সাকিম বীরসিংহপুর। ইতি সন ১২৬০ সাল তারিখ ১ পল্যে কার্ত্তিক।

১০৬-১০৭। মোহমুদ্গার উপাখ্যান ও শ্রীরাধার অষ্টোত্তরশত নাম।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—২০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

অথ মোহমুদ্গার উপাখ্যান লিখ্যতে।—
এক দিন শিব দুর্গা বসিয়া কৈলাসে।
রহস্যের কথা কহেন পরম হরিসে॥
পার্ব্বতী বলেন নাথ করি নিবেদন।
কৃষ্ণভক্তিকথা কিছু করিব শ্রবণ॥
শিব বৈল কৃষ্ণকথা শুনহ পার্ব্বতী।
একচিত্ত হয়্যা শুন আমার ভারতী॥
অভিমন্যু বীরে যদি মারিলেক দ্রোণ।
কোন মতে শান্ত তবে হয় না অর্জ্জুন॥
সেই সব কথা মোরে কহ শূলপাণি।
তোমার প্রসাদে আমি কৃষ্ণকথা শুনি॥
এ কথা শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচন।
কহি শুন কৃষ্ণকথা হয়্যা একমন॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

কর্পূর তাম্বুল রত্নবাটীর উপরে।
মালতীর মালা গলে চাঁপা নাগেশ্বরে॥
দ্বারেতে কনক কুম্ভ পূর্ণ করি জল।
উপরে ঢাকিয়া আছেন নেতের আঁচল॥
বসেছে সুন্দরীরত্ন পালঙ্ক উপরে।
চতুর্দ্দিকে সখীগণ বিচিত্র চামরে॥

বিদগধরূপ তার জগত-মোহিনী।
কুন্তলে বিচিত্র চূড়া অলকা দোলনি॥
কনকের সিঁথি পাটী গাঁথি মুক্তামালে।
মণিময় মুকুতা দুলিছে গণ্ডস্থলে॥
কপালে সিন্দূরবিন্দু চন্দন প্রলাপ।
ভুরুমধ্যে শোভিয়াছে অনঙ্গের চাপ॥

ইত্যাদি।

শেষ,—

সংসার সমুদ্র হয় শুন সর্ব্বজন।
মীনরূপে বিহার করয়ে প্রাণিগণ॥
মায়ারূপ জাল তাহে আছয়ে বেড়িয়া।
দড়ি হাতে বসিয়াছে শমন দাঁড়ায়া॥
যেই দিনে ধীবর আকর্ষিবে জাল।
সেই দিন সবাকার হবে মৃত্যু কাল॥
জাল এড়াইতে ভাই কৃষ্ণনাম ভেলা।
নাম চিন্ত নাম ভজ না করিহ হেলা॥

ইতি মোহমুদ্গার সমাপ্ত॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি। পাঠক শ্রীকালাচাঁদ দাস। সাকিম আড়াইপুর ইতি সন ১২৫৫ সাল; তাং ২৫ শ্রাবণ ৮ আষাঢ় মাস।

১০৮। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পত্রসংখ্যা—১৮৪। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। প্রাচীন লিপি—লিপিকাল অনুল্লিখিত।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় জয়তাং। বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় কৃপাসিন্ধু।
জয় জয় শচীসুত জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র।
জয় শ্রীনিবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
পূর্ব্বে কহিল আদি লীলার সূত্রগণ।
যাহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব তাহার আমি সূত্র মাত্র কৈল।
যে কিছু বিশেষ সূত্র মধ্যেই কহিল॥
এবে কহি শেষ লীলার মুখ্য সূত্রগণ।
প্রভুর অসংখ্য লীলা সম্যক্ না যায় কথন॥

ইত্যাদি।

মধ্য,—

পাণ্ডুবিজয় তবে কৈল সেবকগণ।
জগন্নাথ বসিলা গিয়া নিজ সিংহাসন॥
সুভদ্রা বলদেব সিংহাসনে আইলা।
জগন্নাথের স্নান ভোগ হইতে লাগিলা॥
অঙ্গান মহাপ্রভু লঞা ভক্তগণ।
আনন্দে আরম্ভিল প্রভু কীর্ত্তন নর্ত্তন॥
আনন্দে মহাপ্রভুর প্রেম উছলিল।
দেখি লোক সব প্রেম-সমুদ্রে ভাসিল॥
নৃত্য করি সন্ধ্যাকালে আরতি দেখিল।
আইটোটা আসি প্রভু বিশ্রাম করিল॥
অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব জন নব দিন পাইল॥

ইত্যাদি।

শেষ,—

চৈতন্য-লীলামৃত পুর কৃষ্ণলীলা কর্পূর
দুই মেলি হএত মাধুর্য্য।
সাধু গুরু প্রসাদে ইহা যেই আস্বাদে
সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য॥
এই লীলামৃত বিনে খায় যদি অন্নপানে
তভু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন।
যার এক বিন্দু পানে প্রফুল্লিত অনুমানে
হাসে গায় করেন নর্ত্তন॥

* * * *

শ্রীরূপ সনাতন রঘুনাথ জীব চরণ
শিরে ধরি করি যার আশ।
কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্যখণ্ডে কাশীবাসী

বৈষ্ণবকরণং পুনর্নীলাচলগমনং নাম পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদঃ ॥

১০৯। কৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৪১ পত্রের পর খণ্ডিত। সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ। অথ কৃষ্ণমঙ্গল লিখ্যতে।

নমো বন্দ গণপতি সর্ব্ব অঙ্গে যার স্থিতি
বিঘ্নবিনাশ মহাশয়।
তনু লম্ব খর্ব্বোদর হেমরুচি যিনি কর
সম দয়া সদয় হৃদয় ॥
শোভা করে করিমুণ্ড ঈষৎ চলায় শুণ্ড
তাহে শোভে এ তিন লোচন।
পরিধান বাঘাম্বর করি দণ্ড মনোহর
জয় দেব মূষিকবাহন।

ভণিতা,—

(১) শুন রে ভকত জন করিয়া বিশ্বাস।
মাধব-চরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥
(২) কৃষ্ণদাসের মন সদাই চঞ্চল।
মাধব-চরিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥
(৩) মায়ের বচনে আঁখি করে ছল ছল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

অন্যত্র,—

প্রভাতে উঠিঞা গোধন লইঞা
চলিলা যাদব রায়।
ব্রজশিশু মাঝে নীলমণি সাজে
আগে আগে ধেনু ধায় ॥
সুরঙ্গ অধরে ঘন বেণু পূরে
আধা আধা দেই রব।
ছাড়ি গৃহকাজ গুরুভয় লাজ
গোপিনী ধাইল সব ॥ ইত্যাদি।

১১০। রাধিকামঙ্গল বা শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র।

পত্রসংখ্যা—১৬। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। স্থানে স্থানে মসি বিলুপ্ত হইয়াছে।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্ব কথন।
কহ কৃষ্ণকথা মুনি করিএ স্মরণ ॥
শুকদেব বচনে রাজা পরীক্ষিত বলে।
কি কর্ম্ম করিল কৃষ্ণ যশোদার কোলে ॥
এক দিন নন্দরাণী গোবিন্দ লইয়া।
লক্ষ লক্ষ চুম্ব খান কোলে বসাইয়া ॥

মধ্য,—

কাজরে মিসাল যেন নব গোরচনা।
নীলমণি মাঝে যেন বৈসে কাঁচা সোনা ॥
কুরঙ্গের মাঝে যেন চম্পকের দাম।
নবীন মেঘেতে যেন বিজরি অনুপাম ॥
শ্রীকৃষ্ণ...দিঞা রাধা করে কোলে।
কালিন্দীর জলে যেন সোনা কুম্ভ হেলে॥ ইত্যাদি

শেষ,—

এথন নিশ্চিন্ত বসে থাক গিঞা ঘরে।
নিশ্চয় যাইব আমি বিরল মন্দিরে ॥
এত বলি যান কৃষ্ণ হাসিঞা হাসিঞা।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ চাপিলেন গিঞা ॥
রাধিকামঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
এত দূরে রাধিকামঙ্গল হইল সায় ॥
লাএকে কল্যাণ করি গাএনে থবর।
আসর সহিতে কৃষ্ণচন্দ্র দিবেক বর ॥
গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায় ॥

ইতি শ্রীমতীর কলঙ্কভঞ্জন সম্পূর্ণ। সন ১২০৭ সাল ৪ শ্রাবণ। পাঠক শ্রীকালাচাঁদ দাস।

১১১। গুরুদক্ষিণা বা শঙ্খাসুর-বধ কথা।

রচয়িতা—শঙ্কর।

পত্রসংখ্যা—৪। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১১৯৮ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীকৃষ্ণ।

যামরাত্রি পোহাইল প্রত্যূষ বিহানে।
সভা করি বসিলা হরি কমল নয়ানে॥
মথুরার লোক বৈসে যতি ঋতুপর্ণ।
পড়িঞা শুনিয়া তারা অমৃত বচন॥
পণ্ডিত সভায় মূর্খ বসিতে না পারে।
হংস মধ্যে বক যেন শোভা…করে॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা সমস্যা পুরিঞা।
মূর্খ নাহি বুঝে তাহা পশুযুক্ত হঞা॥
পণ্ডিত সভায় কৃষ্ণের নাহি রয় কথা।
সভায় বসিঞা কৃষ্ণ বড় পাইল ব্যথা॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

না কান্দ না কান্দ তোমরা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তোমার পুত্র আমি আজি দিব আনি॥
স্বর্গ মর্ত্ত পাতাল আমার অধিকার।
অসুর মারিতে আমি কৈল অবতার॥
আজি ত আনিয়া দিব তোমার কুমার।
তিনটা ভুবন বটে মোর অধিকার॥
ব্রাহ্মণী প্রবোধ করি সমুদ্রজলে গেলা।
কোপবান হঞা কৃষ্ণ শর ত যুড়িলা॥
আসিয়া বরুণ রাজা প্রণাম করিল।
কাতর হইঞা রাজা কহিতে লাগিল॥
ইত্যাদি।

ভণিতা,—

শঙ্খাসুরবধ কথা কহেও শঙ্কর।
এ ভব সাগরে পার কর দামোদর॥

শেষ,—

প্রণাম করিঞা দোহে রাম দামোদর।
দুই ভাই চলি যাইলা আপনা ঘর॥
পিতামাতার চরণে যাঞা প্রণাম করিল।
মথুরা নগর তবে আনন্দিত হইল॥
মথুরার লোক সবে আনন্দ বিহ্বল।
সকল ভক্তকে কৃষ্ণ চাপি দিল কোল॥
কৃষ্ণ দেখি সকলের মনে হৈল তৃপ্ত।
গুরুদক্ষিণা পুস্তক হইল সমাপ্ত॥

যথা দৃষ্টং ইত্যাদি—লিখিতং শ্রীবাঞ্ছারাম দে সাং পঠেয়া পাড়া। পঠিতং শ্রীমোহনলাল রজক সাং রাধানগর। সন ১১৯৮ সাল, ২৭ আশ্বিন রোজ শনিবার।

১১২। অর্জ্জুন-সংবাদ।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—৯। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৬৬ সাল।

আরম্ভ,—

৵শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ অথ অর্জ্জুনসংবাদ লিখ্যতে।
সাবধান হয়ে নর শুন একচিতে।
শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুন কথা হৈল যেই মতে॥
শুনিলে তুরিতে পাপ খণ্ডে তত্তক্ষণ।
বৈষ্ণবমাহাত্ম্য কথা কহ নারায়ণ॥
ইহা শুনিবারে মোর অভিলাষ মনে।
কোন পথে যায় লোক বৈষ্ণব ভক্তগণে॥
কহত সকল কথা কমললোচন।
কেমন প্রকারে পায় তোমার চরণ॥
কৃষ্ণ বলে শুন বলি তোমার সাক্ষাতে।
আমাকে বৈষ্ণবগণ পায়ত যেমতে॥

মধ্য,—

আমার যে নাম নিতে মনে ইচ্ছা করে।
তাহাকে তরাই আমি এ ভব সংসারে॥
ভক্তিযুক্ত হঞা যেবা করএ কীর্ত্তন।
সেইত সংসার মধ্যে পতিতপাবন॥
তাহার উপমা দিতে না পারে কোন জন।
সেই সে পবিত্র করে অখিল ভুবন॥

মোর নাম যেবা লয় হয়ে শুদ্ধমতি।
নিশ্চয় তাহাকে আমি করিএ ভকতি॥
ইত্যাদি।

শেষ—

কায়মনোবাক্যে যেবা লয় হরিনাম।
জন্মে জন্মে শ্রীকৃষ্ণচরণে হয় ধ্যান॥
দিনান্তরে হরিপদে রাখ ভাই ভক্তি।
শুনিলে সে সব কথা পাপে হয় মুক্তি॥

ইতি শ্রীঅর্জ্জুনসংবাদ পুস্তক সমাপ্ত॥ যথা-দিষ্টং ইতি। সন ১২৬৬ সাল তাঃ ১৪ আশ্বিন শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত সাকিম সীতামুড়ী।

১১৩। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—২৩। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জয়তি॥

নমহ নমঃ প্রভু আদি সনাতন।
ক্ষীরোদ সায়রে বটপত্র সুশোভন॥
নম নম সত্যযুগে মৎস্য অবতার।
যেরূপে করিলা প্রভু বেদের উদ্ধার॥
নম নম করপুটে কশ্যপ মূরতি।
পৃষ্ঠপরে যেরূপে ধরিলা বসুমতি॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

এক দ্বিজ অতি বড় দরিদ্র আছিল।
ধনলোভ করি কিছু লুকাঞা রাখিল॥
কিছু আনি দিলেক দূতের বিদ্যমান।
কহিলাম যত কিছু পাঞাছিলাম ধন॥
দূতগণ দ্বিজস্থানে সব ধন লঞা।
রাজার নিকটে সব উত্তরিল গিয়া॥
ইত্যাদি।

শেষ,—

স্তব করি নারদ করেন প্রণিপাত।
জয় জয় যদুসুত জয় জগন্নাথ॥
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
স্থাবর জঙ্গম তুমি সর্ব্ব ধরাধর॥
তোমাতে উৎপত্তি সব তোমাতে মিলায়।
আজ্ঞায় সৃজন হয় বিশ্বাসে মিলায়॥
দীনহীন আমি তব কি জানি মহিমা।
পঞ্চমুখ চতুর্ম্মুখ নাহি পায় সীমা॥
এতেক বলিঞা মুনি বিদায় হইল।
লক্ষ্মীনারায়ণ দোঁহে আনন্দে রহিল॥
শ্রীগুরুচরণপদ মনে করি আশ।
পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥

ইতি নারদসংবাদ পুস্তক সমাপ্ত॥ ইতি সন ১২৩৫ সাল ৭ পৌষ।

১১৪। প্রসাদচরিত্র বা গোবিন্দমঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পত্রসংখ্যা—৯। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩১।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীহরি।

প্রথমে বন্দিব শ্রীগুরুর চরণ।
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল যেবা জন॥
জীবে যে না শুনে কৃষ্ণনাম না করে ভাবনা।
পুন পুন হয় জীবের গর্ভের যন্ত্রণা॥
একবার জনমিয়া আরবার মরি।
তথাপিহ কৃষ্ণনাম ভজন না করি॥
হইয়া মায়ের গর্ভে পায় দারুণ ব্যথা।
তখন মনে পড়ে জীবের সপ্ত জন্মের কথা॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

শিশুগণ বলে প্রহ্লাদ কোন মন্ত্র জান।
সবার হৈতে তোমায় পাঠ ঘন আইসে কেন॥

দয়া না জন্মিল ভাই মোরা দুঃখ পাই।
কোন মন্ত্রে আইসে পাঠ কহি নাই ভাই ॥
প্রহ্লাদ বলেন বড় প্রীত পাবে মনে।
হের আইস হরিনাম দিএ সবার কানে ॥
হাসিয়া বলেন শিশু প্রহ্লাদের কাছে।
কৃষ্ণ ভজিবার তাহে ভেদ করিয়াছে ॥
ইত্যাদি।

শেষ,—
আমার পরাণ ধন বলি রে প্রসাদ।
তোমার গুণে ক্ষমিলাম তার অপরাধ ॥
ভাল ভাল বলি দৈত্যপতি সায় দিল।
সেই দেশের নৃপতি প্রহ্লাদে করিল ॥
গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাস গায়।
হরি হরি বল সবে পাপ দূরে যায় ॥

ইতি শ্রীপ্রসাদ-চরিত্র সমাপ্ত ॥ যথ দিষ্টং ইত্যাদি। লিখিতং শ্রীরাজবল্লভ দত্তগুপ্ত। বসন্তপুর নিবাস। পাঠক শ্রীসহনলাল রজক সাং লম্বোদরপুর সন ১২৩১ সাল তারিখ ৩ ভাদ্র এক প্রহর বেলায় সমাপ্ত।

১১৫। গয়াপালা।

রচয়িতা—কৃত্তিবাস পণ্ডিত।

পত্রসংখ্যা—১৩। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল ১২৬৬ সাল।

আরম্ভ,—
/৭ শ্রীশ্রীহরি॥ অথ গয়াপালা লিখ্যতে॥ রামায় রামচন্দ্রায় ইত্যাদি। অথ রঘুনাথের গয়াকৃত্য লিখ্যতে।

সর্ব্ব আগে বন্দি সীতারামের চরণ।
তাহার অনুজ বন্দ ঠাকুর লক্ষ্মণ ॥
কৌশল্যা জননী বন্দ দশরথ পিতা।
ভরত শত্রুঘ্ন বন্দ কৈকেয়ী যার মাতা ॥
যাহার প্রসাদে রাম ত্যজে দণ্ড ছাতা।
বীর হনুমান বন্দ জনক-দুহিতা ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—
সীতা বলে অবধানে শুন গুণনিধি।
বালির পিণ্ড খাইল রাজা সাক্ষী ফল্গু নদী ॥
সিংসপা বৃক্ষ আর আছেন তুলসী।
বটবৃক্ষ সাক্ষী আছে প্রভুকে কহ আসি ॥
কোপে রাম হঞাছেন আরক্ত লোচন।
রাম-ডরে সাক্ষী দিতে নারে কোন জন ॥
চারি জনের এক জনা সাক্ষী না বলিলে।
একদৃষ্টে রঘুনাথ সীতাকে নেহালে ॥
কাঁদিতে লাগিলা সীতা জনক-নন্দিনী।
সীতা বলে ফল্গুনদী দিব শাপবাণী ॥
দেখে শুনে না বলিলে প্রভুর হুজুরে।
তোমার উপর পার হব শৃগাল কুকুরে ॥
...দরিঞা সিলা হবে অন্তঃশিলা।
দেখে শুনে সাক্ষী তুমি কেন নাহি দিলা ॥
সিংসপা বৃক্ষ অরে তোর বড় ভুল।
আজ হইতে নিগন্ধ হইবে তোর ফুল ॥
দেবকার্য্যে না লাগিব আমি দিল শাপ।
সাক্ষী না পুরিলে তুমি বড় দিলে তাপ ॥
সিংসপার ফুল যে যোজনগন্ধা ছিল।
সীতা দেবীর শাপে সেই নির্গন্ধ হইল ॥
তুলসীকে শাপ দিলেন সীতা সতী।
কলিকালে উচ্ছিষ্ট স্থানের হবে বৃক্ষজাতি ॥
মানপত্র সমান তব পত্র নাহি হবে।
নারীতে তোমাকে ছুলে গন্ধ না পাইবে ॥
সাক্ষী নাহি দিলে তুমি রামের হুজুরে।
তোমার উপরেতেই মুতিবে কুকুরে ॥
তিন জনে শাপ দিলা বটবৃক্ষ দেখি।
তবে বট আসিঞা দিছে সাক্ষী ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—
এই কথা শুনি যেবা করেন ভকতি।
তার পিতামাতাকে রাম করেন মুকতি ॥
বাপের শ্রাদ্ধ করিঞা চলিলা রঘুনাথে।
তিন জন চলি যান অপূর্ব্ব দেখিতে ॥

আগে রাম মধ্যে সীতা পশ্চাতে লক্ষ্মণ।
পিতৃলোকে···করি চলিলা তিন জন॥
বনে বনে তিন জন যান বাটে বাটে।
নেউটিঞা তিন জন গেলা চিত্রকূটে॥
ওথায় বৈকুণ্ঠ-শোভা থাকেন নারায়ণ।
চিত্রকূট গিরি যেমন বৈকুণ্ঠভুবন॥
শুনিলে গয়ার কথা পাপবিমোচন।
অযোধ্যাকাণ্ড বর্ণিলা কৃত্তিবাস বিচক্ষণ॥

ইতি গয়াপালা সমাপ্ত হইল। শুক্রবার বেলা এক প্রহর। লিখিতং শ্রীনন্দলাল সরকার সাং সীতামুড়ী। পাঠক—শ্রীঠাকুরদাস মণ্ডল সাং সিউড়ী। ইতি সন ১২৬৬ সাল তাঃ ৬ আশ্বিন।

১১৬। বিরাট পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৯০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩২ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ চরণ ভরসা॥ অথ বিরাটপর্ব্ব আদৌ আরম্ভ॥

জন্মেজয় বলে কহ মুনি তপোধন।
দুর্য্যোধন-ভয়ে পূর্ব্বপিতামহগণ॥
বিরাট নগর মধ্যে আছিলা অজ্ঞাতে
কোন মতে বৎসরেক রহিলা তথাতে॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন মহারাজ।
দ্বাদশ বৎসর রহি বনের সমাজ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

পুণ্য কথা ভারতের শুনে পুণ্যবান।
পৃথিবীতে সুখ নাই ইহার সমান॥
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥

ইতি মহাভারতে কাশীরাম দাস বিরচিতং বিরাট-পর্ব্ব সমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং ইত্যাদি।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং অচলং কৃষ্ণ কেবলং॥

ইতি ১২৩২ সাল তারিখ ২ মাঘ। লিখিতং শ্রীরতিকান্ত মুজকর্ণী সাকিম সগড়ভাঙ্গা।

১১৭। ভীষ্মপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৩০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৬৬ সাল।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ অথ ভীষ্মপর্ব্ব॥
জন্মেজয় বলে মুনি করি নিবেদন।
অতঃপর কি করিল পিতামহগণ॥
কিরূপে হইল যুদ্ধ কহ বিবরণ।
প্রথমে যুদ্ধের সেনাপতি কোন জন॥
মুনি বলে অবধান করহ রাজন।
উলুক কহিলা গিঞা সব বিবরণ॥
গর্জ্জিয়া পাণ্ডবগণ কহে পুনঃ পুনঃ।
কুরুবংশপতি আমি তাহে নহি ন্যূন॥
ইহা বলি দুর্য্যোধন বসিলা সভায়।
দ্রোণাচার্য্য ভীষ্মকে করিবে যে সহায়॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

অশ্ব গজ পড়িল পদাতি বহুতর।
দেখিঞা সক্রোধ হইল গঙ্গার কোঙর॥
বাম হাতে ধনু ধরি টঙ্কারিল গুণ।
সংগ্রামে যেমত ইন্দ্র রণে নহে উন॥
উভয়······সংগ্রামে প্রচণ্ড।
সেনা সব মারি ভীষ্ম করে খণ্ড খণ্ড॥
কারু কাটে হস্তপদ কারু কাটে কন্ধ।
সব সৈন্য কাটি ভীষ্ম নাচএ কবন্ধ॥
ভীষ্ম আগে ধেঞা যায় বীর বৃকোদর।
সক্রোধ হইঞা যায় অতি খরতর॥

শেষ,—

সংগ্রামে পড়িল ভীষ্ম পূর্ব্বশির হঞা।
আকাশের চান্দ যেন পড়িল খসিঞা॥
অল্পমাত্র অবশেষে আছে দিনকর।
শরশয্যাগত ভীষ্মে দেখি কুরুবর॥
আকাশেতে দেবগণ করে হাহাকার।
দুই দলে মহারণ ভীষ্মের সংহার॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

ইতি ভীষ্মপর্ব্ব সমাপ্ত। যথাদৃষ্টং ইত্যাদি। ইতি ১২৬৬ সাল তাঃ ১৫ পৌষ। লিখিতং শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত সাং সীতামুড়ি।

——

১১৮। দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৭১। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩২ সাল।

আরম্ভ,—

৶৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। শ্রীব্যাসদেবায় নমঃ। নারায়ণং নমস্কৃত্য ইত্যাদি।

মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের তনয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ করি মারি সেনাগণ।
আপন ইচ্ছায় ভীষ্ম হইলা পতন॥
মহানাদে রোদন করয়ে সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিলা দুর্য্যোধন॥
ভীষ্মের পতনে কর্ণ হয়্যা ভয়মন।
হৃদয় কম্পিত হৈয়া বসিল তখন॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

এত শুনি সাত্যকি ডাকিল ভীমসেনে।
সাবধান হঞা যুদ্ধে থাকিবে আপনে॥
ভীম স্থানে যুধিষ্ঠির করি সমর্পণ।
রাজার নিকটে রহ যত যোদ্ধাগণ॥
সাবধান হঞা সবে থাকিবে হেতাই।
পুনরপি আসি যেন যুধিষ্ঠিরে পাই॥
ভীম বলে যাহ তুমি অর্জ্জুনের তথা।
রাজার কারণে তব নাহি কোন কথা॥
এত শুনি সাত্যকি উঠিল রথোপরে।
এক রথে যায় বীর নির্ভয় অন্তরে॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

দ্রোণপর্ব্ব পুণ্য কথা ভগদত্ত বধে।
কাশীরাম বিরচিল গোবিন্দের পদে॥

শেষ,—

পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার।
সবে বলে গুরু আজ হইল সংহার॥
রত্ন সিংহাসনে বসি ধর্ম্মের নন্দন।
ভাইগণ সঙ্গে বসে সব সেনাগণ॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয়ের সদনে।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হৈল সমাধানে॥
এইখানে রহিল আজি ভারত কথনে॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীরাজবল্লভ দাস বৈশ্ব। সাং বসন্তপুর সন ১২৩২ সাল তাঃ ১৮ আষাঢ়। সন্ধ্যাকে দুই চারি ঘড়ি থাকিতে সম্পূর্ণ হইল। ইতি। হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধু ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ সহায়। শ্রীগুরু সহায়।

——

১১৯। স্বর্গ আরোহণ পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৩২। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—২৯ বৈশাখ (সনের উল্লেখ নাই—অনুমান ১২০০ সাল)।

আরম্ভ,—

৶৭শ্রীহরি। অথ স্বর্গ আরোহণ লিখ্যতে।
তবে জন্মেজয় রাজা আনন্দিত হঞা।
মুনিগণে জিজ্ঞাসিল বিনয় করিয়া॥
পিতামহগণ এক শুনিতে অমৃত।
তব মুখে আমি প্রভু হইলাম পবিত্র॥

কিরূপে গেলেন স্বর্গ পঞ্চ সহোদর।
বিস্তারিয়া সেই কথা কহ মুনিবর ॥
মুনি বলে শুন রাজা কথা পুরাতন।
কিরূপে গেলেন স্বর্গ ধর্ম্মের নন্দন ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

বিনা যুদ্ধে তোমা সবার অব্যাহতি নাই।
স্বর্গপথ রুদ্ধ কোথা যাহ পঞ্চ ভাই ॥
এত বলি মেঘনাদ উপহাস করে।
চন্দ্র সূর্য্য যেন মত রাহু গ্রাস করে ॥
না শুনিয়া পাণ্ডব যাইয়া মৌনব্রতে।
চারি ভাই চলিলেন রাজার সম্মতে।
হেনকালে মেঘনাদ হঞা ক্রোধযুত।
দ্রৌপদীর কেশ ধরি লইল তুরিত ॥ ইত্যাদি।

শেষ,—

সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করি সাধু জন।
অনুক্ষণ কর মহাভারত স্মরণ ॥
লক্ষ ধনু সুবর্ণ মণ্ডিত করি ক্ষুরে।
পুণ্যতীর্থ দান করি দিলেন দ্বিজেরে ॥
তাহার সহস্র ফল ভারত স্মরণ।
ভক্তিভাবে শুনিলে পাইবে নারায়ণ ॥
ভারত-পঙ্কজরবি মহামুনি ব্যাস।
স্বর্গপর্ব্ব শুনিয়া রচিল কাশীদাস ॥

ইতি স্বর্গারোহণপর্ব্ব লিখ্যতে ॥ যথা দিষ্টং ইত্যাদি লিখিতং শ্রীবংশীবদন দাসগুপ্তস্য। সাং বসন্তপুর। সমাপ্ত করিলাম দরজায় বসে ॥ তাং ২৯ বৈশাখ।

১২০। শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৬৪। সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল—১২২৬ সাল।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ। অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে ॥
জ্ঞাতিশোকে বিকল হইয়া যুধিষ্ঠির।
অবিশ্রান্ত ধারা বহে নয়নের নীর ॥
ক্রন্দন করিয়া বলে পাণ্ডবের পতি।
বসুমতী শাসিতে না লয় মোর মতি ॥
জ্ঞাতিশোকে নৃপতি যাইতে চাহে বন।
শান্ত করিবারে আইল যত মুনিগণ ॥
বশিষ্ঠ নারদ পরাশরের নন্দন।
যার যেই আসনে বসিলা মুনিগণ ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

কোথায় নিবাস কিবা নাম সবাকার।
কি হেতু দেখিএ মূর্ত্তি বিকৃতি আকার ॥
এত শুনি পঞ্চ প্রেত বলএ বচন।
অরণ্যে নিবাস মোরা শুন তপোধন ॥
সূচীমুখ নাম মোর বিখ্যাত জগতে।
সিমুখ ইহার নাম আছিলা বিখ্যাতে॥
ইত্যাদি।

শেষ,—

মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
যেবা গায় যেবা পড়ে করে যে শ্রবণ।
তাহারে প্রসন্ন হয় দেব জনার্দ্দন ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালি ॥

ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ যথাদৃষ্টং ইত্যাদি ॥ লিখিতং শ্রীরামলোচন দেবশর্ম্মণঃ। সাকিম গোপালপুর। আদরস শ্রীসনাতন গরাঞী সাকিম মহুলপুর। সন ১২২৬ সাল তারিখ ২৪ আশ্বিন রোজম শুক্রবার তিথি পঞ্চমি। বেলা দেড় প্রহরের সময় সমাপ্ত হইল।

১২১। অনুভাব।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ (১২০ সংখ্যক পুথির সহিত একত্র আছে) পত্রসংখ্যা—১। ইহাতে বৈষ্ণব অলঙ্কার-শাস্ত্রের এক অধ্যায়ের একাংশ সূচী মাত্র বর্ণিত আছে।

আরম্ভ,—

অথোনুভাবং ॥

হাব ভাব হেলা। শোভা কান্তি দীপ্তি। মাধুর্য্য পৌগণ্ডতা ঔদার্য্য। ধৈর্য্য লীলা বিলাস। বিহ্বোক বিচ্ছিত্তি কিলকিঞ্চিত। মোট্টায়িত কুট্টিমত বিহ্বোক। ললিত বিকৃতি। ২০।

ঈষত চপল চক্ষু পরম সুন্দর।
ভাব করি কহি তারে শুন সাধুবর ॥ ১ ॥
তিজ গ্রীবা বক্র নেত্র প্রকাশ সুলোচনা।
হাব করি কহি তারে শুন সাধু জনা ॥ ২ ॥
কুচ স্ফুরণ পুলকিনি নিবি স্খলন।
হেলা অনুভাবে এই শুনহ লক্ষণ ॥ ৩ ইত্যাদি।

১২২। মুষলপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—১০। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২০০ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥ মুষল পর্ব্ব লিখ্যতে।

হস্তিনাপুরেতে বৈসে রাজা ধর্ম্মরায়।
পুত্রের অধিক করি......পূজায় ॥
নিরবধি যজ্ঞদান করে নরপতি।
নৃত্য গীত নানা বাদ্য......নিতি ॥
বীণাবংশী মুরুলী বহুত শঙ্খনাদ।
পটহ মৃদঙ্গ বাজে নাহি অবসাদ ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

কৃষ্ণের বচনে পার্থ রথেতে চড়িয়া।
ব্রহ্মার গাণ্ডীবখান করেতে লইয়া ॥
অক্ষয় কবচ তূণ রথেতে তুলিল।
কপিধ্বজ রথে পার্থ আলিঙ্গন কৈল ॥
সারথি হইয়ে রথে চলিল আপনি।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় চলে কম্পিত মেদিনী ॥

শেষ,—

বিজয় পাণ্ডবকথা শুনহ সদাই।
ইহলোক পরলোক সকল এড়াই ॥
মুষল পর্ব্বের কথা হইল সমাধানে।
শুন জন্মেজয় রাজা আনন্দিত মনে ॥
কাশীরাম দাস কহে অমৃত সমান।
ইহকালে পরকালে সখা নারায়ণ ॥
একমন হয়া যত শুনহ ভকত।
এত দূরে মুষল পর্ব্ব হইল সমাপ্ত ॥
ইতি মুষল পর্ব্ব সমাপ্ত ॥ যথাদিষ্টং ইত্যাদি।

সন ১২০০ সাল তাঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ।

১২৩। অশ্বমেধ পর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

খণ্ডিত। কয়েকটি মাত্র পত্র আছে। শেষ পত্রসংখ্যা—৯৪।

১২৪। বনপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

খণ্ডিত। কয়েকটি মাত্র পত্র আছে। শেষ পত্রসংখ্যা—৪৩।

১২৫। সাধন-নিরূপণ।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

গদ্যপদ্যময় গ্রন্থ। পত্রসংখ্যা—৩; সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ। লিপিকাল—১১৯৯ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীহরি।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ-চরণ।
যার কৃপালেশে হয় বাঞ্ছিত পূরণ ॥
তবে বন্দো সাবধানে বৈষ্ণব গোসাঞী।
কৃষ্ণধন প্রেম দিতে আর কেহ নাই ॥
শ্রীরূপ গোসাঞী বন্দো করিয়া যতন।
রাধিকার শক্তি সঞ্চায় কৃষ্ণের জীবন ॥ ইত্যাদি।

মধ্য—,

কোন কোন তিন মত। তাহার বিবরণ। সিদ্ধ সাধক প্রবর্ত্তক।৩।

আগে উপাসনা হয় সিদ্ধের লক্ষণ।
উপাসনা হয় এক কৃষ্ণের মনন॥

কৃষ্ণের উপাসনা হয় কোন কোন তিন অক্ষর। রাধিকা। স্মরণ পরশ। নাম। কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ রাধে কৃষ্ণ। লীলা কাকে বলি। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা। গৌরলীলা। রূপ কি। শ্রীযুতে তার সুবর্ণ কান্তি। পদ্মনাভ কান্তি। কান্তি কি। অতি কুমার বয়স। পঞ্চম পঞ্চধা কি কি। গুণ রস পঞ্চধা হয়।

অক্ষরের শেষ,—

নানা বর্ণ ধরে সেই মধ্যম অক্ষর।
শ্রবণে হয় কত দিনে এ বীজ অক্ষর॥

শেষ,—

সংসারে অনাশক্তি। পরমার্থে আশক্তি। অবতার অবতারী জ্ঞান। নাম নামী ভেদ। পরমার্থ আদি জ্ঞান। হরিবাসর। মন মানা। জন্মযাত্রা প্রতিপালন। আশ্চর্য্য মাধুর্য্য ভেদ। পঞ্চ রস জ্ঞান। মাদক দ্রব্যাদি ত্যাগ। রাধাকৃষ্ণ…… আস্বাদন। রাগ সাধন। সম্বন্ধ বিধেয়। প্রভুজন জ্ঞান। ভাবনিষ্ঠা। ইষ্টনিষ্ঠা। সাধন নিরূপণ। প্রাপ্তি বর্ণভাস সম্পূর্ণ॥ * * * ইতি ১১৯৯ সাল তাঃ ১৪ ভাদ্র।

যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লিখনদারের দোষ নাস্তি।
পঞ্চানন রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥

☞ এই গ্রন্থখানি এবং পরবর্ত্তী ১৩৫ পর্য্যন্ত গ্রন্থগুলি একটি ভদ্র গৃহস্থের গোশালায় একটি ঝুড়ির মধ্যে গোময়-লিপ্তাবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

১২৬। চৈতন্যচরিতামৃত—অন্ত্য খণ্ড।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পত্রসংখ্যা—২৫ ; প্রথম ১৫ পত্র নাই। লিপিকাল অনুল্লিখিত (অনুমান দেড় শত বর্ষ পূর্ব্ব)।

শেষ পত্র,—

শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পিলে সফল এই শ্রম॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্য খণ্ডে শিক্ষা-শ্লোকার্থাস্বাদনং বিংশতি পরিচ্ছেদ॥………অথ পরিচ্ছেদ জ্ঞায়। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি বিংশতি॥ শ্রীশ্রীসমাপ্ত॥ ইহ পুস্তক শ্রীখেলারাম দাস শুসমাপ্ত॥

১২৭। রাসলীলা গ্রন্থ পয়ার।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

মাত্র একটি পত্র পাওয়া গিয়াছে।

আরম্ভ,—

শ্রীরাম॥ অথ রাসলীলা।

ফণীন্দ্রনন্দিনীকূলে কদম্বের বন।
তাহে বসিলেন বল্লভ বধূর প্রাণধন॥
শোভে শরৎকাল সুন্দর শর্ব্বরী সুধাকর।
যাহে ষোল কলা সহিত সম্পূর্ণ শশধর॥
যত বৃন্দাবনে বৃক্ষবল্লী প্রফুল্ল হইল।
সব জল স্থলে সহস্র চন্দ্রিকা প্রকাশিল॥
বহে গন্ধ-বায়ু পুষ্পগন্ধ সহ প্রতি বনে।
বৈসে প্রতি পুষ্পে মধুকর মত্ত মধুপানে॥
কত কোকিল কাকলি করি কণ্ঠে গায় গীত।
যার ধ্বনি শুনি মুনির মন মদনে মোহিত॥
কত ময়ুর ময়ূরী নাচে মদনে মাতিয়া।
নাচে প্রাণপ্রিয়া সঙ্গে রঙ্গে পুচ্ছ পসারিয়া॥

শেষ,—

তখন শ্যামের সঙ্গে সুখে রঙ্গে মাতিল অঙ্গনা।
সভে আনন্দে উল্লাসে ভাসে পাসরে আপনা॥
সেই ব্রজবধূমধ্যে বিধুমুখী এক নাগরী।
যার রূপে গুণে ত্রিভুবনে তুল্য দিতে নারি॥

যার মনোরমা গুণে অনুপমা অঙ্গ সম সমা।
নহে শচী লক্ষ্মী সাবিত্রী শঙ্করী সত্যভামা॥
তার অগণিত গুণগণ কে কহিতে পারে।
যার অঙ্গসঙ্গ মনোরঙ্গ কৃষ্ণ বাঞ্ছা করে॥
সেই রমণিমণ্ডলি হরি করি অন্তর্ধান।
হরি তার সঙ্গে মনোরঙ্গে করিলা পয়াণ॥

১২৮। ভাগবতামৃত গ্রন্থে রামায়ণ।

রচয়িতা—মাধবেন্দ্র দ্বিজ।

এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব গ্রন্থখানির ৭ হইতে ১৩ পত্র এক ভদ্র গৃহস্থের গোশালায় পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থকার বীরভূম মধ্যে বোলপুর থানার অধীন পাঁড়ুই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

সপ্তম পত্রের শেষে ভণিতা এইরূপ,—

এ সব কহিলা শুকদেব মহাশয়।
শুনি রাজা পরীক্ষিত আনন্দ হৃদয়॥
রাজা বলে মহামুনি কহ আরবার।
তোমার প্রসাদে গোসাঞী তরি এ সংসার॥
পুনরপি রাজা বলে হইয়া আনন্দ।
নবম স্কন্ধের কথা কহ মকরন্দ॥
এই কহিল রাজা গজেন্দ্র-মোক্ষণ।
বামনচরিত্র কথা করহ শ্রবণ॥
ভনে দ্বিজ মাধবেন্দ্র ভাগবতসার।
শ্লোক ভাঙ্গি এই গ্রন্থ করিল পয়ার॥

ইতি শ্রীভাগবতামৃতে গজেন্দ্রমোক্ষণকথনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্যত্র ভণিতা,—

(১) ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র পাঁড়এ নিবাস।
ভাগবতভাষা কৈলা পয়ারে প্রকাশ॥

(২) ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র পাঁড়এ নিবাস।
শ্লোক ভাঙ্গি ভাষাছন্দে করিল প্রকাশ॥

(৩) ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র লিখিল ত্রিপদি ছন্দ
রামামৃতকথা উপাখ্যান।
দেবী সরস্বতী বরে লিখি শাস্ত্র অনুসারে
যেমত আছএ মোর জ্ঞান॥

শেষ পত্রের শেষ,—

জুড়িল সে বাণ বীর ডাকে ঘোর রবে।
লব বীর জানিল অব্যর্থ বাণ তবে॥
শুন শুন বলি লব ডাকিছে ভয়েতে।
ভয় পায়া ডাকি ভাই আইস সত্বরেতে॥
কিন্তু বীর বট তুমি শুনি লোকের ঠাই।
যুদ্ধে পরাভব হৈলে যুদ্ধ জিনি নাই।
সাহস করিয়া বলে লব মহাবীর।
না পালাহ ওরে বুড়া রণে হও স্থির॥
সতী পতিব্রতা যদি মাতা মোর হয়।
তবে ত তোমার বাণ কাটিব নিশ্চয়॥
এতেক বলিয়া বীর এড়িলেক বাণ।
শত্রুঘ্নের বাণ কাটি কৈল খান খান॥
অর্দ্ধখানা বাণ তার পড়িল ভূমিতে।
আর অর্দ্ধখানা গেল লবেরে মারিতে।

১২৯। লবকুশের যুদ্ধ-কবিতা।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

প্রথম ও ১৫ হইতে পত্রগুলি নাই। গ্রন্থে অধ্যায়গুলি বিভক্ত নাই; সুতরাং কুত্রাপি ভণিতা পাওয়া গেল না।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ এইরূপ,—

তখন স্বর্গে মর্ত্তে পাতালে উঠিল জয়ধ্বনি।
শুনে আনন্দিত……জনকনন্দিনী॥
সেথা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীগণ দেয় করতালি।
তারা আশীর্ব্বাদ করেন মাথে দিয়া পদধূলি॥
বলেন চিরজীবী হইয়া থাক ভাই দুই জন।
তোমরা দুষ্টের দমন কর শিষ্টের পালন॥
যার তপন জিনিয়া তেজ হবে গুণধাম।
বলি আজি হতে ইহাদের লবকুশ নাম॥

এই মতে দুটি শিষ্য বাড়ে দিনে দিনে।
কত অস্ত্র-শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করান মুনিগণে ॥
ইত্যাদি।

অন্যত্র,—

তখন দুটি ভাই দেখে আনন্দিৎ হলেন রাম।
তার ক্রোধ সব দূরে গেল জিজ্ঞাসেন নাম ॥
বলেন তোমার ভাবে পাই দুটি ভাই বট সহোদর
তোমরা কার পুত্র কোথা থাক কোন দেশে ঘর ॥
শুনে লব বলে এ কথাটা উপযুক্ত নয়।
হে গো তুমি থাকিতে আমি কেনে দিব পরিচয় ॥
তুমি কোন্ রাজার পুত্র বট কোন্ দেশে ঘর।
তোমার কটি পিতা সত্য বল কটি সহোদর ॥
তুমি ধার্ম্মিক পুরুষ বট ধর্ম্ম আছে ঘটে।
তুমি বালীকে মেলে চোরা বাণে অল্প কথা বটে ॥
তুমি সত্যবাদী বট গোসাঞী মিথ্যাবাদী নয়।
তোমার জননীর কটি পতি সত্য করি কয় ॥
শুনে বলেন রাম উত্তর করিতে আমি পারি।
দেখ পাবক ছিলাম আমি তুমি কৈলে বারি ॥
আজি শত লক্ষ যদি মোরে কর অপমান।
তবু তোমাদের কথা বাসি অমৃত সমান ॥

চতুর্দ্দশ পত্রের শেষাংশ,—

বাণি শুন রাম গুণধাম নিবেদন করি।
প্রভু সঙ্গে করি লয়্যা চল জনকঝিয়ারি ॥
নইলে স্বর্গ…পৃথিবী পাঠাব রসাতলে।
শুনে কম্পিত হইল রাম পদ নাহি চলে ॥
শুনে মুনি বলে হনুমান শুন মোর বাণী।
আমি পশ্চাতে লইয়া যাব জনকনন্দিনী ॥
এখন জানকীরে গিয়া বাছা কর দরশন।
বাছা অচিরে হউক তোমার বাঞ্ছিত পূরণ ॥
মুনির আজ্ঞা পেয়া গেল ধেয়া পবননন্দন।
তখন…দেখি সীতা দেবী করেন রোদন ॥

——

১৩০। বিদগ্ধ মাধব।

রচয়িতা—যদুনন্দন দাস।

পত্রসংখ্যা—১৩৩। কেবল মাত্র প্রথম পত্রটি নাই। লিপিকাল—১২০০ সাল। সংস্কৃত বিদগ্ধ-মাধব নাটকের ভাষানুবাদ।

দ্বিতীয় পত্রের আরম্ভ,—

দেব বিদ্যাগণে যেই উপলব্ধ কাম।
আমি নাটকের কিবা করি অনুষ্ঠান ॥
সূত্র করি বৃথা কেন কর শঙ্কাগণ।
দোষ নাহি দেখি কিছু সুবিদ্বান জন ॥

যথা রাগ,—

সাধুগণ যেই রীতি আত্মদুঃখে দুঃখ অতি
না গণএ স্বভাব তাহার।
পরদুঃখে দুঃখ হয় নিজ স্তবে লজ্জা হয়
মানে যেন দুরতি আচার ॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

অতিশয় স্তবে প্রেম তটস্থতা করে।
ক্রমে যেঞা হৃদিব্যথা করএ প্রচারে ॥
পরিহাস নিন্দায় করে অতি সুখ।
সদা বাড়ে প্রেম রতি না হয় বিমুখ ॥
দোষে ক্ষয় নহে প্রেম গুণে না বাড়য়।
কোন যে রসিক প্রেম স্বাভাবিক হয় ॥
সেই প্রেমলীলা হয় অতি চমৎকারি।
রাধিকা মাধবে মাত্র দেখিএ বিচারি ॥
ইত্যাদি।

শেষ,—

বিদগ্ধ মাধবে এই রাধাকৃষ্ণলীলা।
পড়ে শুনে যেই জন তার বিহার সে লীলা ॥
কোটী জন্মের থাকে যদি পাপের পসার।
সেই ত নিধৃত হয় প্রেম হয় সার ॥

ইতি শ্রীবিদগ্ধমাধবে রসকদম্বে গৌরীতীর্থ-বিহার নাম সপ্তম অঙ্ক ॥

যত্নেন লিখিতং গ্রন্থ যঃ চৌরয়েৎ পুস্তকং।
মাতা চ শুকরী তস্য পিতা ভবতি গর্দ্দবঃ॥

লিখিতং শ্রীপঞ্চানন রুদ্র সাকিম লম্বোদরপুর মোং দক্ষিণদ্বারি ঘর। শুক্রবার বেলা ৪ দণ্ড থাকিতে সমাপ্ত হইল। সন ১২০০ সাল তাঃ ৩রা ভাদ্র। চাকলে বীরভূম জমীদারী শ্রীযুত মহম্মদজ্জমা খাঁ। কিটিন সাহেব............।

১৬১। পদাবলী।

রচয়িতা—গোবিন্দ দাস ও নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—৬। লিপিকাল—অনুল্লিখিত। অতি অশুদ্ধ লিপি।

আরম্ভ,—

যাকর চরণ- নখর মণি রঞ্জিত
তহি বিমুরছে কোটী কাম।
সো হাম পদে ধনি লোটায়ল
পালটি না হেরিল হাম॥
সখি হে কি মোর করম অভাগী।
ব্রজকুল-নন্দন- চান্দ উপেখলু
দারুণ কি লাগি।
কি তব দিঠ মিঠ চরণামৃতে কত রূপে
সাধল নাহ।
সো হাম প্রবেশ মূলে নাহি আনল
ধরে মুঝে দারুণ দাহ॥
কৈছে হৃদয় করি পন্থ নেহারই হরি
সোও মন ঝোর।
গোবিন্দদাস কহে শুন বর সুন্দরি
কানু রহেত অতি দূর॥

১৩২। পদাবলী।

রচয়িতা—বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—১ (কীটদষ্ট)।

আরম্ভ,—

মন্দির বাহির স্থল অতি সুন্দর
তহি শেজ অনুপাম।
বিচিত্র সিংহাসন পাট পটাম্বর
লম্বিত মুকুতার দাম॥ ইত্যাদি।

১৩৩। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—৭। অতি অস্পষ্ট ও অশুদ্ধ লিপি। প্রথম পত্র নাই এবং ৭ম পত্রের পর খণ্ডিত।

ভণিতা,—

এত শুনি রহে সিংহ গর্ব্বের উপরে।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায় সখা দামোদরে॥

শেষ—

রাজা বলে কহ কহ অপূর্ব্ব কথন।
শুনিতে স্বর্গসুখ পাপ বিমোচন॥
কহ দেখি দ্রৌপদীর কি গতি হইল।
কি মতে গোবিন্দ তারে রক্ষা যে করিল॥

১৩৪। খড়ি আর্য্যা।

রচয়িতা—অজ্ঞাত।

পত্রসংখ্যা—১।—শুভঙ্করীর আর্য্যা লিখিত আছে।

১৩৫। চাণক্য শ্লোক।

অনুবাদক—অজ্ঞাত।

খণ্ডিত ও কীটদষ্ট পুথি—৫ ও ৬ পত্রের কতকাংশ করিয়া আছে।

১৩৬। অভামঙ্গল বা চণ্ডী।

রচয়িতা—মুকুন্দরাম কবিকঙ্কণ।

খণ্ডিত। মাত্র ১১, ২৫, ৩৬ ও ৩৯ পত্র আছে।

১৩৭। গীতগোবিন্দ।

অনুবাদক—অজ্ঞাত।

খণ্ডিত। মাত্র ২২ ও ২৩ পত্র আছে। মূল শ্লোক ও পয়ারানুবাদ আছে।

২২ পত্রের প্রথম,—

অস্যার্থ

তবে সখি পুনর্ব্বার কহে কৃষ্ণস্থানে।
তোমায় না দেখিলে রাধা অতি দুঃখ মানে॥
আরাম বিপিন প্রায় হইল তাহার।
প্রিয় সখীগণ সব জানের আকার॥
অতিতাপে অতি শ্বাস বহে নিরন্তর।
দহনের সব জ্বালা কলাপ বিস্তর॥
কন্দর্প যমের প্রায় করিছে আচার।
শার্দ্দূল বিক্রম তেহ করে বার বার॥
হরিণী সমান তার নয়ন চঞ্চল।
চারি দিকে নেহারিতে ঝরে আখিজল॥

২৩ পত্র শেষ,—

ব্রজজনহৃন্থ তুমি হস্ত পরশিলে।
ব্যাধি হৈতে মুক্ত রাধা হয় সেই কালে॥
যদি তারে সুস্থ নাহি কর হস্ত ধরি।
ইন্দ্র-বজ্র হৈতে তুমি কঠিন বিচারি॥

১৩৮। প্রসাদ-চরিত্র বা গোবিন্দমঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

পঞ্চম পত্রের পর খণ্ডিত। প্রাচীন গ্রন্থ।

আরম্ভ,—

শ্রীরাধাকৃষ্ণাভ্যাং নমঃ। প্রসাদচরিত্র লিখ্যতে॥

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দ-চরণ।
অজ্ঞান-তিমির নাশ কৈল যেবা জন॥
কিবা জেনে শুনে কৃষ্ণনাম না কর ভজন।
পুনঃ পুনঃ হয় জীবের গর্ভের যন্ত্রণ॥
একবার জনমিয়া আর বার মরে।
তথ্যপিহ কৃষ্ণনাম ভজন না করে॥
থাকিয়া জননীগর্ভে পায় দারুণ ব্যথা।
তখন জীবের মনে পড়ে সপ্ত জন্মের কথা॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

ভাল ভাল বলিয়া দৈত্যপতি সায় দিল।
যণ্ডামার্ক প্রসাদেরে কহিতে লাগিল॥
মরণ নিকটে যেন না থাকে ঔষধ।
ক্রোধে দৈত্যপতি তোমা করিবেন বধ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম তুমি পাশরিতে নার।
হেদে রে পাপিষ্ঠ কেন কৃষ্ণ ভজে মর॥
হাতে ধরি প্রসাদেরে বসাইল কাছে।
শাস্ত্রে প্রশংসা করে কৃষ্ণ বলে পাছে॥

পঞ্চম পত্রের শেষ,—

রাধাকৃষ্ণ বলিয়া ডাকে হইয়া বিমরিষ।
আজ্ঞা দিল রাজা তারে খাওয়াইতে বিষ॥
ভক্ত বলে রাখ কৃষ্ণ পাছে ধরে গলা।
কোথা আছ এইবার রাখহ এই বেলা॥
বিষ জীর্ণ কৈল শিশু অনন্ত স্মরণে।
তাহা দেখে নৃপতি চিন্তিত মনে মনে॥
হরিকথা শ্রবণে অশেষ পাপ নাশে।
গোবিন্দমঙ্গল গীত গান কৃষ্ণদাসে॥

১৩৯। সুদামা-চরিত্র বা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।

রচয়িতা—পরশুরাম দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—৬। সম্পূর্ণ, প্রথম পত্র কীটদষ্ট।

দ্বিতীয় পত্রে,—

পুরাণে শুনেছি তিহো দয়াল ঠাকুর।
তোমারে দেখিয়া ধন দিবেন প্রচুর॥
ব্রাহ্মণীর এত বাক্য শুনিয়া ব্রাহ্মণ।
হাসিয়া বলিল প্রিয়ে শুনহ বচন॥

গুরুকুলে কৃষ্ণ সঙ্গে পড়িতাম যখন।
সখা বলি কৃষ্ণ মোরে বলিত তখন॥
আজ তিঁহ লক্ষ্মীকান্ত দ্বারকা নগরে।
আর নাকি তার মনে পড়িবে আমারে॥
কি বা তার ভাই বন্ধু কি বা তার সখা।
এত ভাগ্য হবে প্রিয়ে পাব তার দেখা॥
অখিল ভুবনপতি-শিরোমণি সে।
কেন মোরে ধন দিবে আমি তার কে॥
ব্রাহ্মণী শুনিয়া এত স্বামীর উত্তর।
হাসিয়া বলেন শুন প্রাণের ঈশ্বর॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

(১) শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অতি সুধারাশি।
গান দ্বিজ পরশুরাম কৃষ্ণ অভিলাষী॥
(২) দ্বিজ পরশুরামে গায় পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার॥

মধ্য,—

শুন শুন ভক্ত সব শুন একমনে।
সুদামের খুদ খাইল প্রভু নারায়ণে॥
তবে সুদামা বিপ্র হরিষ অন্তরে।
আনন্দে শয়ন কৈল কৃষ্ণের মন্দিরে॥
রজনী প্রভাত হইল উঠিল ব্রাহ্মণ।
গোবিন্দ সহিত কৈল প্রেম-আলিঙ্গন॥
বিপ্র বলে ওহে সখা যাই আমি বাসা।
জন্মে জন্মে না ছাড়িহ চরণের আশা॥
এতেক বলিয়া বিপ্র হইল বিদায়।
প্রণাম করিল কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পায়॥

শেষ,—

এত ধনে মত্ত নহে সুদামা ব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ মনে করে গোবিন্দচরণ॥
একচিত্তে চিন্তে মনে প্রভু নারায়ণ।
শুন শুন উক্ত সব হঞা একমন॥
সুদামের দারিদ্র্য ভঞ্জিলা নারায়ণ।
কহিল অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্ব জন॥

ইতি সুদামাচরিত্র সমাপ্ত। যথা দৃষ্টং ইত্যাদি লিখিতং শ্রীভীমচন্দ্র মণ্ডল সাং বাতাসপুর। মোকাম চণ্ডীনগর। সন ১২৭২ সাল তাং ২৬ শ্রাবণ।

১৪০। দণ্ডী রাজার উপাখ্যান।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

২০ পত্রের পর খণ্ডিত। সুস্পষ্ট লিপি।

আরম্ভ,—

৴৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ শরণ। শ্রী৺সিদ্ধিদাতা গণেশ। অথ দণ্ডী রাজার উপাখ্যান লিখ্যতে।

প্রথমে বন্দিব গুরু গোবিন্দচরণ।
অজ্ঞান-তিমির ধ্বংস কৈল যেই জন॥
ভারতের পূর্ণকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে পাতকী খণ্ডে পরলোকে তরি॥

* * * *

এক দিন দুর্ব্বাসা মুনি মনের ইচ্ছায়।
কৌতুক দেখিতে মুনি ইন্দ্রপুরে যায়॥
মুনিকে প্রণাম কৈল সহাস্য লোচন।
পাদ্য অর্ঘ দিল বসিবারে সিংহাসন॥
মুনিকে পুছেন ইন্দ্র আনন্দিত হঞা।
হেথা আগমন প্রভু কিসের লাগিঞা॥
মুনি বলে হইল ইচ্ছা কৌতুক দেখিতে।
অতএব আসিয়াছি তোমার সাক্ষাতে॥
ইত্যাদি।

২য় পত্রে,—

দূত বলে দণ্ডী রাজা শুন মোর কথা।
সত্য কথা মিথ্যা হেন না বল সর্ব্বথা॥
নারদ কহিছেন কথা গোবিন্দের স্থানে।
সেই তুরঙ্গিনী তুমি পাইয়াছ বনে॥
কি কারণে কর রাজা মিথ্যা প্রবঞ্চনা।
কৃষ্ণকে কল্পনা কর না বুঝ আপনা॥
কৃষ্ণ আমায় কহিলেন শুন নরপতি।
তুরঙ্গিনী নাহি দিলে হবে বিপরীতি॥

অতএব আপনার রক্ষা যদি চাহ।
তুরঙ্গিনী লইয়া কৃষ্ণের আগে যাহ॥
এমত দূতের বাক্য পুনশ্চ শুনিয়া।
উত্তর দিলেন রাজা ক্রোধমন হয়া॥ ইত্যাদি।

২০ পত্রের শেষে,—

হিরণ্যকশিপু দৈত্য হৈল তার পরে।
কশ্যপ-ঔরসে জন্ম দিতীর উদরে॥
সে পুন জন্মিয়া শীঘ্র ইন্দ্রে খেদাইল।
বহু কাল ইন্দ্রপুরে অসুর আছিল॥
তাহার তনয় হইল প্রসাদ যে নাম।
বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণব পরম গুণধাম॥
অসুরের ধর্ম্ম বিষ্ণু নিন্দার বিষয়।
পুত্রেরে বৈষ্ণব দেখি বড় ক্রোধ হয়॥
মারিবারে চেষ্টা কৈল অনেক প্রকার।
গোবিন্দ প্রসাদে মৃত্যু না হইল তার॥

১৪১। চৈতন্যচরিতামৃত—মধ্য খণ্ড।

রচয়িতা— কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

খণ্ডিত। মধ্য খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত আছে। প্রাচীন লিপি।

১৪২। পদাবলী।

পদকর্ত্তাগণ—চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, যদুনন্দন-দাস, লোচনদাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—২। অতি অশুদ্ধ লিপি। চণ্ডীদাসের একটি পদ এই,—

এক ব্রহ্মাণ্ড ভুবন তিন।
তাহাতে বৈসে পুরুষ ভিন॥
দশ দিক্ জয় পবনে বন্দ।
অকুলে পবনে বহিছে মন্দ॥
শতদল সেবি নিগুণ বায়।
একই পিরীতে খিরোদ ধায়॥
মধ্যে পুর রয় কোমল ফুল।
তাহাতে বৈসে ভজককুল॥
রতির আশ্রয় রতি সে মিলে।
গোপনে রাখিবে ভজন ফলে॥
চণ্ডীদাসে কয় এই সে সার।
বুঝিয়া দেখ সে য়োদর (?) পার॥

১৪৩। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—চন্দ্রশেখর।

পত্রসংখ্যা—১। পদসংখ্যা ১।

১৪৪। পদাবলী।

পদকর্ত্তৃগণ—নরোত্তমদাস, কৃষ্ণদাস, বৈকুণ্ঠদাস ও রঘুনাথদাস প্রভৃতি।

পত্রসংখ্যা—২। লিপিকাল ১২২৪ সাল।

১৪৫। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—গোবিন্দদাস।

পত্রসংখ্যা—১।

১৪৬। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—হরিনাথ, দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—১।

কি করিলি শ্যামেরে দেখালি
আর মোর প্রাণ পরবশ কলি। ধ্রু॥
শ্যামের মুরলীস্বরে চিতে না ধৈরজ ধরে
কুল নিঞা প্রাণে দাগা দিলে॥
যেখানে দেখিলাম সেইখানে প্রাণ দিলাম
অকলঙ্ক কুলে দিলে কালি॥
দ্বিজ হরিনাথে ভনে পিরীতি শ্যামের সনে
এত কেনে মোহন মুরুলী।

১৪৭। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—নরোত্তম দাস।

পত্রসংখ্যা—১।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ ॥

হরি হরি বড় শেল মোর মনে রহিল।
পাইয়া দুর্লভ তনু শ্রীগুরুচরণ বিনু
ইহজন্ম বিফল হইল ॥
চৈতন্য নিতাই হরি নবদ্বীপে অবতরি
ভুবন ভরিঞা প্রেম দিল।
মূঢ় পামর মতি বিষয়ে নবোধ অতি
তেই মোরে করুণা না হল্য ॥
স্বরূপ শ্রীরূপ সাথ সনাতন রঘুনাথ
তাহাতে না হলো রতি মতি।
চিন্তামণি যার নাম বৃন্দাবন রসধাম
হেন স্থানে না হল্য বসতি ॥
বিষয়ে বিষম মতি বৈষ্ণবে না হলো রতি
অনুক্ষণ খেদ উঠে মনে।
নরোত্তম দাস কয় জীবার উচিত নয়
শ্রীগুরু বৈষ্ণব সেবা বিনে ॥

১৪৮। নিস্তার রত্নাকর।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—৭, সম্পূর্ণ গ্রন্থ।

লিপিকাল ১২৭২ সাল।

প্রাচীন হস্তলিখিত পুথির সঙ্গে, প্রাচীন পুথির আকারে ও রচনা-ভঙ্গিতে লিখিত এই খৃষ্টানী পুথিখানি দেখিয়া, খৃষ্টান পাদ্রীগণের চেষ্টা ও সন্ধানের প্রাসর্য্যে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পূর্ব্বে লোকে গ্রামে গ্রামে প্রাচীন পুথি অতি আগ্রহ ও যত্ন সহকারে পাঠ করিত—তাই খৃষ্টানেরা প্রাচীন পুথির আকারে তাহাদের 'সুসমাচার'গুলি লিখিয়া গ্রামে গ্রামে প্রচারের চেষ্টা করিয়াছিল!

আরম্ভ,—

শুন হে জগৎস্থ লোক শুন এক মনে।
ঘোর পাপ নিস্তার হে পাইবা কেমনে ॥
তাহার উদ্দেশ করে নাহি কোন জন।
করয়ে সতত শ্রম সংসার কারণ ॥
অলীক সংসার জান নাহি অধিকার।
সব ফাঁকি আঁখি তো মুদিলে অন্ধকার ॥
অল্প দিন ভোগ হেতু তার প্রয়োজন।
মরণান্তে সঙ্গে কারু না'হি যাবে ধন ॥
জন্মিলে মরণ আছে জান সর্ব্বজন।
মরণান্তে স্বর্গে কিম্বা নরকে গমন ॥
সদাশ্রয় বিনা কেহ স্বর্গ নাহি যাবে।
অধোমুখ হয়ে ঘোর নরকে পড়িবে ॥
নরক কেমন স্থান কেমন যন্ত্রণা।
অবোধ কারণ কারু নাহি তাহা জানা ॥

ইত্যাদি।

মধ্য,—

নানারূপে সুসংবাদ কৈল উপদেশ।
নানাবিধ দয়া ধর্ম্ম জ্ঞান সবিশেষ ॥
দোষীদের দণ্ড ভোগি সেই মহাজন।
দুরাত্মার হস্তে তার হইল নিধন ॥
নানাবিধ যন্ত্রণাতে পরাণ ত্যজিল।
পুনরপি তিন দিনে সজীব উঠিল ॥
পাপের যন্ত্রণা যত দেহেতে ধরিল।
এ নিমিত্তে ত্রাণকর্ত্তা নামে খ্যাতি হৈল ॥
দেখ হে সচ্চিদানন্দ মহাত্মাবান।
পরমেশ্বর পুত্র······ভগবান ॥

ইত্যাদি।

শেষ,—

এখন বিচার কর জত নরগণ।
এই উপদেশ গ্রন্থ কিরূপ প্রমাণ॥
অন্য অন্য মিথ্যা সব ছাড়হ ত্বরিত।
ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য মানা কেবল উচিত॥
মরণ পর্য্যন্ত যীশুখ্রীষ্টে আশা কর।
মরণান্তে স্বর্গমুখ হেরে নিরন্তর॥

ইতি। নিস্তাররত্নাকর সমাধা। ইতি সন ১২৭২ সাল তারিখ ৭ পৌষ।

১৪৯। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—জগদানন্দ।

পত্রসংখ্যা—৩, লিপিকাল অনুল্লিখিত। প্রাচীন গ্রন্থ। পদসংখ্যা—১২; প্রাপ্তিস্থান—পদকর্ত্তার আবাসস্থান জোপলাই গ্রাম।

একটি পদ,—

চারু চাঁচর চিকুর চুড়হি চপল চম্পক দাম।
চঞ্চল চিত চোর মুরতি চাহি চমকিত কাম॥
চৈতন্য-চাঁদ উজোর।
চঞ্চল চেকুর চকিত চাহনি চরিত চেতন
চোর॥ ধ্রু॥
চলিত চৌদিশে চূর্ণকুন্তল চঞ্চরীচর ভান।
চারু চিকন চির চিহ্ন্নিতে চামিকর মুরছান॥
চতুর কুলবতী চিত্তচকোর চিত্র চন্দন চন্দ।
চড়ল চিরদিনে চলিলহ পুন ভনই জগদানন্দ॥

এই পুথিটি জগদানন্দ কবির স্বহস্ত-লিখিত বলিয়া কথিত।

১৫০—৫২। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—জগদানন্দ—পত্র সংখ্যা—৩। প্রাচীন লিপি। পদসংখ্যা—৪। ইহার মধ্যে একটি চিত্র-সঙ্গীত আছে।

১৫৩। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুল কারিকা।

রচয়িতা—শ্যামদাস।

পত্রসংখ্যা ৯। প্রাচীন গ্রন্থ। ৯ পত্রের পর খণ্ডিত।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

শ্রীগুরু বন্দিয়া করি পুস্তক রচন।
স্কন্দ পুরাণের কথা শুন সর্ব্বজন॥
গোলোকে করিলা ধাম দেব নারায়ণ।
কমলা করেন প্রভু চরণ সেবন॥
নারদ গেলেন তথা প্রভু দেখিবারে।
মিনতি করেন মাতা মুনি বরাবরে॥
শুন হে নারদ ঋষি করি নিবেদন।
বিরিঞ্চি করিল সৃষ্টি কহ সে কথন॥
লক্ষ্মীর শুনিয়া কথা নারদ তপোধন।
একে একে কহে মুনি সকল স্তবন॥

ভণিতা,—

(১) ইহকালে কুল রাখ পরকালে হরি।
মিনতি করএ শ্যাম জোড় কর করি॥
(২) প্রাচীন করণ কারণ দেখি শ্যামদাস।
ভাবপ্রকার আমি করিল প্রকাশ॥
(৩) শ্রীকৃষ্ণবল্লভ-সুত কহে শ্যামদাস।
শ্রীকরণের গ্রাম আমি করিএ প্রকাশ॥

শেষ পত্র,—

নিবেদন করি আমি শুন মহাশয়।
তেরিজ করিএ দেখ ভাবের নির্ণয়॥
উত্তম মধ্যম ন্যূন হ্রাস কুল মন।
ইহার পর আছে স্থান অচলের ন্যূন॥
লোক বশের হেতু করিএ লিখন।
বিচার করিয়া দেখি কথা পুরাতন॥
উত্তম ভাবের লিখি গ্রাম শুনহ করণ।
প্রথমে লিখিব আমি সিংহের ভবন॥ ইত্যাদি।

১৫৪। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল (ব্রজলীলা সমগ্র)

রচয়িতা — কৃষ্ণদাস।

গ্রন্থখানির আকার ১'–৪" দীর্ঘ ও ৮" প্রস্থ। পত্রসংখ্যা ৬২। লিপিকাল ১২১৭ সাল ২২শে অগ্রহায়ণ। সম্পূর্ণ গ্রন্থ। এই গ্রন্থের একটি খণ্ডিত অনুলিপির বিবরণ ১০৯ সংখ্যায় প্রদত্ত হইয়াছে।

"শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল"-রচয়িতা কৃষ্ণদাস, "চৈতন্য-চরিতামৃত"-রচয়িতা কৃষ্ণদাস নহেন। শ্রীখণ্ড-নিবাসী কবি নিত্যানন্দ বা বলরাম দাস রচিত "প্রেমবিলাস" গ্রন্থ হইতে আমরা কবি কৃষ্ণদাসের এইরূপ বংশতালিকা প্রাপ্ত হই ;—
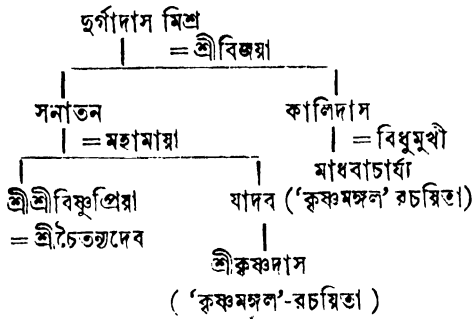
মহাপ্রভু-পত্নী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর খুল্লতাত-পুত্র মাধবাচার্য্য এবং ভ্রাতা যাদবের পুত্র কৃষ্ণদাস উভয়েই সমবিষয়াবলম্বনে একই নাম দিয়া বিভিন্ন সময়ে দুইখানি বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বন্দনা-প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস, খুল্লতাত মাধবাচার্য্য সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
জাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিআছে আচার্য্য গোসাঞী।
মনে অনুমানি সেই অনুশারে যাই॥
লিখিতে না পারি মনে সদাই তরাস॥
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ॥
আচার্য্য দেখিঞা গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাঞা গান করে অমৃত সমান॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
হেথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার॥
তালজন্ত্র ধরে জেবা জন গান করে।
তাহার চরণ বন্দ সভার ভিতরে॥ ইত্যাদি।

কৃষ্ণদাস স্বতন্ত্র ভাবে গ্রন্থ রচনা করিলেও অধিকাংশ স্থলে এইরূপ ভণিতা লিখিয়াছেন,—

(১) মাধব রচিত গীত কহে কৃষ্ণদাস॥
(২) মাধব রচিত গান ভকতজনের প্রাণ
কান্দে কৃষ্ণদাসের সহিত॥
(৩) মাধব রচিত কৃষ্ণের চরিত
কৃষ্ণদাস রস গায়॥
(৪) কৃষ্ণদাসের মন সদাই চঞ্চল।
মাধব রচিত গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥
(৫) মাধব রচিত গীত কৃষ্ণদাস সুরচিত
বারেক করুণা কর মোরে॥

কৃষ্ণদাস যে স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, তাহা একই বিষয়ের রচনা হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। আমরা এই স্থানে "তৃণাবর্ত্ত বধ" বিষয়ক সন্দর্ভটি উভয় কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

তৃণাবর্ত্ত বধ। (মাধবাচার্য্য)

গোকুল নগরে বড় গভীর নিস্বনে।
চৌদিগে চাপিয়া হৈল ধুলি বরিষণে॥
মুহূর্ত্তেকে তিমির ঘোর বড় ভয়ঙ্কর।
পূরিল নয়ন নাহি চিনি আত্ম পর॥
কংস নিয়োজিত বীর নাম তৃণাবর্ত্ত।
বায়ুভূত হৈয়া আল্যা যেন চক্রাবর্ত্ত॥
মায়াবী অসুর হরি জানিঞা তখনে॥
পরম আনন্দ মনে উঠিলা গগনে।
পুত্র না দেখিয়া রাণী হৈল অচেতন।
ভূমে লোটাইঞা দুঃখে করিছে ক্রন্দন॥
কোথায় উড়াঞা শিশু লইল বাতাশে।
আরে দারুণ বিধি করিলে নৈরাশে॥

সেই ত ক্রন্দন শুনি যত পুরজনে।
অধিক হইল দুঃখ শুনিয়া শ্রবণে॥
হেনঞি সময়ে কৌতুকে যদুবর।
রিপুগলা চাপিয়া হইলা বিশ্বম্ভর॥
সহিতে নারিয়া ভয় হইলা কাঁপর।
রিপুগলা চাপিয়া পড়ি শিলার উপর॥
ছাড়িল জীবন পাপ মায়াবী অসুর।
শিলার উপরে প'ড়ি অসুরে কৈল চুর॥
বুকের উপরে শিশু খেলায় নির্ভয়।
কহে দ্বিজ মাধব কংসের নাহি ভয়॥

তৃণাবর্ত্ত-বধ (শ্রীকৃষ্ণদাস)

শুন শুন ভক্তগণ ভাগবত তর্ত্ত।
কংস অনুচর সে আইল তৃণাবর্ত্ত॥
গগনমণ্ডলে আসি ঘুরিয়া বেড়ায়।
বাউড়ি হইয়া খোলা পাথর উড়ায়॥
গগনে নাহিক মেঘ হৈল অন্ধকার।
দেখিঞা গোকুলবাসী হৈল চমৎকার॥
খোলা উড়াইয়া ফিরে গগনমণ্ডলে।
আছিলা ঠাকুর হেথা জশোদার কোলে॥
থাকিঞা মাএর কোলে জানিলা অন্তরে।
আমারে লইতে আইলা পাপ নিশাচরে॥
থাকিতে থাকিতে প্রভু কোলে হৈলা ভারী।
ভূমে নামাইলা হরি জশোদা সুন্দরী॥
কোলে হৈতে হরিকে নামাইল ভূমিতলে।
হরি লঞা উঠে গিঞা গগনমণ্ডলে॥
আকাশে উঠিয়া মনে ভাবে নিশাচর।
জিয়স্তে লইয়া দিব রাজার গোচর॥
হেথা নন্দরানী পুত্র না দেখি নয়ানে।
উকুটিয়া ফিরে রাণি সকল অঙ্গনে॥
কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণী।
ডুম্বুর হারাঞা জেন ফুকরে বাঘিনী॥
এইখানে ছিল পুত্র কে নিল হরিঞা।
না জানি বিষম ঝড়ে নিল উড়াইয়া॥
বৎস হারাইয়া জেন ধেনু কাড়ে রা।
তেমতি কান্দিয়া বুলে জশোমতি মা॥
হরি কোলে করি দৈত্য আনন্দ অন্তর।
অসুরের গলা ধরি হৈলা বিশ্বম্ভর॥
কণ্ঠে ধরি অবহেলে হরি দিলা চাপ।
দৈত্য কহে শ্বাস উৰ্দ্ধ ছাড়্যা দেরে বাপ॥
ঘুরিতে লাগিলা দৈত্য শূন্যের উপরে।
পড়িল অসুর সেই বিশ্বম্ভর ভরে॥
হরি কোলে করি দৈত্য শিলায় পড়িল।
পাইল কৃষ্ণের পদ শ্রম না জানিল॥
ধন্য ধন্য তৃণাবর্ত্ত সফল জীবন।
মৃত্যুকালে বুকে যার প্রভু নারায়ণ॥
ধাঞা যাঞা নন্দরাণি কোলে নিল পুত্র।
ঘটভরা ধন যেন পাইল দরিদ্র॥
ধাইঞা আইলা যত গোপ গোপীগণ॥
সজল জলদ আঁখি চুম্বএ বদন॥
সভে বলে নন্দরাণি তুমি ভাগ্যবান।
আপনি মরিল দুষ্ট শিশুর কল্যাণ॥
সভে বলে হিংসিতে আইল নীলমণি।
আপনার পাপে দৈত্য মরিল আপনি॥
গোধূলি গোময় দিয়া করাইলা স্নান।
ব্রাহ্মণে করিল দান হরির কল্যাণ॥
হামা গুড়ি গুড়ি ফিরে বাছা জদুরায়।
ধূলামাটি কাদাপানি লাগিঞাছে গায়॥
না মানে আগুনি হরি নাহি মানে পানি।
কাঁটাখোঁচা নাহি মানে ধাঞা ধরে ফণি॥
এই মত ফিরে হরি অঙ্গনে অঙ্গনে।
আনন্দে ফিরয়ে মাতা বালকের সনে॥
বাম উরু ক্ষিতিতলে পাতি রাঙ্গা কর।
বলে হামাগুড়ি দিয়া যায় জদুবর॥
নাসা ঝরঝর মুখ দেখিতে সুন্দর।
পাকা বিম্বফল শোভে জিনিঞা অধর॥
চান্দমুখে সমান মাণিক দন্ত উঠে।
তোতার বচন যেন আধ আধ ফোটে॥

নবীন কোকিল যেন মন কাড়ে রা।
কণ্ঠের গর্জ্জন শুনি আনন্দিত মা॥
বাহির করিঞা ফেলে যত দ্রব্য থাকে।
নাশায়ে অঙ্গুলি দিঞা দাঁড়াইঞা দেখে॥
হাসি ধাই ধাই রাণি হরি নিল কোলে।
কত শত চুম্ব দিল বদন-কমলে॥
কমলিয়া বৎস সঙ্গে ফিরে জহুরায়।
বৎস ত্যজি শ্যাম অঙ্গ চাটে তার মায়॥
ক্ষেণে উঠে ক্ষেণে পড়ে ধরিঞা ধরণী।
আহা মরি বলি কোলে করয়ে জননী॥
কপট বালক কৃষ্ণ যশোদা-নন্দন।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ জুড়িলা ক্রন্দন॥
রাণী বলে নীলমণি না কান্দিহ তুমি।
তোমার রোদনে কত কাতর হই আমি॥
এই মত ভক্তগণ শুনহ সকল।
মাধব-রচিত গান শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল॥

ক্যান্দ না ক্যান্দ না বাছা আর ক্যান্দ না॥ধ্রু॥
তোমা ধন বই আর কেহ নাই
আর আমায় দুঃখ দিও না॥ পরধুয়া॥
ও চাঁদ বদনে কমল নয়নে
কাজরে মাজিল তারা।
ফুলাইলা আঁখি প্রাণ ফাটে দেখি
বদনে বহিছে ধারা॥
ঘুম নাহি যাও স্তন নাহি খাও
কি জানি হইল তোর।
তোরে লঞা বড় হঞাছি ফাকর
পরাণ কান্দিছে মোর॥
উদর ভিতর ব্যথা হৈল তোর
কিবা লাগিঞাছে ভোক।
ডাকিনী যোগিনী দেখিঞাছে জানি
কানু-মুখ দুষ্ট লোক॥
চান্দা চান্দা চান্দা ডাকিছে যশোদা
কে পাড়িঞা দেবে তায়।
সোনার যাদুয়া নিদ্রায় লাগিঞা
আথাট করিছ মায়॥
হাতের চাপুড়ি নিদ্রা যায় হরি
একবার স্তন খাও।
সোনার পুতলি নিন্দালি ঘুমালি
ঘুম পাড়াইয়া যাও॥
হরি লঞা কোলে হিন্দলায়ে দোলে
গীত গায় গোপনারী।
স্তন করি মুখে রহি রহি চাখে
সঘনে অঙ্গুলি নাড়ি॥
হরি কোলে করি যশোদা সুন্দরী
আনন্দ-সাগরে ভাসে।
মাধব রচন করি নিবেদন
কহতহি কৃষ্ণদাসে॥

আলোচ্য গ্রন্থে বিভিন্ন স্থলে ভণিতা এইরূপ লিখিত আছে,—

(১) যাদবনন্দন গায় শ্রীকৃষ্ণ মঙ্গল।
(২) যাদব-নন্দন করে নিবেদন
মোর কিবা হবে শেষে॥
(৩) মাধব-চরণ-রেণু আর না রাখিব তনু
বিরচিল যাদব-নন্দন॥
(৪) বদন ভরিঞা হরি বল সর্ব্বজন।
মাধব-রচিত গান যাদব-নন্দন॥
(৫) মাধব-চরণে গায় যাদব-নন্দন॥
(৬) যাদব-নন্দন গায় শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল॥ ইত্যাদি,

সুতরাং আমরা নিঃসংশয়ে কৃষ্ণদাসের নাম এই বংশ-তালিকায় সংযোজিত করিয়া দিতে সাহসী হইলাম। গ্রন্থকার পূর্ব্বোদ্ধৃত ভণিতা ব্যতীত, অপর কোথাও বিস্তারিত কোনরূপ আত্ম-পরিচয় প্রদান করেন নাই।

দেবতা ও গুর্ব্বাদি-বন্দনার পর গ্রন্থারম্ভ এইরূপ,—

কহ কহ সুত মছসের নন্দন।
পুছিতে লাগিলা সনকাদি মুনিগণ॥

সুত কহে কিবা জানি নামের মহিমা।
অনন্ত অনন্ত মুখে দিতে নারে সীমা॥
কিন্তু আমি কহি কিছু দিগ্ দরশন।
কহিব কৃষ্ণের কথা সুন মুনিগণ॥
কহিতে কৃষ্ণের কথা প্রেমে পুলকিত।
ধর্ম্মসিল পাণ্ডু বংশে রাজা পরীক্ষিত॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা সমিকের স্থানে।
মুনি ধ্যান করে তার না পাল্যা সন্ধানে॥
কোপে মিত্ত সর্প্প নয়া ধনুকের হুলে।
তুলিয়া দিলেন রাজা সমিকের গলে॥
সর্প্প দিয়া পরীক্ষিত গেলা তথা হইতে।
এথা উস্রীঙ্গ মুনি খেলে বালকের সাথে॥
খেলিতে খেলিতে যত সিসুগণ বোলে।
মিত্ত্ সর্প দেখ গিঞা সমিকের গলে॥
আসিঞা দেখিল মুনি গলে মিত্ত্ সর্প্প।
কোপ করি শ্রীঙ্গ মুনি দিল ব্রহ্মসাপ॥
কান্দিতে কান্দিতে শ্রীঙ্গ বোলে মনদুখে।
সপ্ত দিন বহি তোকে দংসিবে তক্ষকে॥
এত সুনি সমিকের ধ্যানভঙ্গ হইল।
সিষ্য দিয়া পরীক্ষিতে সাপ জানাইল॥
সিষ্য বলে রাজা তুমি হএ সাবধান।
ব্রহ্মসাপ হইল রাজা কর অবধান॥
সপ্ত দিন বহি দেহ হবে ভস্মরাশি।
তখনি বসিলা রাজা গঙ্গাতীরে আসি॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

কান্দে নন্দ নিরানন্দ যত ব্রজবাসি।
কার বোলে বিস জলে প্রবেসিলে আসি॥
পিতা বলি মুখ তুলি চাহ একবার।
তোমা বিনে বৃন্দাবনে হৈল অন্ধকার॥
কোন কালে উদুখলে বান্ধ্যাছিল তোরে।
জলে থাকি দেখা দেহ প্রাণ রাখ মোরে॥
তোমা বিনে এত দিনে মরিব সর্ব্বথা।
নহে বাপ ঘুচা তাপ মোরে কহ কথা॥
রানি কহে কালীদহে মজিল কানাঞি।
মা বলিতে ত্রিজগতে আর কেহ নাঞি॥
কাটে বুক তোর মুখ না দেখিলে মরি।
না দেখিব না সুনিব বচনমাধুরী॥
তোর শোকে হানে বুকে ব্রজ গোপী যত।
তোল গা বোল মা জনমের মত॥
দুলালিয়া মা বলিয়া আইস মোর কোলে।
নহে বাপ দিব ঝাপ এই বিসজলে॥
ক্ষীর চাছি আনিয়াছি কে খাইবে আর।
পড়ে আছে মোর পাছে সঙ্গতি তোমার॥
উনমত্ত গোপী যত হরি না দেখিয়া।
মরে রাণী অনাথিনী বুক বিদরিয়া॥
সে হেন সুন্দর মুখে নাহি দিব চুম্ব।
আজি হৈতে শুন্য হৈল কালিন্দি কদম্ব॥
ও চান্দ বদনের বাণী অমিয়ার ধার।
শুনিতে জুড়ায় হিয়া বচন তোমার॥
প্রথমে পুতনা আসি করি বিষস্তন।
তাহাতে করিলা রক্ষা দেব নারায়ণ॥
সকট ভাঙ্গিয়া জবে পড়্যাছিল গায়।
বাচিল তোমার প্রাণ হরির কৃপায়॥
ভাঙ্গিল জমলয় তরু পড়িল উপর।
তাহাতে করিলা রক্ষা ভবানী শঙ্কর॥
বারে বারে রক্ষা পাইলে দেব অনুগ্রহে।
এ বার ঠেকিলা বাছা পাপ কালিদহে॥
উপরে মা উড়ে পক্ষী প্রাণী নাহি আইসে।
বিসজলে ঝাঁপ দিলে কেমন সাহসে॥
বিসের জলেতে জবে প্রাণ হৈল হত।
অভাগিনী মা বলিয়া কান্দিয়াছ কত॥
ননীর পুতুলি তনু রৌদ্রে মিলায়।
পরসে আলুয়া গেল বিসের জ্বালায়॥
আর না উঠিবে বাছা না খাইবা ননী।
আর না বাঁচিবে বাছা তোমার জননী॥
শ্রীদাম সুদাম সঙ্গে না চরাবে ধেনু।
গড়াগড়ি জায় কুলে তোর সিঙ্গা বেণু॥

এতেক বিলাপ করি দড়াইল চিত্তে।
নিশ্চয়ে চলিলা সভে জলে ঝাঁপ দিতে॥
কৃষ্ণের মহিমা মাত্র জানে বলরাম।
নিবারিলা বলরাম হও সাবধান॥
রাম অঙ্গ কৃষ্ণ অঙ্গ নাহিক প্রভেদ।
ধরিঞা রাখিলা রাম করিয়া নিশেধ॥
না মরিহ গোপগোপী শুনহ বচন।
এখনি দেখিতে পাবে ও চান্দ বদন॥
সরূপে আমার কথা যদি মিথ্যা হয়।
তবে সে করিহ মনে যার যেবা লয়॥
সভারে নিশেধ করি দেব বলরাম।
ভাই ভাই করিঞা সিঙ্গাতে দিন শান॥
আমার কানাঞা ভাই গা তোল। ধ্রু॥

শেষ,—

এবে কৃষ্ণ ছাড়ি গেল করিঞা নৈরাশ।
সহিতে না পারি কেহ বিরহ হুতাস॥
কে জানে যাইবে কৃষ্ণ সভাকে ছাড়িঞা।
মথুরা রহিল গিয়া আমাকে ছাড়িঞা॥
যাইবে কৃষ্ণ যদি ছিল মনে।
তবে কেন প্রেম কৈল অবলার সনে॥
করিল বিনোদ রাস লঞা গোপীগণে।
দেখিলে বিনদ স্থান তাপ উঠে মনে॥
কি কহিব আরে উদ্ধব সে সকল কথা।
সকুলি আছয়ে দেখি কৃষ্ণ নাই এথা॥
এবে ছাড়ি গেল কৃষ্ণ সব বিসরিঞা।
এখন মরিব সব গুণ বিলাপিয়া॥
আর না দেখিব আমি তার বিধুমুখ।
কৃষ্ণ বিনে প্রাণ শুন্য ফাটে মোর বুক॥
নিরব হইলা মনি না নাচয়ে সিখি।
মাথা হেট করি কান্দে যত পশু পাখী॥
কোকিল হইল মুখ্য শবদ নাহি শুনি।
কৃষ্ণ মধুপুরে গেল করি অনাথিনী॥
আর না যাইবে কেহ জমুনার জলে।
আর দেখিবে···কদম্বের তলে॥
কদম্বের ডালে কেবা চরণ হিলাবে।
রাধা রাধা বলি বাসি আর না বাজিবে॥
অগরো চন্দনমালা কার অঙ্গে দিব।
জলে স্থলে রাজপথে কভু না দেখিব॥
অক্রূর কাড়িয়া নিল আচলের মাণিক।
তারে কি দোষ দিব নিদারুণ বিধি॥
বিধাতাকে গালি দেই করিঞা হুতাস।
মাধব রচিত গান কহে কৃষ্ণদাস॥
ইতি ব্রজলিলা এই তক হইল সমাপ্ত।

ইতি সন ১২৩৭ শাল তারিখ ২২শে শ্রাবণ। লিখিতং শ্রীহরিনারায়ণ দাস। পাঠক শ্রীহরিদাস বৈরাগ্য। এই পুস্তক চুরি করিবে গুরু দণ্ডিত হইবে।

গ্রন্থখানি গীত হইবার জন্য রচিত। মধ্যে মধ্যে কর্ণাট রাগ, গৌরী রাগ, শ্রীরাগ, বড়ারী রাগ ইত্যাদি রাগের উল্লেখ আছে। এই অপ্রকাশিত ও প্রাচীন সুন্দর গ্রন্থখানি অচিরে প্রকাশিত হওয়া একান্ত আবশ্যক।

১৫৫। রাগমালা।

রচয়িতা—নরোত্তম দাস।

পত্র-সংখ্যা—১২; প্রথম পত্র নাই। লিপি-কাল ১১৫৭ সাল।

২য় পত্রের আরম্ভ,—

অতয়েব শ্রীগুরু বৈষ্ণব চরণ।
প্রণাম করিয়া কিছু করিল রচন॥
সাধুসঙ্গে জেবা কিছু করিল শ্রবণ।
পুনঃ সাধু শাস্ত্রে তাহা করিল দর্শন॥
আমি মুর্খ তাহা কিছু না পারি বুঝিতে।
সংস্কার নাহি তাথে নারি প্রবেশিতে॥
অতএব ভাষারূপে করিয়ে লিখন।
যে কিছু স্ফুরয়ে তাহা করি যে রচন॥

কৃষ্ণ যবে বৃন্দাবনে করএ ভ্রমণ।
পঞ্চগুণে গোপীকারে করে আকর্ষন॥
শব্দগুণ গন্ধগুণ রূপগুণ আর।
রসগুণ স্পর্শগুণ পঞ্চ পরকার॥
এই পঞ্চ গুণ শ্রীরাধিকাতে বৈশে।
তার ক্রম কহি যেবে জেগা কিছু আইসে॥
শব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসিকাতে।
রূপগুণ নেত্রে রসগুণ অধরেতে॥
স্পর্শগুণ অঙ্গেতে লাগে অতি সুশীতল।
যেই গুণ লাগি রাধা হইলা বিকল॥
যেই গুণ হয়ে পূর্ব্বরাগের উদয়।
পূর্ব্বরাগ ক্রমে যেবে করিএ নির্ণয়॥
আগে পূর্ব্বরাগ হয় দুই ত প্রকার।
পাছে ছয় মত হয় তাহার বিচার॥
অকস্মাৎ শ্রবণ আর হঠাৎ দর্শন।
এই ত শ্রবণ হয় তিন দর্শন॥
বংশী দূতি সখি তেন হয়ত শ্রবণে।
স্বপ্ন সাক্ষাৎ চিত্রপট দরশনে॥
অতএব সর্ব্ব আগে হএ পূর্ব্বরাগ।
তাহার পশ্চাৎ রাগ তার পশ্চাৎ অনুরাগ॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

মঞ্জরীবর্গের গুণ কহা নাহি জায়।
শ্রীমতীর সঙ্গে করে নিত্যলীলার সহায়॥
শ্রীমতীর মাধুরী গুণ মঞ্জরিতে স্থিতে।
শুনহ সকল কথা করিয়া প্রতীতে॥
শ্রীরূপ মাধুরীগুণে শ্রীরূপমঞ্জরি। ১
নেত্র মাধুরিগুণে লবঙ্গমঞ্জরি ॥২
অঙ্গ মাধুরিগুণে অনঙ্গমঞ্জরি। ৩
গুণ মাধুরি গুণে গুণমঞ্জরি॥ ৪
কাম মাধুরি গুণে কামমঞ্জরি। ৫
রতি মাধুরী গুণে রতিমঞ্জরি ॥৬
প্রীত মাধুরি গুণে প্রীতমঞ্জরি। ৭
রস মাধুরি গুণে রসমঞ্জরি॥ ৮
লীলা মাধুরি গুণে লীলামঞ্জরী। ৯
প্রেম মাধুরি গুণে প্রেমমঞ্জরী॥ ১০
বিলাস মাধুরি গুণে বিলাসমঞ্জরি। ১১
সৌরভ মাধুরি গুণে কস্তুরীমঞ্জরি॥ ১২
রাগ মাধুরি গুণে রাগমঞ্জরি॥ ১৩
রঙ্গ মাধুরি গুণে রঙ্গমঞ্জরি॥ ১৪
কেলি মাধুরি গুণে কেলিমঞ্জরি। ১৫
বাক্য মাধুরি গুণে মধুরমঞ্জরি॥ ১৬
কস্তুরি মাধুরি গুণে কস্তুরিমঞ্জরি। ১৭
কান্তি মাধুরি গুণে স্বর্ণমঞ্জরি॥ ১৮
কপাল মাধুরি গুণে কপালমঞ্জরি। ১৯
মাধুর্য্য মাধুরি গুণে রত্নমঞ্জরি॥ ২০
সৌন্দর্য্য মাধুরি গুণে কন্দর্পমঞ্জরি। ২১
হস্ত মাধুরি গুণে হরিতমঞ্জরি॥ ২২
পাদ পথ মাধুরি গুণে পথমঞ্জরি। ২৩
অন্তর মাধুরি গুণে হরিতমঞ্জরি॥ ২৪
অনঙ্গ মাধুরি গুণে হেমমঞ্জরি। ২৫
সৌরভ মাধুরি গুণে গন্ধমঞ্জরি॥ ২৬
এই ত কহিল শুন দৃঢ় মন করি॥
মঞ্জরিগণের কৈল দিগ্‌দরশন।
দক্ষিণ শাখার ক্রম শুন সাধু জন॥

শেষ,—

ক্রমরূপে কহি এবে উপাস্য উপাসনা।
উপরাগানুগা কামানুগা উপাসনা॥
কাম-গায়ত্রীর স্বরূপ কৃষ্ণ হএ।
কাম-গায়ত্রীতে রাধিকা গুণ আশ্রয়॥
এই হেতু শ্রীরাধিকা হয়ে কামানুগা।
তাহার আশ্রয়ে উপাসনা কামানুগা॥
শ্রীরাধিকা হয়ে কামবীজ স্বরূপ।
কৃষ্ণের আশ্রয় তাতে শুন অপরূপ॥
এই লাগিঞা কৃষ্ণ প্রেমানুগা হয়।
শ্রীকৃষ্ণ হইলা তেঞি প্রেমের আশ্রয়॥
প্রেমের আশ্রয় উপাস্য রাগানুগা কামানুগা।
অতএব রাগ বস্তু আপনে রাধিকা॥

তাহাতে অনুগত হইলা সখীগণ।
তাহার আশ্রয়ে উপাস্যের কহি অনুক্রম॥
সাধ্যসাধন প্রাপ্তি তাহে সাধ্য সখি।
সাধনের প্রাপ্তি রাগ এই সবে লেখি॥
সাধক দেহে করি প্রেমের আশ্রয়।
সিদ্ধ দেহকে করি সখির আশ্রয়॥
আশ্রয় দেহের এবে অনুক্রম লেখি।
রাগের আশ্রয় আপনি সাধক সাধ্য হয় সখি॥
সাধন সেবা হয় প্রভুর দেহের ভজন।
প্রভুদেহ গুরু আদি সেব্য-সেবক সম্বন্ধ॥
ভজনের বন্ধু সম্বন্ধ সাধনে সখি সম্বন্ধ···।
এবে ত কহিএ সদা তাহাতে লক্ষণ॥
সমুরের বাড়ীকে জাব মাতা পিতার ঘরে।
সর্ব্বতাথে শ্রীরাধিকা গতাগতি করে॥
সখি রাগ মনাগমন হয় রাধা সঙ্গে।
এক ক্ষণ সম্বন্ধ ছাড়া না হয় অনুরাগে॥
সর্ব্বক্ষণ সেবা করে···অনুমতা।
সেবার সৌষ্ঠব দেখি আনন্দ রাধিকা॥
কেহ কেশবেশ করে কেহ ত সিন্দুর।
কেহো ত গাথএ মালা নিঞা নানা ফুল॥
কেহো ত চন্দন ঘশে কেহো ত কজ্জল।
তাহা দেখি মগ্ন সুখে রাধিকার মন॥
সেবাতে সুখী করে যত সখিগণ।
এবে বার মাসের ক্রম শুন সাধু জন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে কহিল কিছু এ সব আখ্যান॥
প্রভুর সম্মতে কৈল রাগমালার প্রকাশ।
এ সব আখ্যান কহে নরোত্তম দাস॥

ইতি রাগমালা সম্পূর্ণ। লিখিতং শ্রীচরণদাস মোকাম মানকর গ্রাম। ইতি তারিখ ২ আষাড় সন ১১৫৭ সাল॥

১৫৬। সুদামা-চরিত্র।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

গ্রন্থখানি প্রাচীন। ৫ম পত্রের পর খণ্ডিত। পরশুরাম দ্বিজের রচনা। এই গ্রন্থের বিস্তৃত পরিচয়, ১৩২১ সাল পৌষ সংখ্যা "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রথম পত্রের লিপি অধিকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

মধ্য,—

গোবিন্দ ভাবনা করি আসিঞা দ্বারকা পুরি
সচিন্তিত সুদামা ব্রাহ্মণ।
সুখময় পুরী সব প্রতি ঘরে মহোৎসব
কোন ঘরে পাব নারায়ণ॥
খুদের পুটলি কাঁখে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে
কোথা কৃষ্ণ দৈবকীকুমার।
পূর্ব্বেতে আছিল সখা আজি জদি পাই দেখা
তবে জানি মহিমা তোমার॥
এত বলি দ্বিজবর প্রবেসিলা এক ঘর
সেই ঘরে প্রভু গদাধর।
লক্ষ্মীর সহিত হরি আছিলা সঅন করি
সখা দেখি উঠিলা সত্বর॥
আইস আইস প্রয় সখা চিরদিনে হইল দেখা
সুদামেরে প্রভু দিলা কোল।
তবে প্রভু জগন্নাথে ধরিঞা বিপ্রের হাতে
বসাইলা পালঙ্গ উপরে॥
প্রেমে অঙ্গ গদগদ ব্রাহ্মণের দুই পদ
ধোআইল প্রভু গদাধর।
বিপ্র পাদক লঞা আপন মস্তকে দিঞা
তবে দিলেম লক্ষ্মীর মস্তকে॥ ইত্যাদি

শেষ পত্র,—

পথে পথে জান বিপ্র ভাবে মনে মনে।
ব্রাহ্মণিকে কি বলিব জাইঞা নিকেতনে॥

অন্তরজামিনি প্রভু জানিলা সকল।
কেন ধন নাহি দেন ভকতবছল॥
ধনে মত্ত হইআ বুঝি পাসরিবে তারে।
এই হেতু ধন কৃষ্ণ না দিলেন মোরে॥
তবে ত বুঝিল কৃষ্ণ বড় দয়াময়।
এতক আদর করে কৃষ্ণ মহাশয়॥
প্রভুর লীলা না বুঝি কারণ॥
ভাবিতে গুনিতে বিপ্র আইলা নিকেতন।
রত্নময় পুরীখান বিচিত্র নির্ম্মাণ॥
বিচিত্র উত্তম উপরে মনোহর।
চতুর্দ্দিগে সোভা করে দিঘ্ সরোবর॥
কোকিল কল্পতরু গুঞ্জরে ভ্রমর।
এ সব দেখিঞা বিপ্রের কাপিছে অন্তর॥
অপূর্ব্ব নাগরি করে অঙ্গের মার্জ্জন।
ঘাটেত বসিঞা করে অঙ্গের মার্জ্জন॥
তাহা দেখিঞা সুদাম বিপ্র হইল দুখিত॥
আকাশ ভাঙ্গিঞা পড়ে মস্তক উপরে।
পুরিখান দেখিঞা ভাবেন দ্বিজবর।
কোন রাজা আসি মোর নিল বাড়ী ঘর॥
এইখানে আছে মোর পত্রের কুড়াখানি।
কোথাকারে গেল মোর দুখিত ব্রাহ্মণি॥
ইত্যাদি।

১৫৭—৫৮। উদ্ধব-সংবাদ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র, দ্বিজ

পত্রসংখ্যা ২০। প্রথম ৯ পত্র নাই। লিপি-কাল ১১৯৫ সাল। দশম পত্রের আরম্ভ এই,—

বিধাতা প্রসন্ন সখি হল্য এত দিনে।
দশ দিশ প্রকাশিত কৃষ্ণের গমনে॥
আকুল হইলা সভে হরল-গেআন।
মৃত তরুদের সনে পুনু আল্য প্রাণ॥
বৃকভানুসুতা কহে কিছু নহে মনে।
কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃস্নান করিবেন কেনে॥
ললিতা কহেন তবে অনুমান করি।
অনেক দিন হল্য নাথ গেলা মধুপুরি॥
মথুরা নগরে আছে অনেক ব্রাহ্মণ।
প্রাতঃস্নান সেখানে শিখিল্যা নারায়ণ॥
তেঞি প্রাতঃস্নান কৃষ্ণ করেন গোকুলে।
নিশ্চয় গোবিন্দ বটেন সখিগণ বলে॥
সেই পীতবাস বটে বরণ স্যামল্যা।
চাঁচর চিকুর কেশ গলে বনমালা॥
এই সব অনুমানি গোপীগণ চিন্তে।
হেন কালে উদ্ধব হইল উপনীতে॥

ভণিতা,—

(১) ব্যাসের রচিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।
উদ্ধব পড়েন পত্র গোপীগণ শুনে॥
(২) ব্যাসের রচিত দ্বিজ কবিচন্দ্র ভণে।
দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধব গমনে॥
(৩) শুনিঞা এ সব কথা অন্তরে লাগএ বেথা
বিরহ আনন্দ উথলঅ।
দ্বিজ কবিচন্দ ভণে তরঙ্গ নদীর বাণে
হাতে কি বালির বান্দ রঅ॥

অন্যত্র,—

নানা পক্ষগণ তথা করএ বিশ্রাম॥
রাত্রিকালে একত্রে সকলে বিহরে।
রাত্রি প্রভাতে জান দিগ্ দিগন্তরে॥
পুনরপি সেই বৃক্ষে ফিরিঞা না চাঅ।
কপট কৃষ্ণের প্রেম জান্য তার প্রাঅ॥
নগরে অতিথ জাঅ ভিক্ষা করিবারে।
এক ঘরে ভিক্ষা করি জাঅ অন্য ঘরে॥
পুনরপি সেই ঘরে ফিরিঞা না চাঅ।
কপট জনার প্রেম জান তার প্রাঅ॥
জাতি কুল তেআগিঞা জে জন বিকাঅ।
সে জনে ছাড়িতে কিবা তাহার জুআঅ॥
পিরিতি করিঞা আমি কি কাজ করিলাম।
নিরবধি বিরহ আনলে পুড়ে মল্যাম॥

কলঙ্ক হইল মোর জগত ভরিঞা।
গুরু গঞ্জনাঅ প্রাণ জাঅ বিদরিঞা॥
কহিতে কহিতে নিরে ভরল নয়ান।
হেনকালে মধুকর আল্য বিদ্যমান॥
আসিঞা রাধিকার চরণে গুঞ্জরে।
তাহারে গঞ্জিঞা রাধিকা কিছু বলে॥

* * * *

কহিতে কহিতে রাধা সজল নয়ান।
চাহিঞা মথুরাপানে হরল গেআন॥
দেখিঞা গোপীর প্রেম কহেন উদ্ধব।
না কর দারুণ শোক আসিব মাধব॥

শেষ,—

উদ্ধব বলেন শুন করি নিবেদন।
পশু পক্ষ আদি সব করএ ক্রন্দন॥
তব লাগি ব্রজপুর সকলে দুর্ব্বলা।
কেবল দেখিল মাত্র জমুনা প্রবলা॥
জমুনাতে পড়ে লোহ তেঞি বাঢ়ে জল।
তেঞিত জমুনা এত হইলা প্রবল॥
ইহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র দুখিত অন্তরে।
রাধা রাধা বল্যা কৃষ্ণ ডাকে উচ্চস্বরে॥
প্রাণের অধিক মোর রাধা বিনোদিনি।
রাধা বিনে ব্রজপুরে বৃথা আছি আমি॥
উদ্ধবের মুখে সব সম্বাদ পাইলা।
শুনিয়া সভার প্রাণ বাড়িতে লাগিলা॥
উদ্ধব বিদাঅ হঞা গেলা নিকেতনে।
উদ্ধবসংবাদ দ্বিজ কবিচন্দ ভনে॥

ইতি উদ্ধব-সংবাদ গৃহস্ত সমাপ্ত।• লিখিতং শ্রীসাধুচরণ সৌ, সাকিম অমৃতপুর। ইতি সন ১১৯৫ সাল, তারিখ ৬ চৈত্র। বেলা এক প্রহরের মধ্যে॥

১৫৯। বৈষ্ণব-বন্দনা।

রচয়িতা—দৈবকী-নন্দন।

পত্রসংখ্যা ৩। খণ্ডিত ও কীট-দষ্ট পুথি।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীকৃষ্ণ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ইত্যাদি।
ধন গোরাচান্দ মোর প্রাণ গোরাচান্দ।
সচির দুলাল গোরা অখিলের প্রাণ॥
বিনতি করিঞা তৃণ ধরিএ দশনে।
নিবেদন করোঁ সর্ব্ব বৈষ্ণবচরণে॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ অবতারে।
জতেক বৈষ্ণব তাহা কে কহিতে পারে॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুঞি কোন হউ শিশুবুদ্ধি অল্পমতি॥

শেষ,—

শরণ লইল গুরু বৈষ্ণব চরণে।
সংক্ষেপে কহিল কিছু বৈষ্ণব-বন্দনে॥
বৈষ্ণব-বন্দনা পড়ে শুনে যে বা জন।
অনন্ত…মুছে শুদ্ধ হএ মন॥
প্রভাতে উঠিঞা পড়ে বৈষ্ণব-বন্দনা।
কোন কালে নাহি পায় কোনই যন্ত্রণা॥
… … … ভক্তি সেই লভে।
দৈবকীনন্দন ভণে অই রস লোভে॥

ইতি বৈষ্ণব-বন্দনা সমাপ্ত। যথা দিষ্টং তথা… লেঁখকো নাস্তি দোসক ভিম। লিখিতং শ্রীজগন্নাথ দাস। সাং সিওড়ি। শ্রীগুরুচরণ সম্মা সাং কোমা ও শ্রীভোলানাথ দাষ সাং সোনাতোড় সন……২০ ফাল্গুন।

১৬০। সুদামা-চরিত্র।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

খণ্ডিত পুথি। ১৫৬ সংখ্যক পুথির বিবরণ দ্রষ্টব্য।

৫ম পত্রের শেষে,—

অভক্তের অনেক দ্রব্য মোর নাহি ইচ্ছা।
তুমি কি আনাছ সখা মোর তরে না কহিঅ মিথ্যা॥

এতেক বলিল যদি প্রভু বনমালী।
কথোক দিনে আইলে সখা করি কোলাকোলি॥
অহে অহে পূর্ব্ব সখা লজ্যা কর কেনে।
বড় তুষ্ট হইয়াছি আমি এই উপায়নে॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ সুদামের খুদ লইঞা।
এক মুষ্টি খাইল প্রভু বড় তুষ্ট হঞা॥
আর এক মুষ্টি জেই লইল খাইতে।
হেন কালে লক্ষ্মী দেবী ধরিলেন হাতে॥
জে খাইলে সেই ভাল না খাইহ আর।
কতক দিনে সোদ জাইবেক সুদামের ধার॥
কতক কালের তরে প্রভু বেচিলে আমারে।
কত দিন থাকিব জাইঞা সুদামের ঘরে॥
কৃষ্ণ বলেন লক্ষ্মি তুমি জানিছ সকল।
শুন্যাছ আমার নাম ভকতবছল॥ ইত্যাদি।

১৬১। সীতার বারমাস্যা।
রচয়িতা—কৃত্তিবাস।

পত্রসংখ্যা—৩। কীটদষ্ট পুথি। লিপিকাল ১১৯৬ সাল।

আরম্ভ,—

/৭ শ্রীশ্রীহরি।
সখি চারি পাঁচ মেলি সীতা চলিলা মন্দিরে।
এক সখি সীতাকে কহেন ধীরে ধীরে॥
চৌদ্দ বৎসর সীতা ছিলা রামের পাশে।
কত দুখ পেলা সীতা কোন কোন মাসে॥
প্রথম চৈত্র মাসে রামের বনকে প্রবেশ।
শিরে জটা ধরেন রাম তপস্বীর বেশ॥
ফল মূল ভক্ষণ বৃক্ষ-ছাল পরিধান।
তৃণ-শয্যা করি আমরা আছিলাম তিনি জন॥১॥
বৈশাখে বিষম খরা জলন্ত অনল।
পথে জাইতে পুড়ে উঠে পাওর পদতল॥২॥
জ্যৈষ্ঠে জতেক দুখ পাইলাম অরণ্যে।
এতো দুখ সহিতে নারে মনিষ্যের পরাণে॥
তরুডাল ভাঙ্গে লক্ষ্মণ ধরিলেন শিরে।
তাহার ছায়াতে আমি জাই ধীরে ধীরে॥৩॥
ইত্যাদি

শেষ পত্র,—

ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ে অযোধ্যা নগরী।
তা সভাকে মনে পড়ে কৌশল্যা শাশুড়ি॥১২॥
সীতার দুখ সুনিয়া সখিগণ ছাড়েন নিশ্বাস।
উত্তরাকাণ্ডে গাইল সীতার বনবাস॥
গাইল কির্ত্তিবাস॥ শ্রীরাম সীতার বনবাস॥
বারমাস্যা সমাপ্ত ॥ ইতি। পাঠক শ্রীপতিত সৌ, সাকিম কালীপুর। সন ১১৯৬ সাল তারিখ ১৬ শ্রাবণ।

১৬২। অক্রূর-গমন।
রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—৯; সম্পূর্ণ ও সুস্পষ্ট গ্রন্থ. লিপি-কাল—১২৩৮ সাল।

আরম্ভ,—

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অক্রূর গমন ওপাক্ষন লিক্ষ্যতে।
অক্রূরে ডাকিয়া কংস করেন সংভ্রম।
ভোজবংশে জন্ম তোমার বড়ই উত্তম॥
মমসখা প্রাণতুল্য তুমি জ্ঞানবান।
বৃন্দাবনে গিয়া তবে রামকৃষ্ণে আন॥
কর সমেত করিয়া সিরে ঘোষ নন্দে।
ভুলাইবে দুটি শিশু প্রকার প্রবন্ধে॥
আসিতে কহিবে ব্রজবালকের সাথে।
কহিবে মাতুল তোমার চায়্যাছে দেখিতে॥
হাথে ধরি প্রেমাবেশে কংসরাজা কহে।
ধনুযজ্ঞ নিমন্ত্রণ জাবে অদ্য দোহে॥
সুবর্ণের রথে চাপাইয়া আনিবে দোহায়।
কালি ব্রজে জাবে অস্ত বেলাব্দ প্রায়॥
কৃষ্ণে করি প্রাণ তুল্য ভাগিনা তোমার।
জত অপরাধ খেমা করিব তোমার॥

মধ্য,—

শ্রীরাধিকা বলে নাথ কি সুনি বচন।
আমাদের ছাড়ি যাবে মথুরা ভুবন ॥
তব পিতা নন্দরাজ ডাকিঞা সভারে।
বলিলা জাইব প্রাতে রাম দামোদরে ॥
বুঝিতে না পারে তোর পিতা মহাশয়।
গোপজাতি হয় তার সরল হৃদয় ॥
তিল আধ না বাঁচিব আমি তোমা বিনে।
এখনি তোমার কাছে তেজিব পরাণে ॥
জবে পরিবাদ দিল গুরুজন।
তোমার কলঙ্ক নাথ করিলাঙ ভুষণ ॥
জলে জাত্যে না দেখিলে রহিতে না পারি।
সখিগণ সেবি তোমার বার্ত্তা উদ্ধারি ॥
সভাকার প্রাণ তুমি সভার জীবন।
বধিয়া না জায় নাথ মথুরা ভুবন ॥
শ্রীকৃষ্ণ বলেন সুন রাধিকা সুন্দরি।
সর্ব্ব তত্ত্ব জান তুমি আমার মাধুরি ॥
পৃথিবীর ভার হরিবারে জন্ম হইল।
তুমি সর্ব্ব জান প্রিয়ে আর কিবা বল ॥
এত বলি সান্ত্বনা করিলা নারায়ণ।
প্রবোধ করিলা কৃষ্ণ নন্দের নন্দন ॥
সভে বিদায় দিয়া আল্য নন্দালয়।
নিজ গৃহে আল্যা হরি নন্দের আলয় ॥
গোপীগণ নিজগৃহে ভাবি মনে মনে।
অন্তরে পুড়এ তার প্রবোধ না মানে ॥
এথা হরি নন্দগৃহে করিলা গমন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন ॥

ভণিতা অন্যত্র,—

১। সূর্য্য অস্ত গেল প্রায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়
গতি নাঞি কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ॥
২। দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন।
সর্ব্বপাপে মুক্ত হয় জে করে শ্রবণ ॥

শেষ,—

রথ গিঞা উত্তরিল জমুনার কুলে।
অক্রুর করিল স্নান জমুনার জলে ॥
কৃষ্ণ বলরাম দেখি জলের ভিতরে।
চাঞা দেখি দুই ভাই রথের ওপরে ॥
পুনরপি অক্রুর নামিল পুন জলে।
চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখি অগম্ভীর কোলে ॥
জোড় হাথে গেলা তবে রামকৃষ্ণ পাসে।
কি দেখিলে জলে গোবিন্দ জিজ্ঞাসে ॥
অক্রুর বলেন জ্ঞান নাহিক আমার।
জলে দেখিল লীলা জতেক তোমার ॥
এতেক বলিঞা রথ সত্বরি চালায়।
অবিলম্বে উপনীত হইলা মথুরায়।
অক্রুর বলেন বাপু ছাড়ি জাইতে নারি।
চলহ আমার বাসে পুরি সহ পুরি ॥
রামকৃষ্ণ বলে খুড়া বৃথা দুঃখ ভাব।
সুদামে নাসিঞা তব গৃহে আমি জাব ॥
অক্রুর বিদায় হইল কৃষ্ণের চরণে।
দধি দুগ্ধ ঘৃত লয়া দিল কংস স্থানে ॥
রামকৃষ্ণ আইলা কহিল সমাচার।
শুনি আনন্দিত হইল আনন্দ অপার ॥
এথা নন্দ মথুরাতে রহিলা আনন্দিতে।
স্নান ভোজন করিলা সভে হরসিত চিত্তে ॥
সেই দিন নন্দ সঙ্গে রাম দামোদর।
সাত পাঁচ ভাবে নন্দ আপন অন্তরে ॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন।
এত দূরে সাঙ্গ হইল অক্রুর গমন ॥

ইতি শ্রীঅক্রুর গমন শ্রীযুক্ত কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত সপ্ত আদেসং শ্রীভাগবত সোলক ব্যাক্ষান সংপূন্ন ॥ বকলম শ্রীদ্বারকানাথ সাহা শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভক্তস্য। বরং পঞ্চ দিনানি চ নতু কল্প সহস্রানি ভক্তিহিনশ্চ কেসবে ॥ শ্রীনারাঅনাঅ

নমঃ ॥ ভীমস্বাপি রনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রোম। লিখোকের দোষ নাস্তিক ॥ ইতি সন ১২৩৮ সাল তারিখ ১৪ আসাড়। সমাপ্ত হইল দুই প্রহর বেলা আন্দাজি সময়। ইতি ॥

১৬৩। চৈতন্যমঙ্গল।

রচয়িতা—লোচন দাস।

পত্রসংখ্যা—২৩। সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। লেখক ২৩ পত্রের পর আর অগ্রসর হন নাই। লিপিকাল—অনুল্লিখিত।

আরম্ভ,—

৶শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নম ॥ আজানুলম্বিত-ভুজৌ কনকাবদাতৌ ইত্যাদি ॥

আদি খণ্ড সায় মধ্য খণ্ডের আরম্ভ।
জাহা সুনিলে প্রেমা পায় অবিলম্ব ॥
মধ্য খণ্ড কহি কথা অমৃতের সার।
নদীয়া-বিহার জাথে প্রেমের প্রচার ॥
নদীয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে।
সুখে বিলসই বন্ধু বান্ধব সহিতে ॥
নবদ্বীপবাসী জত ব্রাহ্মণ-কুমার।
সৎকুলসম্ভব তার অতি শুদ্ধাচার ॥
বড়ই সুকৃতি তারা ধন্য তিন লোকে।
আপনে ঠাকুর বিদ্যাদান দিল জাকে ॥
এই মত শিষ্যগণ পড়ায় ঠাকুর।
প্রকাশিব নিজ প্রেমা আনন্দে প্রচুর ॥
এক দিন নিজ গৃহে আছিলা সুতিঞা।
কৃষ্ণ প্রেমানন্দে কান্দে বিকল হইয়া ॥
বিস্মিত হইঞা শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিঞা কান্দ বাপু দুঃখ কর কিসে ॥
মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করয়ে প্রভু আনন্দে বিহ্বল ॥

ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। দশনে ধরিঞা তৃণ কহয়ে লোচন।
গোরাপদ বই মোর আর নাহি ধন ॥
২। হেনমতে দিনে দিনে বাড়ে পরকাশ।
শুনিঞা আনন্দিত হিয়া এ লোচন দাস ॥
৩। ঐছন ঠাকুর আর নহে প্রেমদাতা।
কহএ লোচন ভজ নবীন বিধাতা ॥
৪। জয় রে জয় রে জয় হেন প্রেম-রসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গৌরারায়।
নির্জীবে জীবন পাবে পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইবে
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥

মধ্য,—

বড়াড়ি

নিছনি জাই গোরা রূপের বালাই লঞা।
বিলাইল হেন ধন জগত ভরিয়া ॥ ধ্রু ॥
তবে সেই মহাপ্রভু বসি নিজ ঘরে।
অধ্যাত্ম ভক্তের কথা কহ এই স্বরে ॥
একমাত্র কৃষ্ণ স্বামী সৃষ্টিরূপ স্থিতি।
আপনি সে এক আত্মা ধরিঞা খেতি ॥
ইহা বলি হস্ত মেলি পুন করে মুষ্টি।
দেখাএ সভারে এই মন মোর দিষ্টি ॥
পুন কহে তবে সত্তি মাত্র স্বরূপণ।
ভাবের অভাব তাথে সুন সর্ব্বজন ॥
তথাপি তদ্রূপ সেই করিয়ে জতন।
এক জ্ঞান বিনে মুক্তি না হয় কারণ ॥
বিসম সংসার-বন্ধ জিনিতে না পারে।
বন্ধমুক্ত হয় যদি এক জ্ঞান করে ॥
যুক্তি বিনু কৃষ্ণজ্ঞান নাহি হয় কভু।
এতেকে কহিয়ে সুন জ্ঞানগম্য পহু ॥

ইত্যাদি।

শেষ পত্র,—

এ বোল সুনিঞা প্রভু করে হরি নাদ।
নিস্তারিল কৃষ্ণ ব্যাধি কৈল পরসাদ ॥

স্থন সব জন বিশ্বম্ভরের চরিত।
শুনিলেই প্রেমভক্তি পাইবে তুরিত॥
অতি অপরূপ এই নদীয়া প্রকাশ।
স্থনিতে আনন্দ ভোরা এ লোচনদাস॥১৮॥
প্রাণ কান্দে গৌরাঙ্গ না দেখি॥ ধ্রু॥
তবে আর এক দিন প্রভু নৃত্য করে।
আছিল একজন ব্রাহ্মণ দুয়ারে॥
হেনই সময়ে গেল এক ব্রাহ্মণ।
বিশ্বম্ভর হরির নৃত্য দেখিবার মন॥
দুয়ারে জে ছিল তারে না দিল জাইতে।
বিমন হইঞা দ্বিজ দুঃখ পাইল চিতে॥
মনে দুঃখ পাঞা

ইহার পর লেখক আর অগ্রসর হন নাই।

১৬৪। শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—২২, অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ—সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল—১২৩৮ সাল।

আরম্ভ—৮৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রায় নমঃ।

তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ। সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র যত্রাচু তোদার-কথাপ্রসঙ্গঃ॥

অথ শান্তিপর্ব্ব লিক্ষ্যতে।
মুনি বলে শুনহ নিপতি জন্মেজয়।
শান্তিপর্ব্ব পুণ্যকথা শুন মহাশয়॥
জাতির তর্পণ করি ভাগীরথীর জলে।
শোকাকুল যুধিষ্ঠির উঠিলেন কূলে॥
অশু শান্তি কইল রাজা ছাদ্দ শান্তি দান।
গঙ্গাতীর ছাড়ি গৃহ না কৈল পআন॥
ভাগীরথী-তীরে কইল উত্তম আলয়।
তথায় রহিল যুধিষ্ঠির মহাশয়॥

মধ্য,—
সেই পাপে গৃধ্রমূর্ত্তি হইলা নরপতি।
কুণ্ডল নগরে বসি হইল গৃধ্র জাতি॥
কর্ম্মফলে জাতিস্মরা হইল চন্দ্রাবতি।
নীলধ্বজ রাজার কন্ন্যা কহিল পিতারে॥
কহিল কন্ন্যার স্বামীর কারণ।
স্থনিএ বিকল রাজা বলএ বচন॥
নীলধ্বজ বলে কন্ন্যা বিলাপহ কেনে।
জারে ইচ্ছা হয় তবে করহ বরণে॥
কন্ন্যা বলে শুন পিতা আমার বচন।
অন্ন বরে বরিবারে নাহি মোর মন॥
কুণ্ডল্য নগরে আমি জাইব আপনি।
তথাএ আমার স্বামী আছে নৃপমণি॥
কথোক রক্ষক দেহ আমার সংহতি।
চিনিএ লইব তথা আপনার পতি॥
কন্ন্যার বচন স্থনি নিপতি বিস্ময়।
কন্যা প্রতি জিজ্ঞাসিল করিএ বিনয়॥
ইত্যাদি।

শেষ,—
কথোক দিনান্তরে তবে বিদুর সুমতি।
যুধিষ্ঠিরে বুঝাইল ধর্ম্মশাস্ত্র নীতি॥
বিদায় হইএ তবে যুধিষ্ঠির স্থানে।
বিদুর বিহানে রাজা ধর্ম্মের নন্দনে॥
শূন্য হইল পৃথিবী না সহে রাজ্যভার।
নিরন্তর কান্দে রাজা করে হাহাকার॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতের ধার।
এহ লোকে পরলোকে হিত উপগার॥
ইহার শ্রবণে জতো সুখ লভে নরে।
তাদৃশ নাহি সুখ স্বর্গের ওপরে॥
কাশীরাম দাস কহে পাচালির মত।
সুজন রসিক সাধু পিএ অবিরত॥

ইতি শ্রীমহাভারতের পাণ্ডব বিজয়। কাশিরাম দাস বিরচিতং সান্তিপর্ব্ব সংপূর্ণ। জথাদিষ্ট তথা

লিখিতং। লিক্ষকে দোষ নাস্তিক। ভীমস্বাপী বনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম॥ ইতি সন ১২৩৮ সাল, তাঃ ৩০ আসাঢ়। পাঠক শ্রীদ্বারকানাথ সৌ সাঃ কালীপুর, পরগণে খটঙ্গা, মতালকে জেলা বীরভূম।

১৬৫। দিবা-রাস।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ ও শঙ্কর দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা,—৬; সম্পূর্ণ গ্রন্থ, সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল—১২৩৭ সাল।

আরম্ভ,—

৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। দিবারাস লিখ্যতে।
একদিন নিশাতে গৃহেতে যদুপতি।
পালঙ্কে সুতিআ কৃষ্ণ রুক্মিণী সংহতি॥
আবেশে অবশ দোহেঁ হঞা কলেবর।
করিলা রহস্যলীলা কৌতুক বিস্তর॥
রুক্মিণীর মোনেতে হইল অহংকার।
আমা হেন প্রিঅ পৃথিবীতে নাহি আর॥
অহংকার করি অতি কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
অহংকার চূর্ণ তার কৈল রাধানাথে॥
অঙ্গে অঙ্গ মিসাইআ দোহে নিদ্রা জায়।
শ্রমভরে রুক্মিণীর হাথ দিআ গায়॥
ব্রজলীলা গোবিন্দের পড়ি গেল মনে।
রাধা রাধা বলি কৃষ্ণ ডাকেন সপনে॥
প্রাণধোন কোথা মোর প্রেমবিলাসিনী।
আমারে ছাড়িআ কোথা রহিলে ঠাকুরাণী॥
বৃন্দাবোন ব্রজ তেজি আমি ডাকি আস্য।
পরান জোড়াক ধনি পাশে এস বস॥
পাসরিতে নারি তুমার চান্দ মুখের হাসি।
বিরলে বসি এস্য বাজাইব বাসি॥
এক রন্ধে ধরিঞা দোজনে দিব ফোক।
তোমা না দেখিআ মোর বিদরএ বোক॥
কেমনে ছাড়িলে তুমি সে সকল মাআ।
রাসরস পাসরিলে সে সকল দআ॥
তুমি আমার আমি তোমার জানে জগজনে।
কার বোলে ছাড়িআ রহিলে মুরে কেনে॥
আইস আমার পাসে তেজি অভিমান।
বধভাগি হবে মর নাহি বাচে প্রাণ॥
রাধারস-সুখসিন্ধু উথলিআ গেল।
রুক্মিণীর নিদ্রা ভঙ্গ চমৎকার হইল॥
ভয় পেঞা ঠাকুরাণী ভীমকের ঝি।
চরণে ধরিঞা বলে প্রভু বল কি।
রুক্মিণী চেতন করি প্রভুরে কহিল।
ব্যাসের আদেশ দ্বিজ শঙ্কর রচিল॥

অন্যত্র ভণিতা,—

১। কহিতে রাধার গুণ মোহ হইল প্রায়।
সেবিআ গোবিন্দ-পদ কবিচন্দ্রে গায়॥

২। দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় গোবিন্দমঙ্গল।
যে কথা সুনিলে পাপ জায় রসাতল॥

কবিচন্দ্রের, শঙ্কর দ্বিজ নামক এক বন্ধু ছিলেন; তাঁহার সহযোগিতায় কবিচন্দ্র কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই নিমিত্ত কোন কোন গ্রন্থে শঙ্কর দ্বিজ ও কবিচন্দ্র দ্বিজ উভয়ের ভণিতা দৃষ্ট হয়। কবিচন্দ্র দ্বিজ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা লেখকের "বঙ্গীয় সাহিত্য-সেবক" গ্রন্থের যথাস্থানে দ্রষ্টব্য।

মধ্য,—

গোময় গোমূত্র হাতে চাপিয়া বিমান রথে
ব্রজবাসী কেহ নাহি জানে।
যুগল মিলন লাভ দিবারাস অর্দ্ধভাব
উদ্ধব কেবল মাত্র জানে॥
নঞা যায় অলক্ষিতে রাধিকা উদ্ধব রথে
দেবরথ চলে বাউগতি।

আবেসে অবস কায় কৃষ্ণ সম্ভাষিতে যায়
পুলকে পুরিল রসবতী ॥
জাদপতি পড়ে মনে জাগে প্রেম রাত্র দিনে
পাসরিলে পাসরিতে নারে।
কৃষ্ণ বিনে অন্ত নাই নিরবধি বুঝে রাই
কেমনে যাইব অতি দুরে ॥
জোগিজন ধ্যানে রহে নিরন্তর অশ্রু বহে
উথলিল প্রেমরস-সিন্ধু।
জেন মুকুতার ফল শোভা করে ঝলমল
ঘর্ম্মযুথ মুখে বিন্দু বিন্দু ॥
কুচেতে কুমকুম ছিল প্রেমরসে ভেসে গেল
কজ্জল পুরিল আধ মুখে।
পুর্ণিমার চান্দ জেন উদয় হইল তেন
হাসিআ অধরখানি ঝাঁপে ॥ ইত্যাদি

শেষ পত্র,—

রুক্মিণী বলিলা প্রভু বলিলেন জেমন।
বিধি অগোচর রূপ দেখিলা তেমন ॥
চতুর্দ্দিগে চাকমুখে চামর ঢোলায়।
বাম পাসে বসাইয়া মাগেন বিদায় ॥
পায়ে ধরি কহে পাসরিঞা থাক পাছে।
তোমা বিনা আর মোর রাধা কেবা আছে ॥
তোমার পাএ বিকাইআছি এ জন্মের মত।
অফরাদ খেমা কর দুখ পাইলে জত ॥
কৃষ্ণের বাসনা তোমার হইবেক জবে।
ঘুচিবেক তোমার তাপ আমারে পাইবে ॥
এত বলি বিদায় করিআ দিল তাকে।
উদ্ধব এড়িঞা আইলে দহত্রকে ॥
অনায়াসে থাকে গৃহে কেহ নাহি জানে।
দ্বিজ কবিচন্দ্রে কয় পুরাণ বিধানে ॥
এত দুরে সমাপ্ত হইল দিবারাস।
সুনিলে অধম খণ্ডে হয় স্বর্গবাস ॥

জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। লিক্ষোক দোষ নাস্তিক। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মনিনাঞ্চ মতিভ্রোম ॥ লিখিতং শ্রীখেত্রনাথ শর্ম্মণ পাঠক শ্রীদ্বারকানাথ সেন। সাং কালিপুর, পরগণে খটঙ্গা। জেলা বীরভোম। সন ১২৩৭ সাল তাং ২৫ ফাল্গুন ॥

১৬৬। কংস-বধ।

রচয়িতা—কবিচন্দ্র দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—৬। সম্পূর্ণ, সুস্পষ্ট ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩৭ সাল।

আরম্ভ,—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। কংসবধ।
প্রভাতে উঠিয়া রাম দামোদর হরি।
না সুনে নন্দের মানা প্রবেসিল পুরি ॥
মথুরা আইলা কৃষ্ণ পড়িল ঘোসনা।
আবেসে অবস কায় ধাইল অঙ্গনা ॥
পুরুষ বালক নারী কৃষ্ণ দেখিবারে।
ধাইল অঙ্গনা রামকৃষ্ণ দেখিবারে ॥
...চিত্র কপাটে দিয়াছে দ্বারে দ্বারে।
পবিত্র দেখিতে পুরি নানা সোভা করে ॥
পারাবত কত শত আগোর উপরে।
মউর পেথম ধরে নানা শব্দ করে ॥
মথুরায় হুড়াহুড়ি শুন্য হইল বড়।
নরনারী একত্তরে সব হইল জড় ॥
রামকৃষ্ণ দেখিতে সভে ধায় উর্দ্ধমুখে।
কৃষ্ণ দেখি সভে হইল আনন্দ কৌতুকে ॥
ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। এত বলি জায় রাম কৃষ্ণ দুইজন।
দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ব্যাসের বর্ণন ॥
২। ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
একচিত্তে সুনিলে সে বিষ্ণুপদ পায় ॥

মধ্য,—

চাণূর বলিল হরি আস্য মল্লযুদ্ধ করি
আজ্ঞা করিল কংস রায়।
কৌতুক দেখিল বসি আসি যুদ্ধ কর দেখি
শুন শুন রাম অনুরায়॥
এত শুনি কৃষ্ণ কন সমানে সমানে রণ
ভেবে দেখ তোমায় আমায় নয়।
বালক কিশোর আমি পর্ব্বত আকার তুমি
কি সাহসে হেন কথা কয়॥
হাজার হস্তীর তেজ ধরে হেন কুবলয় মরে
এ দুখ কি সহা নাহি জায়।
রাজআজ্ঞা হেলা কর মজাইবে গাবি ঘর
নিকটে মরণ তোর প্রায়॥
আজ্ঞা করে নৃপবর মল্ল সঙ্গে যুদ্ধ কর
কংসের হইল মহা ক্রোধ।
সভে দোষ দেয় তারে মল্ল সঙ্গে যুদ্ধ করে
এড়াইতে না পারি উপরোধ॥
চাণূর আবেসে রঙ্গে জুঝে গোবিন্দের সঙ্গে
মুষ্টিকের সঙ্গে বলরাম।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় যুদ্ধরত রঙ্গ হয়
কংসাসুরে বিধি হইল বাম॥

শেষ,—

কর্ম্মাধীন দেহ পায়্যা দেহান্তর পায়।
মনে ভাব্যা দেখ তৃণ-জলোকার স্থায়॥
অনেক প্রবোধ-বাক্য কহি নারায়ণ।
উগ্রসেন-মন্দিরে গেলা রাম-নারায়ণ॥
উগ্রসেন গিঞা কৃষ্ণ বন্ধনমুক্ত কৈল।
কংসমৃত্যু-সমাচার সকলি বলিল॥
তবে কৃষ্ণ কংসের ডাকায়্যা মন্ত্রিগণ।
বন্ধুগণে আজ্ঞা দিল করিতে দহন॥
তবে কৃষ্ণ বিধিমত বুঝাইয়া সভারে।
উগ্রসেনে রাজা কৈল মথুরা নগরে॥
ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়।
এত দূরে কংসবধ গান হৈল সায়॥

ইতি কংসবধ সমাপ্ত॥ দিবসং কৃষ্ণভক্তস্য বরং পঞ্চ দিনানি চ। নতু অব্দসহস্রানি ভক্তিহিনস্ক কিসবে॥ শ্রীশ্রীরাধাদামোদর শরনং॥ জথাদিষ্টং তথা লিখিতং। লিখোকো দোস নাস্তিকঃ। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতি ভ্রম॥ লিখিতং শ্রীদ্বারকানাথ সৌ। পাঠক শ্রী ঐ। সাঃ কালিপুর। সন ১২৩৭ সাল তাং ১৭ বৈশাখ। বারে শুক্রবার। তিথে জৈষ্ঠ চন্দের দ্বিতীয়া। বেলা আন্দাজ এক প্রহরের সময়। সমাপ্ত হইল॥

১৬৭। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—বৃন্দাবন দাস।

পত্রসংখ্যা—৩; সুস্পষ্ট ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ, লিপি-কাল—১২৩৭ সাল।

৪৫, ৪৬, ৪৮, ৭৪, ৯৬, ৯৯, ১১৩ সংখ্যক পুথিতে কৃষ্ণদাস-বিরচিত 'নারদ-সংবাদ' গ্রন্থের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থে দশাবতারের বিশদ বর্ণন ও আলোচনা আছে। বৃন্দাবন দাস-বিরচিত বর্ত্তমান ক্ষুদ্র সন্দর্ভটিতে গুরুকরণ বিষয়ের আলোচনা আছে।

আরম্ভ—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ।

কেন রে পামর মোন কৃষ্ণ না ভজিলে।
আসিআ ভোবন মাঝে কোন কর্ম্ম কৈলে॥
পাইআ সকল সুখ বান্ধিআছ বাসা।
কৃষ্ণ ছাড়ি ধোনে মোন করিআছ আসা॥
পাইয়া দুর্লভ দেহ না কৈলে ভজন।
না বসিলে সাধু সঙ্গে না কৈলে ভ্রমণ॥
গুরু আজ্ঞা কৈল ভজিতে সাধু জন।
কেনে গুরুবাক্য করিলে হেলন॥
গুরু কৃষ্ণ এক করি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
গুরুভক্তি হইলে তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়॥

গুরুকে ছাড়িআ কৃষ্ণ করএ ভাবন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি তার শ্রম অকারণ॥
গুরু ব্রহ্ম গুরু ব্রহ্ম গুরু সে সম্পদ।
ইথে ভাল সাক্ষী আছে মুনি সে নারদ॥
কৃষ্ণ সাক্ষাতে যত্নে নিজ গুণগান।
মৃগপক্ষী ঝুরে কিবা মিলায় পাষাণ॥
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন করি আন নিজ স্থানে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে জারে করএ বাখানে॥
যেখানে নারদ মুনি থাকেন বসিআ।
সে স্থানের মৃত্তিকা প্রভু ফেলান খুদিআ॥
অন্য স্থানের মৃত্তিকা আনি করেন ভরণ।
নিতি এই আজ্ঞা করেন নারায়ণ॥
নারদ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
স্থানান্তরের মৃত্তিকা দেখি কিসের কারণ॥
হাসিআ বলেন প্রভু দেব চক্রপাণি।
তুমি কিনা জান নারদ মহামুনি॥
ভোবনে ধরিঞা কৃষ্ণমন্ত্র কৈল।
পবিত্র শরীর সেই দিন হৈতে হইল॥
কৃষ্ণমন্ত্র না কন জাহার শ্রবণে ধবি।
অপবিত্র পিণ্ড সেই পরস না করি॥
এ আজ্ঞা কৈল যদি দেব নারায়ণ।
শুনিয়া বিস্ময় বড় পাইল তপোধন॥
প্রতিজ্ঞা করিল সেই প্রভু বিদ্যমানে।
কালি গুরু করিব জাথে দেখিব বিহানে॥

*   *   *   *

শূকর বাগান প্রভু হইলা আপনে।
নারদে দিলেন দেখা প্রত্যুষ বিহানে॥
হাতে নড়ি করিআ প্রভু শূকরের পাছ ধায়।
নারদ মুনি তাহা দেখিবারে পায়॥
নারদ বলেন প্রভু করি নিবেদন।
কৃষ্ণকথা কিছু মোরে করাহ শ্রবণ॥
গুরু হঞা আমারে করাহ উপদেশ।
তোমার প্রসাদে জেন খণ্ডে নানা ক্লেশ॥

শেষ পত্র,—

প্রভু বলেন সুন নারদ তপোধন।
গুরুতে বিশ্বাস হইল জার মন॥
সে জন আমার ভক্ত সুন তপোধন।
কি করিতে পারে তার বিষম শমন॥

*   *   *

আজ্ঞা পেঞা হইল তবে নারদের গমন।
তবে নিজ মূর্ত্তি ধরিলা নারায়ণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম গলে বনমালা।
গরুড়ে চাপিআ হরি বৈকুণ্ঠপুরী গেলা॥
দুই মূর্ত্তি এক হইলা নারায়ণ।
লক্ষ্মী সরস্বতী করেন চরণ সেবন॥
মিষ্টান্ন আদি প্রভু করিঞা ভোজন
সুবর্ণ-পালঙ্কে কৃষ্ণ করিলা শয়ন॥
লক্ষ্মী দেবী করেন প্রভুর চরণ সেবন।
সরস্বতী তাম্বুল যোগান ততক্ষণ॥
সুন সুন বন্ধুজন কর গুরুতে বিশ্বাস।
বিন্দাবোন দাস করেন সেই চরণের আশ॥

ইতি সন ১২৩৭ সাল। তাঃ ৯ই চৈত্র। লিখিতং শ্রীক্ষেত্রনাথ সর্ম্মা। পাঠক শ্রীদ্বারকানাথ সৌ।

১৬৮। গদাপর্ব্ব

রচয়িতা—কাশীরাম দাস

পত্রসংখ্যা—২৩। সুস্পষ্ট লিপি ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩৭ সাল।

আরম্ভ—৺শ্রীরাধাকৃষ্ণ॥ অথ গদাপর্ব্ব লিখ্যতে॥

জন্মেজয় জিজ্ঞাসিল সুন মুনিবর।
অতঃপর কি করিল পঞ্চম সহোদর॥
সেনাপতি সকল পড়িল জদি রণে।
তবে কি করিল ধৃতরাষ্ট্রের নন্দনে॥

মুনি বলেন শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
দ্বৈপায়ন দহে প্রবেশিল দুর্য্যোধন॥
খুজিঞা পাণ্ডব না পাইল দরশন।
আপন শিবিরে গেলা ধর্ম্মের নন্দন॥

মধ্য,—

দুর্য্যোধন চাহি ভীম বলেন বচন।
শুন ওহে কুরুপতি মূঢ় দুর্য্যোধন॥
যাজ্ঞসেনী দ্রৌপদীরে কৈলা অপমান।
তার ফল ভুঞ্জ এবে শুন রে অজ্ঞান॥
এত বলি মাথে তার মারিলেক লাথি।
উরুভঙ্গে যথায়ে আছএ কুরুপতি॥
রাজার মুকুট মণি ভাঙ্গিল চরণে।
পাষাণ-হৃদয় ভীম বড়ই দারুণে॥
হেঁট মাথা করিঞা পড়িঞাছে মহাবীরে।
বাম পদে লাথি তার মারিলেক শিরে॥
কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির মহাশয়।
অশেষ বিলাপ করি ভীমসেনে কয়॥

ভণিতা, -

ভারত অমৃতগাথা ব্যাস-বিরচিত কথা
শুনিলে অধর্ম্ম জায় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

মুদ্রিত কোন পুস্তকে গদাপর্ব্বের শেষাংশের অনেকখানি মুদ্রিত নাই।

শেষ পত্র,—

কত বার তোমারে বুঝাইল কত জন।
কারু বাক্য না শুনিলে করিঞা হেলন॥
সেই কালে সান্ত্বনা যদি করিতে পাণ্ডবে।
তবে কেনে দুর্য্যোধন অনাথ হইবে॥
এইরূপে তিন বীর করে হা হুতাশ।
সঘনে করুণা করে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস॥
নৃপতির দুঃখ দেখি দহে কলেবর।
ছটফট করে রাজা হইঞা কাতর॥
গদাপর্ব্ব দিব্য কথা ব্যাস-বিরচিত।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে মনের পিরীত॥
সকল আপদ খণ্ডে জাহার স্মরণে।
কাশীদাস কহে গদাপর্ব্ব হইল সমাপনে॥

ইতি গদাপর্ব্ব সমাপ্ত॥ যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখিকো নাস্তি দোষক। ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। লিখিতং শ্রীদ্বারকানাথ সৌ, সাকিম কালিপুর, মোং বেজের গাঁ বাড়ী। সন ১২৩৭ সাল, তারিখ ২২শে পৌষ, বারে বুধবার, তিথে জ্যেষ্ঠ চন্দর দ্বিতীয়া, বেলা একপ্রহরের সময় সমাপ্ত হইল।

১৬৯-৭০-৭১। চৈতন্য-চরিতামৃত (আদি, মধ্য ও অন্ত্য)

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

পত্রসংখ্যা ৭+১০+২২। খণ্ডিত পুথি। সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। আদিখণ্ডের শেষ পত্র,—

ডাকিনি শাকিনী হৈতে, ভয় কিছু হৈল চিত্তে,
ইথে নাম থুয়িলা নিমাঞি॥
পুত্র মাতা স্নান দিনে, দিল বস্ত্র অভরণে,
পুত্র সহ মিশ্রেরে সম্মানি।
শচী মিশ্রের পূজা লঞা, মনে হরষিত হঞা,
ঘরে আইলা সীতাঠাকুরাণী॥
ঐছে শচী জগন্নাথ, পুত্র পাঞা লক্ষ্মীনাথ,
পূর্ণ হৈল সকলের বাঞ্ছিত।
ধনধান্যে ভরে ঘর, লোকমান্যে কলেবর,
দিনে দিনে হয় আনন্দিত॥
মিশ্র বৈষ্ণব শান্ত, অলম্পট শুদ্ধ দান্ত,
ধনলোভে নাহি অভিমান।
পুত্রের স্বভাবে যত, ধন আসি মিলে তত,
বিষ্ণুপ্রীতে দ্বিজে দেয় দান॥
লগ্ন গণি হর্ষমতি, নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী,
গুপ্ত কিছু কহিল মিশ্রেরে।

মহাপুরুষের চিহ্ন, লগ্নে অঙ্গে বিভিন্ন,
দেখি এই তারিবে সংসারে ॥

* * * * * *

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
স্বরূপ রূপ রঘুনাথ দাস।
ইহা সবার শ্রীচরণ, শিরে বন্দি নিজ ধন,
জন্মলীলা গাইল কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আদিখণ্ডে জন্মলীলা-বর্ণনং নাম ত্রয়োদশপরিচ্ছেদঃ।

অন্ত্য খণ্ডের শেষ পত্র,—

বলো বলো প্রভু কহে ভক্তগণ শুনি।
চৌদিকে করয়ে সবে হরি হরি ধ্বনি ॥
রামানন্দ রায় তবে প্রভুকে বসাইল।
বিজনাদি করি প্রভুর শ্রম খণ্ডাইল ॥
প্রভু লঞা গেলা সবে সমুদ্রের তীরে।
স্নান করাইঞা সভে লঞা আইলা ঘরে ॥
ভোজন করাঞা প্রভুকে করাইল শয়নে।
রামানন্দ রায় আদি গেলা নিজস্থানে ॥
এইমত কহিল প্রভুর উদ্যান বিহার।
বৃন্দাবনাশ্রমে যাঁহা প্রবেশ তাঁহার ॥
প্রলাপ সহিত এই উন্মাদ বর্ণন।
রূপ গোসাঞি ইহা করিয়াছেন বর্ণন ॥

তথাহি। পয়োরাশে ইত্যাদি।

অনন্ত চৈতন্যলীলা না জায় লিখন।
দিগ্‌মাত্র দেখাইয়া করিএ সূচন ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথপদে জার আশ।
চৈতন্য-চরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত অন্ত্যখণ্ডে উদ্যান-বিহারো নাম পঞ্চদশপরিচ্ছেদঃ ॥

১৭২। ভক্তিরসাত্মিকা।

রচয়িতা—অকিঞ্চনদাস।

পত্রসংখ্যা ৪; প্রথম পত্র নাই। পত্রের আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল---১২০৪। ২য় পত্রের প্রথম,—

যদবধি অগ্নিতে কাষ্ঠ নাহি দেয়।
কাষ্ঠ বিনে অগ্নি করি কেবা তাহা লয় ॥
কাষ্ঠ যদি অগ্নি আনি মিলন করয়।
সেই কাষ্ঠ প্রবল হইয়া অগ্নিকে জালয় ॥
এই মত নাম মন্ত্র জানিহ সাদরে।
তাহার রূপী হরিনাম কহিলাম তোমারে ॥
চৈতন্য বোলেন শুন নিত্যানন্দ রায়।
জীব ছাড়া দেহ যেন আহার খাওয়ায় ॥
এইমত হই প্রভু নামের বিচারে।
তার পরে নিত্যানন্দ পুছিলা প্রভুরে ॥
অনাশ্রয় হঞা যদি জ্ঞানব্রত ধরে।
জীব কিবা পায় কহিবে আমারে ॥
চৈতন্য বলেন শুন নিতাই বিভোল।
অশ্বত্থ বৃক্ষের ফল জে জন ধরয়ে সকল ॥
নিত্যানন্দ প্রভু তবে আর কিছু কহয়।
বৈষ্ণবে রতি যদি সেই জীব করয় ॥
চৈতন্য বলেন শুন নিত্যানন্দ রায়।
কর্ম্মহেতু ছাড়ি যদি নিষ্ঠা ভক্তি হয় ॥
নিষ্ঠা করি জীব যদি বৈষ্ণব ভজয়।
জর্ম্মান্তরে পুন তারে সদ্‌গুরু মিলয় ॥
ইত্যাদি।

মধ্য,—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ শুন সাবধানে।
গুরু বৈষ্ণব দুই কৃষ্ণের সমানে ॥
গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিন এক হয়।
বৈষ্ণব নহিলে গুরু কৃষ্ণকে না পায় ॥
তথাহি পদ্মপুরাণে- মহাকুল ইত্যাদি।

নিত্যানন্দ বলেন প্রভু শুন মহাশয়।
কৃষ্ণের স্বরূপ তারে কেমতে বুঝায়॥
প্রভু কহে গুরু কৃষ্ণ কহিলাম তোমায়।
তথাপি সকল ভাব পুছহ আমায়॥
তথাহি শ্লোকঃ — আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ
ইত্যাদি।

তথাপি সকল প্রভু ভালই হইলা।
কৃষ্ণের স্বরূপ গুরু সকলে বুঝিলা॥
বৈষ্ণব কৃষ্ণের অঙ্গ কেমতে বা হয়।
ইহার সিদ্ধান্ত কিছু কহ মহাশয়॥
ইহা শুনি মহাপ্রভু হাসিয়া কহিলা।
নিত্যানন্দ দেখি প্রভু সিদ্ধান্ত রচিলা॥

শেষ,—

প্রভু কহে নিত্যানন্দ তোমি দয়াময়।
জীবের লাগিঞা হয় সদয় হৃদয়॥
তোমি নিত্যানন্দ সহজে দয়াময়।
এইমত করিহ যাতে সর্ব্বরক্ষা হয়॥
ইহা শুনি নিত্যানন্দ পরম উল্লাস।
প্রভুকে প্রণাম করি করে প্রেমের উল্লাস॥
শ্রীচৈতন্য বক্তা আর নিত্যানন্দ শ্রোতা।
এই অনুসারে ধর্ম্ম কলিযুগ কথা॥
মঞি শঠ জন হউ অতি অভিমানী।
বিশ্বাস না হয় মোর কুল বাখানি॥
মূর্খ হই যে আমি অত্যন্ত কাতর।
বৈষ্ণব প্রভু হএন দয়ার সাগর॥
সেই সে ভরসা আছে মোরে বৈষ্ণব গোঁসাঞি।
পুনর্ব্বার জন্ম মোর নরকুল হয়।
বৈষ্ণবেতে যেন সুদৃঢ় হয়॥
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভক্তির প্রকাশে।
ভক্তিরসাত্মিকা কহেন অকিঞ্চন দাসে॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ। সমাপ্ত। লিখিতং শ্রীশ্যামাচরণ সৌ। সাঃ অমৃতপুর, সন১২০৪সাল তারিখ ১৬ই বৈশাখ।

—

১৭৩। মহাভারত—আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—২৮১। সুস্পষ্ট লিপি। সম্পূর্ণ ও অক্ষুণ্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৩৭ সাল। আরম্ভ—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপ্রসাদাৎ। আদিপর্ব্ব লিখ্যতে। পিতা পরাশরো যস্য শুকদেবস্য যঃ পিতা। তং ব্যাসং বদরির্ব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ভজে॥ ইত্যাদি।

অথ গণেশ-বন্দনা।

বিঘ্ন-বিনাশন স্থলকুন বদন
মাতঙ্গ সু-লম্বোদর।
চন্দনে চর্চ্চিত সৌরভ-ভূষিত
অঙ্গে গুঞ্জরে ভ্রমর॥
বেদ বিভূষিত অতি সুবলিত
পরিধান দ্বীপছাল।
ভুজ করিবর সুরূজ অধর
পাশাঙ্কুশ জপমাল॥
আসন ইন্দুর ভূষণ সিন্দুর
আজানুলম্বিত নাসা।
উজ্জ্বল মুকুট শোভে জটাহার
উদয় তিমিরনাশা॥
নানা পরিচ্ছদ কঙ্কণ অঙ্গদ
নূপুর কিঙ্কিণি বাজে।
জাত জিতেন্দ্রিয় যোগীজন-প্রিয়
যোগেন্দ্রজন সম মাঝে॥
জাহার চরণ করি আরাধন
রচিলা বিবিধ কথা।
বাল্মীকি বশিষ্ঠ ব্যাস কবিশ্রেষ্ঠ
ক্ষিতিতলে হইল খ্যাতা॥
জয় বিঘ্নেশ্বর মোর বিঘ্ন হর
হরি-রসামৃত পানে।
কৃষ্ণদাসানুজ তব পদাম্বুজ
কাশীদাস ধ্যায়ে ধ্যানে॥

মধ্য,—

ব্যাসে দেখি প্রণমিলা ভোজের কুমারী।
পঞ্চ ভাই ব্যাসের চরণে নমস্করি ॥
আশীর্ব্বাদ করি মুনি জিজ্ঞাসে কুশল।
যুধিষ্ঠির নিবেদিল আজ্ঞি সুমঙ্গল ॥
তবে মুনি বলে শুন সব সহোদর।
দ্রুপদ নৃপতি কৈল কন্যা স্বয়ম্বর ॥
সে কন্যার রূপগুণ না যায় কথন।
পূর্ব্বে এক দিন তারে দেব পঞ্চানন ॥
পঞ্চ স্বামী হবে তোর শুন গুণবতী।
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলা পশুপতি ॥
অদ্ভুত রচিল লক্ষ্য পঞ্চালের পতি।
সে লক্ষ্য বিন্ধিতে কারু নাহিক শকতি ॥
অর্জ্জুন বিন্ধিব লক্ষ্য সভার ভিতর।
পাঞ্চালের কন্যা প্রাপ্তি হইবে তোমার ॥
শীঘ্রগতি চল তথা না কর বিলম্ব।
চিরদিন হইল স্বয়ম্বর আরম্ভ ॥
এত বলি বেদব্যাস করিলা প্রস্থান।
কুন্তী সহ পঞ্চ [ভাই] করিলা পয়ান ॥

ইত্যাদি।

শেষ,—

পুণ্যকথা ভারতের শুনিলে পবিত্র।
গোবিন্দের লীলারস পাণ্ডব-চরিত্র ॥
ব্যাসের রচিত দিব্য ভারত সুন্দর।
জাহার শ্রবণেত নিষ্পাপ হয় নর ॥
এই ত কহিল জত রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার ॥
মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥
এই হইতে আদিপর্ব্ব হইল সমাধান ॥

ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনীনাঞ্চ মতিভ্রম। যথা দৃষ্টং তথা লিখিতং। লিখকে দোষ নাস্তি। লিখিতং শ্রীপ্যারী মুখুর্য্য দেবশর্ম্মণ। পূর্ব্ববাস থরবনা, হালিবাস কুসুম্বা। মোকাম চাকাইপুর। ইতি সন ১২৩৭ সাল তাঃ ৯ই ফাল্গুন ইতি। নম শিবায় নমঃ। নমঃ কৃষ্ণায় নমঃ। হরয়ে নমঃ। দুর্গায়ৈ নমঃ। সর্ব্বদেবভ্যো নমোনমঃ ॥

এই গ্রন্থের প্রতি পত্রের পার্শ্বে বিষয়-নির্দ্দেশক পার্শ্ব-সূচী প্রদত্ত হইয়াছে।

---

১৭৩ (ক)। শিবদুর্গা-সম্বাদ।

রচয়িতা - প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়।

১৭৩ সংখ্যক পুথির লেখক শেষ পত্রে স্বরচিত শিবদুর্গা-সংবাদ নামক ক্ষুদ্র সন্দর্ভটি সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। পত্রসংখ্যা—১। আরম্ভ,—

শিবদুর্গা-সম্বাদে নারদ উবাচ।
প্রাতঃকালে উঠিয়া বসিলা শূলপাণি।
বসিলেন মহাদেব স্বস্তিক আসনে ॥
বামে কার্ত্তিক দক্ষিণে লম্বোদর।
প্রিহি বলিঞা ডাক দিলেন শঙ্কর ॥
সঙ্গে রহিলা দুর্গা হঞা কৃতাঞ্জলি।
হাস্যকথা তাঁকে কিছু কহেন কুতুহলি ॥
কালি ভিক্ষা করি দুখ পালাম ধামে ধামে।
সকালে ভোজন করি আজি থাকিব বিশ্রামে ॥
নিমে সিমে বেগুনে রান্ধিয়া দিবে তিত।
আজি গণেশের মা রান্ধিব মোর মনোমত ॥
সুকুতা শীতের কালে বড়ই মধুর।
কুমড়া বাত্যকি দিআ রান্দিবে প্রচুর ॥
কড় কড় করি রান্ধ সরিষার শাগে।
কটুতেলে রাখিআ করিবে দৃঢ় পাকে ॥
রান্ধিবে মুসুরি সুপ দিঞা টাবা জল।
মস্ত মিসাইআ রান্ধ করঞ্জার ফল ॥ ইত্যাদি

* * *

নেটাঅ কাঁচা মরিচ সারি গোটা দশ।
মুনর্কা যে দিআ তায় দিবে আদার রস ॥
ভোজনে শেষ আর হাড়ি দশ থির।
এতেক শুনিঞা দুর্গা শিবের ভারতী ॥

শ্রীপ্যারীলাল দেবমূর্জ্জা বিরচিত শিব-মাহাত্ম্য দুর্গাচরণপরায়ণ শ্রীরাধাকৃষ্ণচরণপরায়ণ শ্রীপরম পুণ্যবান্ শ্রীরামানন্দ সাহ তস্য পুত্র ধীরবুদ্ধি শ্রীকৃষ্ণভক্তিপ্রদায়ন শ্রীঅমর সাহ। সন ১২৩৭ সাল।

১৭৪। চৈতন্যমঙ্গল (মধ্যখণ্ড)।

রচয়িতা—লোচনদাস।

২৩ পত্রের পর খণ্ডিত। সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। লিপিকাল অনুল্লিখিত। আরম্ভ,—

শচীর দুলাল হেম গোরা আরে আরে হয় ॥ধ্রু॥
আদিখণ্ড সায় মধ্যখণ্ডের আরম্ভ।
জাহা শুনিতে তোমা পায় অবলম্ব ॥
মধ্যখণ্ড কহি কথা অমৃতের সার।
নদীয়া বিহার জাথে প্রেমের প্রচার ॥
নদিয়া আসিয়া প্রভু আনন্দিত চিত্তে।
সুখে বিলসই বন্ধু বান্ধব সহিতে ॥
নবদ্বীপপ্রবাসী যত ব্রাহ্মণ-কুমার।
সৎকুলসম্ভব তারা অতি শুদ্ধাচার ॥
বড়ই সুকৃতি তারা ধন্য তিন লোকে।
আপনে ঠাকুর বিদ্যাদান দিল জাহাকে ॥
এই মত শিষ্যগণ পঢ়ায় ঠাকুর।
প্রকাশিব নিজ প্রেমা আনন্দে প্রচুর ॥
এক দিন নিজগৃহে আছিলা সুতিঞা।
কৃষ্ণপ্রেমানন্দে কান্দে বিকল হইআ ॥
বিস্মিত হইআ শচী বিশ্বম্ভরে পুছে।
কি লাগিয়া কান্দ বাপু দুঃখ কর কিসে ॥
মায়ের বচন শুনি না দিল উত্তর।
রোদন করএ প্রভু আনন্দে বিকল ॥
তবে সেই শচী দেবী মনে মনে গুণে।
কৃষ্ণ অনুগ্রহ এই জানিল লক্ষণে ॥
বড় ভাগ্যবতী শচী সব তত্ত্ব জানে।
পুত্রের সমুখে কহে মধুর বচনে ॥

* * *

পুলকিত সব অঙ্গ কম্প কলেবর।
নয়নে গলএ অশ্রুধারা নিরন্তর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে হৃদয় উল্লাস।
কহএ লোচন গোরাচান্দের প্রকাশ ॥

২৩শ পত্রের শেষ,—

বৈষ্ণবের হিংসা করে যে মুগধ জন।
নরকে পড়িলে তার নাহিখ শরণ ॥
বৈষ্ণব স্মরণ লয়ে মোরে করে দ্বেষ।
তারে ক্ষমা করি আমি ঘুচাইয়া ক্লেশ ॥
ইহা বলি গেলা প্রভু শ্রীবাস আলয়।
বসিয়া সকল কথা কহ মহাশয় ॥
পথেত দেখিল ব্যাধিকুষ্ট একজন।
অপরাধ ভুঞ্জিব সে অনেক জনম ॥
তার অপরাধে সে গলিত সব দেহ।
তাহারে দেখিঞা মোর * * * ॥
পরিত্রাণ কর তাকে সেই অপরাধী।
কে করউ পরিত্রাণ তোর অপরাধী ॥
যদি বা আপনে তুমি দয়া দৃষ্টে চাহ।
তবে সে নিস্তার পায় তোমার কৃপায় ॥
এ বোল শুনিঞা সে শ্রীবাস পণ্ডিত।
হাসিতে লাগিলা প্রভুর শুনিঞা চরিত ॥
মুঞি মহাধম ছার মোরে হেন বল।
মোর হাতে পাপী জন পরিত্রাণ কর ॥
মোর ঠাঞি তার দোষ ঘুচিল সর্ব্বথা।
প্রসন্ন হইলু মো ঘুচুক তার বেথা ॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু করে হরিনাদ।
নিস্তারিল কুষ্ঠব্যাধি কইল পরসাদ ॥

শুন সব জন বিশ্বম্ভরের চরিত।
শুনিলেই প্রেমভক্তি পাইবে তুরিত॥
অতি অপরূপ এই নদিয়া প্রকাশ।
শুনিতে আনন্দে ভোরা এ লোচনদাস॥

১৭৫। সুদামা-চরিত্র।

রচয়িতা—পরশুরাম দ্বিজ।

পত্রসংখ্যা—৬; সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপি-কাল অনুল্লিখিত।

আরম্ভ—শ্রীশ্রী৵রাধাকৃষ্ণ। অথ সুদামাচরিত্র লিখ্যতে।

কহ কহ শুকদেব পরীক্ষিত বলে।
জে জে কর্ম্ম গোবিন্দ করিলা কুতূহলে॥
সেই বাক্য জাহাতে কৃষ্ণের গুণগাথা।
সেই সে পুরাণ জাথে শুনি কৃষ্ণকথা॥
সেই হস্ত ধন্য যদি কৃষ্ণকর্ম্ম করি।
সেই মন জাহাতে সকল ঘটে হরি॥
মস্তকের সার্থক হয় প্রণাম নারায়ণে।
চক্ষুর সার্থক হয় কৃষ্ণ দরশনে॥
এতেক বলিলা যদি রাজা পরীক্ষিত।
কৃষ্ণ-সুখে ব্যাসসুত হল্যা আনন্দিত॥
শুন শুন পরীক্ষিত হঞা একমন।
আছিল কৃষ্ণের সখা বিপ্র একজন॥
সুদাম তাহার নাম জগতে বিদিত।
সর্ব্বশাস্ত্র জানে সেই বিচারে পণ্ডিত॥
লোভ মোহ নাহি তার নাহি অভিমান।
সংসারে দরিদ্র নাহি তাহার সমান॥
অতি বড় পতিব্রতা তাহার রমণী।
স্বামিপরায়ণা সেই বড়ই দুস্খিনী॥
স্ত্রী পুরুষে দুই জন বড় কষ্ট পায়।
অনায়াসে কিছু জোটে তবে তাহা খায়॥
জীর্ণ বস্ত্র পরিধান তৃণশূন্য ঘর।
অস্থিচর্ম্মসার মাত্র দেখি কলেবর॥
অন্ন অভাবে দোঁহার অঙ্গ হইল দড়ি।
তৈল অভাবে দোঁহার অঙ্গে উড়ে খড়ি॥
এইরূপে দুই জনে করে গৃহবাস।
অনলের শিখা যেন ছাড়য়ে নিশ্বাস।
একদিন বিপ্রপত্নী স্বামীর সাক্ষাতে।
ক্ষুধায় আকুল হঞা দাণ্ডাইল যোড়হাতে॥
শুন শুন প্রাণনাথ সকরুণ বাণী।
ত্রিভুবনে মোর সমান নাহিক দুস্খিনী॥

* * *

উদরের অন্ন হইল রজত কাঞ্চন।
যদি কথা রাখ তবে করি নিবেদন॥
কৃষ্ণ হইল সখা তোমার দ্বারকা নগরে।
লক্ষ্মী যার পদসেবা অবিরত করে॥
হেন সখা বিদ্যমানে এত দুস্খ পাও।
তব দুস্খ দূর হব তার ঠাঞি জাও॥
তিঁহো অনাথের নাথ আর কেহো নাঞি।
সব দুস্খ দূর হয় জাও তার ঠাঞি॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

সূর্য্যের উদয় হল্য দিগের প্রকাশে।
আইলা গুরু নাথ আমা সবার তলাসে॥
হেন কালে মোরা সব আসি সেই পথে।
আমা সভা দেখি গুরু লাগিলা কান্দিতে॥
আইস আইস পুত্র সব আইসহ নিকটে!
বড় দুস্খ পাল্যা আজি বিষম সঙ্কটে॥
হায় হায় ভাগ্যে সব রক্ষা পাল্য প্রাণ।
গুরুপদে মোরা সব করিল প্রণাম॥
তবে গুরুদেব হল্যা হরিষ অন্তরে।
অনেক আশিস্ কল্য আমা সভাকারে॥
তবে গুরুমাতাকে করিল নমস্কার।
লজ্জা পাঞা আশীর্ব্বাদ করিল অপার॥
আর কত কর্ম্ম করি গুরু-নিকেতনে।
কতেক কহিব সখা সব পড়ে মনে॥
আজি তুমি কহ সখা কল্যাণ কুশল।
বিপ্র বোলেন প্রভু তুমি ভুবনমঙ্গল॥

তোমার সহিত প্রভু * * গুরুকুলে।
ইথে মোর কোন চিন্তা কল্যাণ কুশলে ॥
দ্বিজ পরশুরামে গায় পুরাণের সার।
কিসের অভাব তার কৃষ্ণ সখা যার ॥

শেষ পত্র,

ব্রাহ্মণী সহিত বিপ্র প্রবেশিলা ঘর।
লক্ষ্মী নারায়ণ জেন হইলা একত্তর।
সুবর্ণের ঝারিতে দাসীতে ঢালে জল।
ব্রাহ্মণী ধোয়াইল তার চরণযুগল ॥
সেই জল লঞা দেবী মস্তকে তুলিল।
আনন্দসাগরে ভাসে সীমা না পাইল ॥
বস্ত্র আনাইঞা দিল পরিবার তরে।
অগুরু চন্দন দিল সকল শরীরে ॥
নানা দ্রব্য উপহারে করাল ভোজন।
সুবর্ণময় দেখে সব ইন্দ্রের ভুবন।
এত ধনে মত্ত হল্যা সুদামব্রাহ্মণ।
অনুক্ষণ ভাবে সেই গোবিন্দচরণ ॥
শুন শুন ভক্তলোক হঞা একমন।
সুদামের দারিদ্র্য ভঙ্গিলা নারায়ণ।
জেবা কহে জেবা শুনে জেবা করএ স্মরণ।
সর্ব্বকাল সুখে জাএ বৈকুণ্ঠ ভুবন ॥
শ্রীভাগবতকথা কন শুক মহাশএ।

শেষ কয় ছত্র নাই।

১৭৬। শ্রীজীব গোস্বামীর স্মরণীয় টীকা।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

পত্রসংখ্যা—৮। শেষ পত্র নাই। পত্রের আকার বৃহৎ। এই গ্রন্থখানি শ্রীজীবগোস্বামীর স্মরণীয় টীকানুসারে রচিত।

আরম্ভ /৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ। অথ শ্রীজীব গোসাঞির স্মরণীয় টিকানুসারে। পদবাৎসল্যং স্মরনিঅ দায়তে। বন্দেহং শ্রীগুরোঃ ইত্যাদি। শ্রীসনাতনরূপ উবাচ,—

অষ্ট বচ্ছর আগে রূপ গেলা বৃন্দাবনে।
সনাতন থুঞা হেতা সুখ নাহি মনে ॥
রাত্রি দিনে ভাবে রূপ গৌরাঙ্গ-চরণে।
সনাতন সঙ্গে পুন করাহ মিলনে ॥
এই রাধা করি মোনে ফিরি বৃন্দাবনে।
যুগলকিশোর পাদপদ্ম অবধানে ॥
তথাহি—মোর কর্ম্ম অভাগেন ইত্যাদি।
পাতসার উজির হঞা আছেন সনাতন।
রূপের লাগিঞা সদা স্থির নহে মন ॥
গৌরাঙ্গপদারবিন্দ করে আরাধন।
বিষয়-বন্ধন প্রভু করহ মোচন ॥
বিষয়-বিষের জ্বালা সহনে না জায়।
হৃদয়ে পুড়িঞা মরি কি করি উপায় ॥
এইভাবে রাত্রি দিনে কান্দেন সনাতন।
না ধরে নয়ানে জল বিরস বদন ॥
দেখিঞা সঙ্গের লোক খিদমতগারি।
মনে মনে ভাবে সবে হয় চমৎকারী ॥
অন্যেরে জানাইল গিঞা পাতসার স্থানে।
স্বাহের স্বানামৎ গরিবের নেওাজ মোর আরজ এক।
উজির ঠাকুর সদাই কান্দেন নাহি জানি ভেদ ॥
শুনিঞা উকিল মুখে হইলা বিস্মরিত।
আনহ সনাতন কৈছে আছেন কোন রিত ॥
হুকুম হইল সনাতনে আনিবারে।
ধরিঞা আনিল উকিল সনাতন তরে ॥
আবেশ হইঞা আছেন শয়ন করিঞা।
হেন কালে উকিল সব উত্তরিলা গিঞা।
উজির ঠাকুর বলি ডাকে ঘনে ঘন।
নিদ্রা হতে চমকি উঠিলা সনাতন ॥
সকল উকিল তবে করি নমস্কার।
পাতসারে হুকুম হুজুর জাইবার ॥ ইত্যাদি

মধ্য,—

পরম পুরুষ সেই নাহি তার পর।
আদি অন্ত অনন্ত কহিতে নারে মহেশ্বর॥
চারি বেদে গণিঞা জাহার গুণ না পায়।
হাহাকার করি ব্রহ্মা কান্দএ সদায়॥
চম্পককলিকা নাম চারি বেদের সার।
জে শরীর হইতে হয় যুগলকিশোর॥
শুনিঞা এ সব কথা সনাতন-মুখে।
শ্রীরূপ পুছেন তত্ত্ব পরম কৌতুকে॥
রজোবিন্দু বিনে জন্ম কেমন প্রকার।
কর্ণে শুনি চক্ষে দেখি হৃদয় কর সার॥
তিনে এক পাইলে বুঝে মনুষ্য মুগধ।
মিনি গর্ব্ভবাসে নাহি কোন নরে॥
অযোনিসম্ভব জন্ম হয় কোনরূপে।
নহে জে কথা কোন যোগরূপে॥
বহুভাগ্যে হেন কথা শুনিব শ্রবণে।
জন্ম জন্মান্তরে পাপ যে ছিল লিখনে॥
খণ্ডিল সে সব দুঃখ যমের কবলে।
ইহা বলি অশ্রু বহে নয়নযুগলে॥ ইত্যাদি।

অন্যত্র,—

যোগনিদ্রা কারে বলি কেমত প্রকার।
কিরূপে চৈতন্য তবে হইল তাহার॥
* * * *
তবে সনাতন বলে কহিয়ে তোমারে।
চৈতন্য পাইল জীব সেই অনুসারে॥
পঞ্চ আত্মা পঞ্চ স্থানে আছে নিয়োজিত।
কারু সঙ্গে দেখা শুনা না হয় সমুচিত॥
প্রাণের সহিত ব্যান না ছিল মিলন।
তদবধি তাগাতে ছিলা অচেতন॥
উদান অপান সমান তিন জন।
এই তিন প্রাণের সঙ্গে করেন মিলন॥
প্রাণ বলেন এই তোমারা তিন জন।
ব্যান অচেতন নিদ্রা জায় কি কারণ॥
জোড় হস্ত করি তবে কহিল তিন জন।
অজসদ করি ব্যান হয়ে অচেতন॥
প্রাণনাথ শুনি তবে এতেক বিচার।
এমন পাপিষ্ঠ জন কেনে আছে আর॥
এইমত আত্মনাদ করিল কতক্ষণ।
উদানে ডাকিঞা করিলা আত্মনিবেদন॥
মুনে কেন না জান এ সব সমাচার।
আমা হইতে নহিল ইহার প্রতিকার॥
উদানে কহিল গিয়া মুনের গোচরে।
ব্যান অচেতন দেখি প্রাণ কাতরে॥
আহা আহা করি প্রাণ কহিলা সর্ব্বে।
এ কথা শুনিলা জবে উদানের মুখে॥
কহিলা চৈতন্য মুনে পরম কৌতুকে॥
উঠ উঠ প্রাণ তুমি কেবল বর্ব্বর।
তোমার অচেতন বিনে প্রাণ কাতর॥
এ বোল শুনিঞা ব্যান উঠিল লাফ দিঞা।
যোগনিদ্রাভঙ্গ হইল চমকিত হইঞা॥
প্রাণের সহিত হৈলা পঞ্চ সহদর। ইত্যাদি।

শেষ পত্র,—

চম্পতকলার প্রাণ শ্রীরসমঞ্জরি।
এক কুঞ্জে করে বাস অশেষ চাতুরি॥
দক্ষিণে চম্পক কুঞ্জে অতি শোভা করে।
কুঞ্জের মাধুরি হেরি পেকান মউরে॥
সারি শুক করে গান কুঞ্জের আশে পাশে।
রঙ্গদেবী হরষিত সেই কুঞ্জে বসে॥
চতুর্দ্দশ আট মাস আর তিন দিন।
পদ্মকুঞ্জে লাবণ্য এই তার চিন॥
রঙ্গরেঙ্গের বা জোত বস্ত্র পরে।
হেরিঞা দোঁহার অঙ্গ চামর সেবা করে॥
রঙ্গদেবীর প্রাণ হয় স্বরূপমঞ্জরি।
একি কুঞ্জে করে বাস আনন্দ বেহারি॥
নৈঋত কোণে শ্যামকুঞ্জ শ্যাম বর্ণ ধরে।
সুদেবী ঠাকুরাণী তাহে বাস করে॥
চতুর্দ্দশ সপ্ত মাস চৌদ্দ দিন বার।
বএস নিয়ম এই কহিল তাহার॥
চান্দ বরণ অঙ্গ মাজিঞা উগারে।
অরুণ বসন শোভে কটির উপরে॥

জেন সেবা করে সেই ঝারি নঞা করে।
দুই মুখ হেরি সদা আনন্দ অন্তরে ॥
কস্তুরিমঞ্জরি করে সেই কুঞ্জে বাস।
হাস্যরসে আনন্দিত কত উপহাস ॥
পশ্চিমে অরুণ কুঞ্জ অরুণ বর্ণ ধরে।
ললিতা ঠাকুরাণী তাহে বাস করে ॥
ইহার পর হইতে পুথিখানি খণ্ডিত হইয়াছে।

১৭৭। বৈষ্ণব-বন্দনা।

রচয়িতা—মাধবাচার্য্য।

৮ পত্রের পর খণ্ডিত। প্রাচীন পুথি। আরম্ভ,—
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণ প্রসাদতে ॥ বন্দে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য ইত্যাদি।

জয় জয় কৃপাসিন্ধু পতিত জনার বন্ধু
শ্রীচৈতন্য পরাণ আমার।
যুগধর্ম্ম আরোপিতে নিজভাব মনোবৃতে
ভুবনমঙ্গল অবতার ॥
শ্রীগুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনে ঐক্য করে ভাব
কায়মনে ছাড়ি অন্য খেদ।
তিন বস্তু এক দেহ সাধু শাস্ত্র-মত নেহ
জীব তরাইতে মূর্ত্তিভেদ ॥
শ্রীগুরুকরুণা লেশে অজ্ঞান-তিমির নাশে
বৈষ্ণবানুগ্রহে প্রাপ্তি কৃষ্ণ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব বিনে কৃষ্ণ দিতে নারে আনে
সাধু সঙ্গে সদা কর তৃষ্ণ ॥
ঘোর কলিকাল কলি দংশিল সকল অলি
বিষে বিশ্ব বিভোলে পড়িল।
অচৈতন্য জীব দেখি কৃপায় কমল-আঁখি
নিজ নাম-মন্ত্রে জিআইল ॥
শ্রীনন্দনন্দন কৃষ্ণ রাধাভাবে হঞা তৃষ্ণ
সাঙ্গোপাঙ্গে আইলা অবনি।
জগন্নাথ মিশ্রসুত শচীগর্ভে আবির্ভূত
দ্বিজবর ন্যাসি-শিরোমণি ॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—
অনেক ভকতি করি বন্দিল ঈশ্বরপুরী
প্রেমের সমুদ্র পৌর্ণমাসি।
মহাপ্রভু কল্পতরু জাহারে করিঞা গুরু
আপনাকে ধন্য হেন বাসি ॥
অবনী লোটাঞা কায় কেশব ভারতী পায়
প্রণতি স্বরূপ স্বর্গবাসী।
জবে প্রভু গৌরহরি গুরু বলি নমস্করি
যে করিল প্রভুরে সন্ন্যাসী ॥
বন্দো রামচন্দ্র পুরী আপনে গৌরাঙ্গ হরি
বৈল জারে রঘুবিব্বেগণ (?)।
অভিন্ন উদ্ধব বন্দো শ্রীপুরী পরমানন্দ
কৃষ্ণ-সুখে সুখী যার মন ॥
বন্দো দামোদর পুরী যার রস গৌরহরি
সত্যভামা সম ভাবে জার।
শ্রীনৃসিংহানন্দ ন্যাসী কৃষ্ণগুণ-সুবিলাসী
চরণযুগল বন্দো তাঁর ॥ ইত্যাদি।

শেষ পত্র,—
সঙ্গীত সুখের রসে বন্দো বলরাম দাসে
জার নৃত্য নিত্যানন্দ ধ্যান।
অতিশয় প্রেমানন্দ মহেশ পণ্ডিত বন্দ
কৃষ্ণপ্রেম উন্মাদ মহান্ ॥
বন্দো হঞা সাবহিত শ্রীজগদীশ পণ্ডিত
প্রেমময় নৃত্য-বিনোদী।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বন্দো বৃন্দাবনদাস
নারায়ণী-সুত প্রেমনিধি ॥
বড়গাছি গ্রামে বাস ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস
বন্দ জীব নিত্যানন্দপ্রাণ।
পরম সাদরে বন্দ অবধূত পরমানন্দ
প্রেমোন্মাদে নাহি বাহ্যজ্ঞান ॥
বন্দিল অনাদিবাস পণ্ডিত শ্রীগঙ্গাদাস
প্রেমময় পরম বিদ্বান্।
মধুর চরিত্রানন্দ যদুনাথ দাস বন্দ
সকল গুণের সে নিধান ॥

পুরুষোত্তম পুরী প্রতি প্রণাম পড়িঞা অতি
তবে বন্দো তীর্থ জগন্নাথ।
ইহার পর হইতে পুথিখানি খণ্ডিত হইয়াছে।

১৭৮। ভক্তি-চিন্তামণি।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস।

আমরা এই অপ্রকাশিতপূর্ব্ব বৃহৎ প্রাচীন পুথির মাত্র কয়েকটি পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্রথম পত্রে,—

কুমার বএসে হৈতে ভক্তিধর্ম্ম যজ।
বিষয়-বাসনা তেজি জগন্নাথ ভজ॥
মনুষ্য দুর্ল্লভ জন্ম ক্ষেণেকে ভঙ্গুর।
বিষ্ণুভক্তি সাধনের সেই সে রসাঙ্কুর॥
আর যত ধর্ম্ম দেখ স্বর্গ আদি ভোগ।
কালান্তরে নষ্ট হএ সেই সব লোক॥
সে সব ধর্ম্মতে বন্ধু যত্ন না করিহ।
ভাগবত ধর্ম্মে মন সুদৃঢ় করিহ॥
বিষ্ণুভক্তি জনাতে সভে অধিকারী।
কি বিপ্র কিবা শূদ্র কিবা পুরুষ নারী॥
দান ব্রত তপ শৌচ বেদ অধ্যয়ন।
প্রভুর ভজনা বিনু সব বিড়ম্বন॥
প্রথমে সৎকুল ধর্ম্ম বিদ্যারূপ।
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ বুদ্ধি প্রতাপ স্বরূপ॥
শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে ভাবিঞা বিষয়।
ভক্তিচিন্তামণি কৈল সর্ব্বপাপ ক্ষয়॥
॥ পঞ্চম অধ্যায়॥

ভণিতা অন্যত্র,—

১। শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে শুন সর্ব্বলোক।
হরিকথা শ্রবণে হরএ সব শোক॥
২। শ্রীবৃন্দাবন দাস কহে শুন সাবধানে।
ভক্তিচিন্তামণি কথা অপূর্ব্ব কথনে॥
৩। শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ আনন্দ-সরণি।
শ্রীবৃন্দাবনদাস কহে ভক্তিচিন্তামণি॥

১১২ পত্রের শেষ,—

কৃষ্ণগুণ নাম জেবা মনারামে গায়।
মনের বিমতি তার সব দূরে জায়॥
নানা রস হরিগুণ গাইতে বিচিত্র।
অতুল মহিমা রস ভুবনবিচিত্র॥
কৃষ্ণ বিনে যত করি সকল কুকথা।
সে কথা শুনিতে সকল পায় ব্যথা॥
সে সব কথাতে মতি উত্তমে না করে।
কাকের সমাজে জেন হংস নাহি চরে॥
মহাসরোবরে জেন নির্ম্মল জল।
নানা বর্ণে ফুটে জেন উত্তম কমল॥
সেই সরোবর মাঝে জত রাজহংস।
সুখে ক্রীড়া করে তাথে নিয়া নিজ বংশ॥
হংস না হএ জেন কাকের মিলন।
কুকথাতে মতি না দেন ভাগবত জন॥
কৃষ্ণকথা বিনে জেন সকল কুকথা।
অবোধিয়া মোনের জেন জন্ম জায় বৃথা॥
অরসিক জনার জেন কৃষ্ণকথায় মন।
রসিক জনের যেন কৃষ্ণ কথায় মন॥ ইত্যাদি

১৭৯। তত্ত্বসার নিরূপণ।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত।

মাত্র শেষ পত্র (৯ম) আছে। লিপিকাল ১২০৫ সাল। শেষাংশ,—

অষ্ট সখীর অষ্ট কুঞ্জ বর্ণ অষ্ট সেবা করে।
অষ্ট বস্ত্র অষ্ট বর্ণ অষ্ট সখী পরে॥
অষ্ট বএস অষ্ট সখীর জাক জত দিন।
বর্ণভেদ রাখিবে জাক স্নেহ চিন॥
সখির প্রাণ অষ্ট মুঞ্জরি কহিল তোমারে।
এতেক সুনিঞা রাখিহ হৃদয় ভিতরে॥
নিত্যস্থানে মুঞ্জরি সখি বৃন্দাবনে।
অষ্ট আত্মা মোন মুক্তি রস আস্বাদনে॥

সাধকে শুনিঞা কানে দেখিবে নয়ানে।
বিনা গুরু উপদেশে না জানে মরমে॥
সাধ্য সাধন এই কহিল তোমারে।
ইহা পর আর নাহি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
তদ্ভাবভাবিত মুঞ্জরি পরিচয়।
উপাসনা হই এই কহিল নিশ্চয়॥

শ্রীরূপসনাতনসম্বাদে উপাসনা আছা সমাপ্ত। ইতি শ্রীতত্ত্বসার নিরূপণ ইতি। সন ১২০৫ সাল তারিখ ২০ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল বারে সমাপ্ত হইল্য। জথা দিষ্টং তথা লিখিতং। শ্রীসাধুচরণ সৌ সাং অমৃতপুর।

১৮০। নারদ-সংবাদ।

রচয়িতা—বৃন্দাবনদাস।

পত্রসংখ্যা—প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত। ১৬৭ সংখ্যক পুঁথির প্রতিলিপি। আরম্ভ,—

/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ।

কেন রে পামর মন কৃষ্ণ না ভজিল।
আসিঞা ভুবন মাঝে কোন কর্ম্ম কৈল॥
পাইআ সকল সুখ বান্দিআছ বাসা।
কৃষ্ণ ছাড়ি ধোনে মন করিআছ আসা॥
পাইআ দুর্ল্লভ দেহ না কৈলে ভজন।
না বসিলে সাধু সঙ্গে না কৈলে ভ্রমণ॥
গুরু আজ্ঞা কৈল ভজিতে সাধু জন।
কেনে গুরুর বাক্য করিলে হেলন॥
গুরু কৃষ্ণ এক করি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
গুরুভক্তি হইলে তবে কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়॥
গুরুকে ছাড়িআ কৃষ্ণ করএ ভাবন।
কৃষ্ণপ্রাপ্তি নাহি তার শ্রম অকারণ॥
গুরুব্রহ্ম গুরুব্রহ্ম গুরু সে সম্পদ।
ইথে ভাল সাক্ষী আছে মুনি জে ন্যারদ॥
কৃষ্ণ সাক্ষাতে যত্নে নিজ গুণ গান।
মৃগ পক্ষী ঝুরে কিবা মিলায় পাষাণ॥
কৃষ্ণসংকীর্ত্তন করি জান নিজ গুণে।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে জারে করএ বাখানে॥
যেখানে নারদ মুনি থাকেন বসিআ।
সে স্থানের মৃত্তিকা প্রভু ফেলেন মুদিআ॥

১৮১। সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা।

রচয়িতা—রামচন্দ্র দাস।

খণ্ডিত পুথি, মাত্র শেষ পত্র আছে। অস্পষ্ট লিপি। শেষাংশ,—

শ্রীচৈতন্য প্রভু মোরে করহ প্রসাদ।
ধাষ্ট্র্যতা করিনু বহু ক্ষেম অপরাদ॥
জয় জয় শচীসুত জগতের প্রাণ।
শরণ লইনু তুয়া কর মোর ত্রাণ॥
জয় জয় নিত্যানন্দ করুণাসাগর।
করুণা কর প্রভু মো অতি পামর॥
জয় জয় অদ্বৈতচন্দ্র জীবহিতকারী।
মো অধমে কৃপা কর মোর পাপ ভারি॥
জয় জয় ভক্তবৃন্দ সর্ব্বগুণদাতা।
স্মরণ লইনু দেহ পাদপদ্মছায়া॥
তাঁহার ছায়ায় বসি যুড়াক জীবন।
এই কৃপা কর মোরে লইল শরণ॥
জয় জয় কৃপাময় শ্রীগুরুগোসাঞি।
মোরে কৃপা কর মোর আর কেহ নাঞি॥
সবার চরণপদ্মে করি অধিকা।
সমাপ্ত করিলু এই সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা॥
গুরুপাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা কহে রামচন্দ্র দাস॥

১৮২। গোবিন্দ-মঙ্গল।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস।

প্রথম দুই পত্র নাই। লিপিকাল ১২৩৭ সাল, ১৮ই ফাল্গুন, ১৮৩০ সাল।

৩য় পত্রের প্রথমাংশ,—

প্রসাদের মুখ হেরি বলে নৃপমণি।
শিখাছ কেমন বিদ্যা পড় দেখি শুনি॥
প্রসাদ বলেন শুন সারোদ্ধার বাণী।
রাধা কৃষ্ণ নাম বিনে অন্য নাহি জানি॥
নবীন বিনোদ শ্যাম রাজীবলোচন।
কিরীট কুণ্ডল বনমালা বিভূষণ॥
অভয় পদারবিন্দ জেবা জন ভজে।
যত বিদ্যা সংসারের সার বিদ্যা সাজে॥
এত ভক্তি হৈল যদি শিশুর বদনে।
দূর হ পাপিষ্ঠ বলি হস্ত দিল কানে॥
আমার কপালে কৈল তোর দোষ নাঞি।
শিখাছ এ সব বিদ্যা আচার্য্যের ঠাঞি।
হরিকথা স্মরণে অশেষ পাপ নাশে।
গোবিন্দমঙ্গল গীত গান কৃষ্ণদাসে।

শেষ বা ৪র্থ পত্রের শেষাংশ,—

রাজা বলে জে নাম শুনিআ অঙ্গ জলে।
বারে বারে আমায় সে নাম নিতে বলে॥
মারহ বলিআ উঠিল মহারাজ।
মার রে পাপিষ্ঠ বেটায় রেখে নাই কাজ॥
সম্মুখে আছিল রাজার তিন কোটি সেনা।
রাজআজ্ঞা পাইঞা ধাইল সর্ব্বজনা॥
কেহ ত মুটকি মারে কেহ ধরে গলা।
প্রসাদ বলেন কৃষ্ণ তুমি কোথা গেলা॥
দড়ি দিঞা বান্ধে কেহ কাকালে দেয় ডোর।
সভামধ্যে প্রসাদ হইল [জেন] চোর॥
সকল কাড়িঞা লইল পরাইল কৌপীন।
ঘর ছাড়ি গৃহে জেন হেন উদাসীন॥
অভরণ কাড়ি নিল দূরে গেল বেশ।
রাজ অভরণ গেল তনু হৈল শেষ॥
রাধাকৃষ্ণ নাম শিশু অন্তরে ধেয়ায়।
গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণদাসে গায়॥

১৮৩। দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

খণ্ডিত পুথি। ২, ৩ ও ৪ পত্র আছে।

চতুর্থ পত্রের শেষাংশ,—

ভীম দুর্য্যোধনে যুদ্ধ অপূর্ব্ব হইল।
দেখি সব যোদ্ধাগণ অদ্ভুত মানিল॥
নকুলের সহ যুদ্ধ করে দুঃশাসন।
ধৃষ্টদ্যুম্ন সহিত অশ্বত্থামা করে রণ॥
কৃপের সহিত যোঝে পাঞ্চাল রাজন।
কি কহিব যুদ্ধ তার না জায় কথন॥
মদ্রপতি সহিত যোঝএ চেকীতান।
বিরাটের সহ যোঝে কাশীর ভূপাল॥
জন্মেজয় বলে মুনি কহ আর বার।
সঙ্ক্ষেপে কহিলে কহ করিয়া বিস্তার॥
মহাভারতের কথা অমৃত সোমান।
কাশীরাম দাস কহে শুন পুণ্যবান্।
মুনি বলে শুন পরীক্ষিতের নন্দন।
হেন মতে যুদ্ধ করে সব যোদ্ধাগণ॥

১৮৪। সাধন-তত্ত্ব।

রচয়িতা—অনুল্লিখিত। প্রথম পত্রের পর খণ্ডিত। সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি। সংস্কৃত শ্লোকগুলি লাল কালিতে লিখিত হইয়াছে।

আরম্ভ—

/৭শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য ইত্যাদি।
শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রাণ মোর যুগলকিশোর।
জীবনে মরণে গতি আর নাহি মোর॥
শ্রীগুরু হইতে ভাই পাই এই ধন।
কায়মনে ভজ ভাই তাহার চরণ॥
এই ত দয়ার সিন্ধু শ্রীগুরু গোসাঞি।
তাহার কৃপায় ভাই হেন ধন পাই॥

প্রথমে মন্ত্র কৃপা করি কুল উদ্ধারিলা।
অন্ধকার দূর করি মাণিক বসাইলা ॥
কর্ম্মছেদ করিলা ভক্তি বিস্তার করিঞা।
বর্ণাশ্রম করিলা দূর দাস আজ্ঞা দিঞা ॥
সাধক হইলা তবে দাস নাম ধরি।
তৎপর থুইলা নাম সিদ্ধমঞ্জরী ॥
সাধ্য সিদ্ধের জত করণ কারণ।
সংক্ষেপে কহিব কথা শুন সর্ব্বজন ॥
আদৌ অনন্যমন নিবিষ্ট নিবেদন।
নিরপেক্ষ সদাগতি নিষ্ঠা ভজন ॥
বৈদিগ দূর করি বৈষ্ণব সঙ্গ পাই।
হরিনাম সাধন করিবে সদাই ॥
শ্রীগুরু স্মরণ কর বৈষ্ণব আরাধন।
ভক্তিগ্রন্থ অনুসন্ধান পরমার্থে মন ॥
ব্রজমণ্ডলে বাস পরকীয়া আস্বাদন।
তরু হৈতে সহিষ্ণুতা অমানিমানন ॥
এই মত স্মরণেতে ভকতি প্রবল।
তবে সে সাধন করিতে পাইবে সকল ॥
সাধনের নাম শুন প্রাপ্তি মঞ্জুরি।
কহিব সাধন সেবা ব্রজানুসারি ॥
তথাহি—পিপাসা চাতকী মত্ত ইত্যাদি।
আপন স্বভাব জানি করিবে সাধন।
উপাসনা জ্ঞান ভাই পরম কারণ ॥
উপাসনা ঠিক হৈলে দেহ জারণ হয়।
পূর্ব্ব বর্ণ ত্যাগ করি কাঞ্চনে মিলায় ॥
উপাসনা মেনে সদা কল্পনা করিঞা।
জেন মত পূর্ণকুম্ভ শিরেতে ধরিঞা ॥
তথাহি—স্বাভীষ্টঃ সহজপ্রাপ্তি ইত্যাদি।

১৮৭। **অশ্বমেধ পর্ব্ব।**

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৯৩। সমগ্র ও সম্পূর্ণ গ্রন্থ। লিপিকাল—১২৬৬ সাল।

আরম্ভ,—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকিষ্ট। অথো য়শোমেধ পর্ব্ব লিখ্যতে। নারায়ণ নকিশ্চতং নরঞ্চৈব নরত্তম ইত্যাদি।

জন্মেজয় বলে তবে কহ তপোধন।
কোন কোন কর্ম্ম কৈল পিতামহগণ ॥
পঞ্চ ভাই যুধিষ্ঠির মহা পরিবারে।
কি কর্ম্ম করিলা রহি হস্তিনা নগরে ॥
বৈশম্পায়ন বলে শুন জনমেজয়।
রাজা হইলা যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের তনয় ॥
কৃষ্ণ উপরোধে রাজ নিল যুধিষ্ঠির।
প্রজার পালন করে ধর্ম্মের শরীর ॥
রামের পালন জেন অযোধ্যার প্রজা।
তেনমতে পৃথিবী পালেন মহারাজা ॥
সুপালনে ধনবান্ জত প্রজাগণ।
সভে বোলে ধর্ম্মপথে নিপতির মন ॥
যুধিষ্ঠির রাজার নাহিক মন।
সতত থাকেন রাজা বিরস বদন ॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল সুমতি।
বসিঞা করিল যুক্তি ধর্ম্ম নরপতি ॥
শুন ভাইগণ সর্ব্ব আমার বচন।
স্থির নহে চিত মোর কিসের কারণ ॥

মধ্য,—
এত বলি রাজন পুত্রশোকে অচেতন
প্রবোধ করএ রাজরাণি।
শোক সিন্ধু তেয়াগিয়া যজুনের নিপাতিয়া (?)
আনিঞা দেখাহ চক্রপাণি ॥
জন্মিলে মরণ ভয় আছে রাজা মহাশয়
আজি কিবা শতেক বচ্ছরে।
কেহ চিরজীবী নহে * * *
আনিঞা দেখাও গদাধর ॥
পুণ্য পুণ্য উঠ যুক চমকিত সর্ব্বলোক
তৈলদান দেখ কুন জন।
সুধন্বা বসিঞা আছে জেন পদ্ম হৃদিমাঝে
কৃষ্ণনাম করিছে স্মরণ ॥

* * * নিপ আগে কহে পাত্র
অবধানে শুন হংসধ্বজ।
সুধন্বা নামেন তৈলে সঞ্জানে কুতুহলে
দেখ জেন প্রফুল্ল পঙ্কজে॥
ভারতের পুণ্য কথা শ্রবণে নাশএ বেথা
কলির কলুষ হয় নাশ।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনার প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥

শেষ,—

রথে আরোহিলা কৃষ্ণ পরিবার সহিতে।
বিদায় হইয়া সভে গেল দ্বারকাতে॥
রহিলেন পঞ্চ ভাই হস্তিনা নগরে।
রাজভাগ করে ভীমার্জ্জুন নিপবরে॥
শুন জন্মেজয় রাজা কহি যে তোমারে।
অশ্বমেধ সাঙ্গ কথা হইল এত দূরে॥
অশ্বমেধ যজ্ঞকথা শুনে জেই জন।
তাহারে করেন কৃপা দেব নারায়ণ॥
অচলা কমলা তার থাকেন ভুবনে।
আউ বৃদ্ধি হয় রাজা এ কথা শ্রবণে॥
কিন্তু যদি বিশ্বাস থাকয়ে নরপতি।
অন্তে স্বর্গে বাস হয় ব্যাসের ভারতী॥
বিজয় পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥
শুন শুন অরে ভাই হয়ে একমন।
কাশীরাম দাস কহে ভারত পুরাণ॥

ইতি সন ১২৬৬ সাল তাং ২৯ চোত্ত বারে মঙ্গলবার তিথি পঞ্চমি। শ্রীশ্রীহরচন্দ্র সিংহ সাং এতাপুর। শ্রীশ্রীহরমহন শীংহ শ্রীগিরিশচন্দ্র শীংহ ও ঈশানচন্দ্র সিংহ এই সকলে থাকিঞা এই পুস্তক শমাপ্ত হইল। সেই দিন আমাদের গাবাত করিতেছিল। পূর্ব্বমুখ করিঞা শমাপ্ত হইল। ইশানকে এক চাপড় মারিঞাছিলাম। অশ্বমেধ পর্ব্ব সমাপ্ত হইল।

১৮৬। দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৮০। ৮০ পত্রে 'ঘটোৎকচ বধ' সন্দর্ভের পর হইতে খণ্ডিত। পুথির প্রথম পত্রের ললাটে—"১২৭১ সাল মাহ জানুয়ারী" এইরূপ লিখিত আছে। পুথিখানি বিভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক লিখিত।

আরম্ভ,—শ্রীশ্রীহরিঃ শ্রীমধুসূদনঃ। অথ দ্রোণপর্ব্ব লিখ্যতে।

বৈশম্পায়ন কহে শুন জন্মেজয়।
সমরে পড়িল যদি ভীষ্ম মহাশয়॥
দশ দিন যুদ্ধ কৈল সব সেনাগণ।
আপন ইৎসায় ভীষ্ম হইলা পতন॥
ভীষ্ম যদি পড়িল আকুল দুর্য্যোধন।
হাহাকার করি সভে করএ রোদন॥
মহাশোকে রোদন করএ সেনাগণ।
কর্ণে চাহি কহিতে লাগিলা দুর্য্যোধন॥
ভীষ্মের মরণে কর্ণ শোকাকুল মন।
হৃদয় কম্পিত হয়া বসিলা তখন॥ ইত্যাদি।

মধ্য,—

আকর্ণ পুরিয়া বীর এড়এ সন্ধান।
রথ ধ্বজা পদাতিক করে খান খান॥
পলাইল সৈন্যগণ রণে নাহি রয়।
মহাক্রোধে অগ্নি হইলা দ্রোণের তনয়॥
অশ্বত্থামা অর্জ্জুনে হইল মহারণ।
বিস্ময় হইয়া চাহে জত দেবগণ॥
মহাবীর অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
অর্জ্জুন উপরে করে বাণ বরিষণ॥
তবে ক্রোধে ধনঞ্জয় অগ্নি হেন জলে।
সারথির মাথা কাটি ফেলে ভূমিতলে॥
অনেক এড়িল অস্ত্র ইন্দ্রের নন্দন।
বাণাঘাতে অশ্বত্থামা হৈল অচেতন॥

সারথি পলায় তবে নঞা রথ হয়।
অচেতন রথ দেখে দ্রোণের তনয় ॥
কতো ক্ষণে অশ্বত্থামা পাইল চেতন।
ধনুক ধরিয়া তবে করে মহারণ ॥
তবে ধনঞ্জয় ক্রোধে হইলা অস্থির।
সন্ধান পুরিয়া বিন্ধে দ্রোণির শরীর ॥
কবচ ভেদিয়া বাণ অঙ্গেতে ভেদিল।
অচেতন হঞা বীর রথেতে পড়িল ॥
হাহাকার করি ধায় জত যোদ্ধাগণ।
হেন কালে রথে চড়ি মিহিরনন্দন ॥
মহাক্রোধে স্বর্য্যপুত্র সর্পবাণ এড়ে।
সহস্র সহস্র বাণ পার্থে গিয়া বেড়ে ॥
এড়িল গরুড় বাণ ইন্দ্রের নন্দন।
ধরিয়া সকল ফণি করিল ভক্ষণ ॥ ইত্যাদি।

ভণিতা,—

১। দ্রোণপর্ব্ব সুধারস ঘটোৎকচ বধে।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥
২। দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা রচিলেন ব্যাস।
পাঁচালিপ্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস ॥
৩। ব্যাসের চরিত ভাষে শুনে কলুষ নাশে
কায়স্থ কুলেতে উতপতি।
ভারত কহিলা ব্যাস বিরচিল কাশীদাস
ব্যাসদেবের কুলে উপস্থিতি ॥

শেষ পত্র,—
সুবর্ণ প্রদীপ জ্বলে রত্নগৃহমাঝে।
কুসুমশয়নে নিদ্রা জায় মহারাজে ॥
মনোহর নারীগণ করএ সেবন।
এমন করিলা নিদ্রা নহে কদাচন ॥
হেন সব রাজপুত্র নবীন যৌবন।
রণস্থলে নিদ্রা জায় হয়্যা অচেতন ॥
গতায়াতে সৈন্যের শোণিতে কাদা হয়।
রণভূমি দেখিয়া সভার লাগে ভয় ॥
চৌদিগেতে শিবাগণ ঘোর রবে ডাকে।
প্রেত ভূত পিচাস আইল লাখে লাখে ॥
দুর্গন্ধি বাএতে কেহ পথ নাহি চলে।
দেবগণে ভয় লাগে গিয়া রণস্থলে ॥
নিদ্রা জায় রাজাগণ হঞা অচেতন।
শবের উপরে সর্ব্বে করিয়া শয়ন ॥

১৮৭। আদিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

৫২ পত্রের পর খণ্ডিত। আস্তিক কর্ত্তৃক সর্পযজ্ঞ নিবারণ সন্দর্ভ পর্য্যন্ত আছে। প্রথম পত্রের কতকাংশ বিলুপ্ত হইয়াছে।

আরম্ভ,—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ। অথ আদিপর্ব্ব লিখ্যতে।

সর্ব্ব আগে বন্দ মুঞি শ্রীগুরুচরণে।
গুরু ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু * * * ॥
* ব্রহ্মা দেখ ভাই মণ্ডল আকার।
চরাচর ব্যাপ্ত গুরু বিখ্যাত সংসার ॥
অজ্ঞান-তিমিরান্ধ নয়ন কোমল।
জ্ঞানাঞ্জন দিয়া গুরু করিল নির্ম্মল ॥
দিব্য চক্ষু দিল গুরু আখির নিমেষে।
* * গুরু কৈল কৃপাবশে ॥
শবের আকার অঙ্গ পাত্র দান দিল।
সংসারসাগরে পরে দিব্য জ্ঞান পাইল ॥
কৃপা করি গুরুদেব কর্ণধার হৈল।
গুরুর চরণে মুঞি নমস্কার কৈল ॥
কাশীরাম দাস কহে মিনতি সর্ব্বজনে।
দ্বিড় * * ভাই গুরুর চরণে ॥
* * * *

দ্বিপদ পঙ্কজ পঙ্কজে দ্বিভুজ
নয়ানপঙ্কজ পাতা।
বান্ধব পঙ্কজ আদিত্য অজজ
পঙ্কজ জতন শোভিত ॥

তড়িত বরণ তড়িত সদন
তড়িত কবিতস গণ্ডে।
শ্রীবচ্ছলাঞ্ছন কৌস্তুভ-ভূষণ
ত্রৈলক্ষ্য তিমির কুণ্ডে॥
সুচারু সহচরে শিখিপুচ্ছ শত উড়ে
গলেতে বনমালা দুলে।
কিরীট কেউর কঙ্কণ নূপুর
কসি অরুণ অধরে॥
তপন-সুতা-কূলে নিপতরু মূলে
বেড়ি ব্রজকুল সুখে।
এ প্রভু জে জনে ধায় এক মনে
ভজএ কাশীদাস তারে॥

এই পুথির বন্দনাংশ অতিরিক্ত রহিয়াছে—সাধারণ মুদ্রিত পুথিতে এই সকল বন্দনা নাই।

মধ্য,—

বৃহস্পতি বলিল তোমার পূর্ব্বপাপে।
আইসে গরুড় পক্ষ অতুল প্রতাপে॥
চন্দ্রের কারণে আইসে বিনতানন্দন।
অবশ্য লইব চন্দ্র জিনি সর্ব্বজন॥
এত শুনি ক্রোধ হৈল দেব পুরন্দর।
ততক্ষণে আজ্ঞা দিল ডাকে অনুচর॥
পাইঞা ইন্দ্রের আজ্ঞা জত দেবগণ।
সুসজ্জ হইল সভে করিবারে রণ॥
মুনিগণ বলে কহ সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
মুনিগণ বলে কহ সূতের নন্দন।
ইন্দ্রের হইল পাপ কিসের কারণ॥
কশ্যপ ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বিদিত সংসারে।
তার পুত্র পক্ষী কেন কহিবে আমারে॥
কামরূপী হৈল পক্ষ মহাবলধর।
কি হেতু ইহার কহ পূর্ব্ব আভাস্তর॥
সৌতি বলে সেই কথা কহিতে বিস্তার।
সংক্ষেপে কহিএ শুন তার সারোদ্ধার॥

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

শেষ পত্র (৫২),—

নিবর্ত্ত করহ যজ্ঞ সভে বল ডাকি।
ব্রাহ্মণ বালক রাজা না কর অসুখী॥
নিবত্ত নিবত্ত হইল মহাধ্বনি।
নিষেধ করিল যজ্ঞ নিপতি আপুনি॥
তবে ত আস্তিক গেলা আপুনার ঘর।
আস্তিকেরে ধন দিঞা পূজে নিপবর॥
নানা দানে তুষিল জতেক দ্বিজগণে।
নিজ নিজ দেশে সভে করিলা গমনে॥
আস্তিকে কহিল রাজা করিঞা মেলানি।
অশ্বমেধ যজ্ঞকালে আসিবে আপুনি॥
তবে ত আস্তিক গেলা আপুনার ঘর।
কহিল বৃত্তান্ত মাতা মাতুল গোচর॥
শুনিঞা বাসুকি নাগ হইলা আনন্দিত।
নাগলোকে উৎসব হইল অপ্যম্বিত (?)॥
যতেক আছিল নাগ একত্র হইঞা।
আস্তিকেরে পূজা কৈল বহু ধন দিঞা॥
পুনর্জ্জন্মদাতা তুমি নাহিক সংশয়।
বর মাগ দিব তোমার জেবা মন হয়॥

প্রতি পত্রের বাম পার্শ্বে পর্ব্বের নাম এবং দক্ষিণ পার্শ্বে বিষয়ের সূচী লিখিত আছে।

১৮৮। দ্রোণপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৬০। প্রথম ১৬ পত্রে বামোর্দ্ধ কোণাংশ কীটদষ্ট ও বিলুপ্ত হইয়াছে।

১৭ পত্রের শেষাংশ,—

মহাবীর দ্রোণাচার্য্য ভুবনে বিখ্যাত।
কাহার শকতি যুঝিবেক তার সাথ॥
কহ দেখি প্রভু মোর ইহার কারণ।
এ সব ভাবিঞা মোর স্থির নহে মন॥

কৃষ্ণ বলে চিন্তা না করিহ ধনঞ্জয় ।
কদাচিত নাহি হবে রাজার সংশয় ॥
মহাবীর বৃকোদর আছে তাঁর সাথে ।
চিন্তা না করিহ তুমি তাহার নিমিত্তে ॥
এতেক বলিঞা কৃষ্ণ পার্থে শান্তাইল ।
ধনুক লইঞা যুদ্ধ অনেক করিল ॥
এথা ধর্ম্ম শুনি অভিমন্যুর নিধন ।
ভূমেতে পড়িআ রাজা করেন রোদন ॥
রোদন করএ পাণ্ডবের সেনাগণ ।
মহাশোকাকুল হৈল ধর্ম্মের নন্দন ॥
তবে দুর্য্যোধন বড় আনন্দিত মন ।
মহাশব্দে বাজিতে লাগিল বাদ্যগণ ॥
শত শত জয়ঢাক বাজে জয়ঢোল ।
পৃথিবী জুড়িআ বাদ্যে হৈল গণ্ডগোল ॥
কুরুসৈন্যে হৈল বড় বাদ্য-কোলাহল ।
হেন কালে অস্তগত হৈল দিবাকর ।
কৌরব পাণ্ডব গেলা আপনার ঘর ॥
দ্রোণপর্ব্ব পুণ্যকথা অভিমন্যু বধে ।
কাশীরাম দাস কহে গোবিন্দের পদে ॥

৩॥ দিবস ॥

শেষ,—

গোবধে ব্রহ্মবধে জত হয় পাপ ।
ধৃষ্টদ্যুম্নে না মারিআ যদি এড়ি চাপ ॥
এত শুনি আনন্দিত কৌরব কুমার ।
যুদ্ধ নিবারিআ গেলা আপনার ঘর ॥
পাণ্ডবের দলে হৈল আনন্দ অপার ।
সভে বলে কুরু আজি হইল সংহার ॥
বাদ্যের জতেক শব্দ না জায় লিখন ।
আনন্দিতে নৃত্য করে নট-নটীগণ ॥
রত্ন-সিংহাসনে বৈসে ধর্ম্মের নন্দন ।
ভ্রাতৃগণ সহ হৈলা আনন্দিত মন ॥
বৈশম্পায়ন কহে জন্মেজয় সুনে ।
এত দূরে দ্রোণপর্ব্ব হৈল সমাধানে ॥

কাশীরাম দাস কহে শুনে জেই জন ।
অন্তকালে হয় তার বৈকুণ্ঠে গমন ॥
ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত ॥

ইহার পর নিম্নলিখিত অংশটি সংযোজিত রহিয়াছে। 'বঙ্গবাসী' কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত 'মহাভারতে' এই অংশ কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত আকারে প্রকাশিত হইয়াছে।—

গোবিন্দের লীলা-রস জাহাতে সংসার বস
শ্রবণেতে এইমাত্র সাধ ।
ভজ সাধু সর্ব্বক্ষণ নিবিষ্ট করিআ মন
নাহি ভয় হব যমপুরে ।
দীপ্ত দিনকর সম মুখচন্দ্র নিরুপম
পদনখ দীপ্ত জেন বিধু ।
চতুর্ভুজ পীতাম্বর বনমালা মনোহর
কৌস্তভ শোভিছে বক্ষদেশে ।
মুকুট কুণ্ডল আভা দীপ্ত দিনকর-শোভা
বিচিত্র আনন নাগদেশে ॥
খিরোদ-জলধি-কূলে নিদ্রারূপী হয়্যা ছলে
নাভিপদ্মে ছিষ্টি করে ধাতা ।
ত্রিভুবন করি স্থষ্টি করিলা পীযূষ-বৃষ্টি
অদ্ভুত করিল স্থষ্টিকর্ত্তা ॥
গোবিন্দ পূজএ জেই সর্ব্বত্র বিজয়ী সেই
নাহি তারে শমনের ভয় ।
নিজ রথ আরোহণে পাঠাইআ দূতগণে
নয়্যা জাঅ আপন আলয় ॥
অনুক্ষণ ধ্যান করি অবশ্য ভাবিহ হরি
রচিল ভারত উপাখ্যান ।
দ্রোণপর্ব্ব সুধাভাষ শুনিলে কলুষ নাশ
এত দূরে হইল সমাধান ॥

ইতি দ্রোণপর্ব্ব সমাপ্ত ॥ জথা দৃষ্টং তথা লিখিতং লিক্ষ্যকো নাস্তি দোসকং ॥ ভিমস্বাপী বনে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম ॥ লিখিতং শ্রীনফর দত্ত সাকিম কেন্দগড়িয়া পাঠার্থং শ্রীগঙ্গানারায়ণ

সরকার সাকিম গোবিন্দপুর ॥ সন ১২৩০ সাল তারিখ ১৮ মাঘ ॥ শ্রীশ্রীশিবদুর্গা চরণ স্মরণং ॥ শ্রীশ্রীরাধাদামদরচরণ স্মরণং ॥ শ্রীশ্রীহরি ॥

১৮৯। বনপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৩৫২। শেষাংশে তিন চারিটি পত্র একেবারে নষ্ট ও অপাঠ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রচলিত মহাভারত অপেক্ষা অনেক বেশী উপাখ্যান ও সন্দর্ভ সংযোজিত রহিয়াছে। লিপিকাল অনুমান দেড় শত বর্ষ পূর্ব্বে। অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট লিপি।

আরম্ভ—/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণচরণ শরণং। অথ বনপর্ব্ব লিখ্যতে। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দৈবকীনন্দনায় চ। নন্দগোপকুমারায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

জন্মেজয় বলে শুনি কহ মুনিবর।
পূর্ব্বপিতামহকথা অতি মনোহর ॥
কিরূপে কপটে জিনি নিল রাজ্যধন।
বহু ক্রোধ করাইল বলি কুবচন ॥
কলহের পথ কুরু করিল সৃজন।
কহ শুনি কি করিল পিতামহগণ ॥
ইন্দ্রের সমান সুখ বৈভব তেজিয়া।
কেমতে বঞ্চিলা দুঃখ বনেতে রহিয়া ॥
পতিব্রতা মহাভাগা দ্রুপদনন্দিনী।
তিঁহো সঙ্গে ছিলা বনে অপূর্ব্ব কাহিনী ॥
কি আহার কি ব্যবহার দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন বনে গেলা কোন গিরিবর ॥

প্রচলিত মহাভারতে ('বঙ্গবাসী'-সংস্করণ প্রভৃতি) রামায়ণের উপাখ্যান অংশ পাঁচ ছয়টি মাত্র সন্দর্ভে ১৫।১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই পুথিতে এক রামায়ণ অংশই ১৬৪ পত্র হইতে ৩১৬ পত্র অর্থাৎ ১৫২পত্র বা ৩০৪পৃষ্ঠা। মিলাইয়া দেখা গেল, প্রচলিত মহাভারতের এক পৃষ্ঠা পুথির এক পত্রের সহিত প্রায়ই সমান। প্রচলিত মহাভারতে ২০০ পৃষ্ঠাব্যাপী বনপর্ব্বের মধ্যে ১৫ পৃষ্ঠা রামায়ণ আছে। আলোচ্য পুথিতে ন্যূনাধিক ৩০০ পত্র (মুদ্রিত ৩০০ পৃষ্ঠার সমান) মধ্যে দেড় শত পত্র 'রামায়ণ' রহিয়াছে! অন্যান্য প্রাচীন পুথির সহিত পাঠ মিলাইয়া এ বিষয়ে সময়ান্তরে আলোচনা করা যাইবে। রামায়ণ অংশ হইতে যথেচ্ছ এক স্থান উদ্ধৃত হইল।

২০৯ পত্র,—

যুধিষ্ঠির বলে মুনি কহ অতঃপর।
তবে কোন কর্ম্ম কৈলা রঘুবর ॥
শুনিবারে ইচ্ছা বড় ইহার বিধান।
তবে কোন কর্ম্ম কৈলা প্রভু ভগবান ॥
মুনি বলে অবধান কর নরনাথ।
যে কর্ম্ম করিলা শুন তাহার পশ্চাত ॥
শ্রীরাম বলেন কহ কুশল বারতা।
কোন হেতু কর মিতা এত বড় চিন্তা ॥
সুগ্রীব বলেন রাম জানি তোর মতি।
তোমা হৈতে হৈল মোর এতেক দুর্গতি ॥
ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব বাড়াইলে করিঞা আশ্বাস।
আমি মন্দমতি তাহে করিল বিশ্বাস ॥
জে কর্ম্মের জোগ্য নহ রঘুর কুমার।
সে কার্য্য করিতে তুমি কর অঙ্গীকার ॥
পুনঃ পুনঃ কটু কহে সুগ্রীব রাজন।
লজ্জায়ে মলিন রাম লোহিতলোচন ॥
সুগ্রীব জতেক বলে দুঃখ নাহি তায়।
কুকর্ম্ম করিয়া জেন সুজনে ডরায় ॥
শ্রীরামের নিন্দা শুনি ঠাকুর লক্ষ্মণ।
তিলে তিলে বাঢ়ে ক্রোধ অরুণ লোচন ॥
লক্ষ্মণের কোপ দেখি প্রভু নারায়ণ।
চক্ষু হানি লক্ষ্মণে করিলা নিবারণ ॥
সুগ্রীবে বলেন রাম জোড় করি হাথ।
ইথে অবধান কর বানরের নাথ ॥

একুই আকার দেখি ভাই দুই জন।
চিনিতে নারিল আমি বালি কোন্ জন ॥
বাণ নাহি মারি আমি তাহার কারণে।
তে কারণে রহে আজি বালির জীবনে ॥
পুনর্ব্বার জাহ তুমি বালি রাজস্থান।
এবার মারিব বালি এই নিরূপণ ॥
এক বাণে বালি রাজা যদি নাহি মারি।
এই সত্য কৈল ব্যর্থ রামনাম ধরি ॥
রাজার অগ্রেতে কহে বীর হনুমান্।
রামের প্রতিজ্ঞা রাজা কভু নহে আন ॥
শ্রীরাম বলেন যুদ্ধ কর বালি সঙ্গ।
চিহ্নিত করিয়া জাহ আপনার অঙ্গ ॥
এত বলি পুষ্পমালা দিল তার গলে।
রামের আশ্বাসে বীর অবিলম্বে চলে ॥ ইত্যাদি

অন্যত্র (২২১ পত্র),—

উত্তম মধ্যম আদি জত লোক ছিল।
একে একে হনুমান্ সকল দেখিল ॥
কোথা না পাইল বীর সীতার দর্শন।
চিন্তাকুল হনুমান্ করেন রোদন ॥
আর মোর জীবনে নাহিক প্রতিকার।
কেনে বা আইল মুঞি সাগরের পার ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর অশ্রুজলে ভরি।
কোথা গেলে পাব লাগি রামের সুন্দরী ॥
কান্দিতে কান্দিতে বীর করিলা গমন।
পথশ্রমে গেল বীর অশোকের বন ॥
অশোকের বনে আছে অনেক রাক্ষসী।
মলিন চন্দ্রিমা জেন সীতা আছে বসি ॥
এই জে হইব সীতা জনকনন্দিনী।
কৃতার্থ হইল হনু ভাগ্য করি মানি ॥
শ্রীরামচরণে যদি আছে মোর মন।
জাত হঞা দেখি জেন সীতার চরণ ॥
কনকপুত্তলি সীতা হঞাছে দুর্ব্বলা।
মেঘে ঢাকিঞাছে জেন চন্দ্র ষোল কলা ॥
মলিন বদন সীতার পড়িঞাছে মলি।
তত্ভূত সীতার রূপে পড়িছে বিজুলি ॥
অতি কৃশোদরী মাতা ধূলি সর্ব্বগায়।
এই লক্ষ্মী সীতা হবে বুঝি অভিপ্রায় ॥
এতেক চিন্তিয়া বীর পবনকুমার।
লাফ দিয়া উঠে বীর বৃক্ষের উপর ॥
হেন কালে শুন রাজা ধর্ম্মের নন্দন।
অন্তঃপুরে সীতা বলি উঠিল রাবণ ॥
শীঘ্রগতি আইল রাজা সঙ্গে নারীগণ।
নানা বেশে আইল সেই অশোকের বন ॥
হনুমান্ বলে যদি আইল দশশিরি।
কোন্ ব্যবহার করে রামের সুন্দরী ॥
পতিব্রতা-ধর্ম্ম যদি থাকে দেবী সীতা।
তবে উদ্ধারিব মাতা জনকদুহিতা ॥
পতিব্রতা-ধর্ম্ম যদি না থাকে সীতার।
তবে নাহি উদ্ধারিব কৈল অঙ্গিকার ॥

ভণিতা,—

১। পুণ্যকথা ভারতের শুনে পুণ্যবান্।
পৃথিবীতে নাহি সুখ ইহার সমান ॥
কাশীরাম দাস কহে পাঁচালি রচিয়া।
ইত্যাদি লোকেতে জেন শুনে মন দিয়া ॥

২। মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীদাস গদাধরদাসাগ্রজ ॥

৩। বনপর্ব্ব দিব্য কথা অপূর্ব্ব আখ্যান।
কাশীরামদাস কহে শুনে পুণ্যবান্ ॥

৪। মহাভারতের কথা সুধার সদৃশ গাথা
পাপ নাশে জাহার শ্রবণে।
কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
কাশীরামদাস বিবরণে ॥

শেষ পত্রের (৩৫২) শেষাংশ,—

তবে যুধিষ্ঠির রাজা ভ্রাতৃগণ নঞা।
সভাই হইলা তুষ্ট অগ্নিকাষ্ঠ পাঞা ॥
আনন্দ বিধানে সভে কথোপকথনে।
উপনীত হৈলা উতপর্ণের আশ্রমে ॥

অগ্নিকাষ্ঠ দিল নঞা মুনি বিদ্যমানে।
জত দুখ পাইল সব বলে ক্রমে ক্রমে ॥

১৯০। শান্তিপর্ব্ব।

রচয়িতা—কাশীরাম দাস।

পত্রসংখ্যা—৭১। মধ্যে কয়েক পত্র নষ্ট হইয়াছে। লিপিকাল—১২১৯ সাল।

আরম্ভ—৺নম গণেশায়। শ্রীরাধাকৃষ্ণ সহায়। অথ শান্তিপর্ব্ব লিখ্যতে। তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র ইত্যাদি।

জ্ঞাতিশোকে বিকল হইলা যুধিষ্ঠির।
অবিশ্রান্ত ধারা বহে নয়নের নীর ॥
ক্রন্দন করিঞা বোলে প······প্রতি।
বসুমতী শাসিতে না লয়ে মোর মতি ॥
জ্ঞাতিশোকে নৃপতি জাইতে চাহে বন।
শান্তি করিবারে আল্যা সব মুনিগণ ॥
বসিষ্ঠ নারদ পরাসরের নন্দন।
জার জেই আসনে বসিলা মুনিগণ ॥
যাম্যভাগে বসিলেন রাম নারায়ণ।
ধৌম্য পুরোহিত আদি সকল ব্রাহ্মণ ॥
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরাদি জত নৃপবরে।
বসিলেন পঞ্চ ভাই রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥
জ্ঞাতিশোকে বিকল হইঞা যুধিষ্ঠির।
সভামাঝে কান্দে রাজা হইঞা অস্থির ॥

মধ্য (৩৭ পত্র),—

রাজা বলে কহ শুনি গঙ্গার নন্দন।
তদন্তরে কি কৈল কৌণ্ডিল্য তপোধন ॥
ভীষ্ম বোলে গয়াক্ষেত্রে গেলা মুনিবর।
মহাপুণ্যক্ষেত্র সেই বাখানে অমর ॥
গয়াসুর নামে ছিল দুরন্ত অসুর।
তাহার স্থজিত ক্ষেত্র খ্যাত তিন পুর ॥
এত শুনি জিজ্ঞাসিল ধর্ম্মের নন্দন।
কহ শুনি পিতামহ ইহার কারণ ॥
পচ্ছাত শুনিব কৌণ্ডিল্যের উপাখ্যান।
আগে কহ শুনি দেব ইহার বাখান ॥
তমোগুণে ধর্ম্ম হঞা অসুরকোঙর।
কোন পুণ্যে স্থজন করিল তীর্থবর ॥

শেষ পত্র,—

ভীষ্মের শরীর দহি ভাই পঞ্চ জন।
গঙ্গাতে নামিঞা কৈল তর্পণ।
শ্রাদ্ধ শান্তি কৈল জত ক্ষেত্রির বিধানে।
নানা রত্ন অলঙ্কার দ্বিজে দিল দানে ॥
অন্ন দান ভূমি দান অনেক করিল।
লিখনে না জায় জত ধেনু দান দিল ॥
অতুল দক্ষিণা দিঞা তুষিল ব্রাহ্মণে।
শোকচিত্তে গেল রাজা হস্তিনা ভুবনে ॥
ভীষ্মের ভাবনা বিনে অন্য নাহি মনে।
অন্ন জল নাহি রুচে দুখিত রাজনে ॥
মুনি বোলে জন্মেজয় কর অবধান।
এত দূরে শান্তিপর্ব্ব হৈল সমাধান।
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
কাহার শকতি ইহা বর্ণিবারে পারি ॥
জেবা গায় জেবা পড়ে জে করে শ্রবণ।
তাহাকে প্রসন্ন হন দেব জনার্দ্দন ॥
মস্তকে বন্দিঞা ব্রাহ্মণের পদধূলি।
কাশীরাম দাস কহে ভারত পাঁচালি।

ইতি শান্তিপর্ব্ব সমাপ্ত। জথা দৃষ্ট তথা লিখ্যাত্যাদি ॥ মিদং পুস্তক সাক্ষর শ্রীকালিচরণ দাস সাং গলারগঞ্জ। পাঠার্থ শ্রীমোহন মণ্ডল সাঃ ইতি সন ১২১৯ সাল তারিখ ১১ ভাদ্র বারে মঙ্গলবার তিথি ত্রিতিয়া।

১৯১। সখী-নির্ণয় বা স্বরূপনির্ণয়।

রচয়িতা—কৃষ্ণদাস। পত্রসংখ্যা—২। প্রাচীন পুথি; দুইটির অধিক পত্র নাই। ৩য় পত্রের প্রথম,—

ভদ্ররেখা নাম পরম নিগুঢ়।
তাঁহার স্বরূপ কহি গোবিন্দ গরুড় ॥

সুনহ অপূর্ব্ব কথা নাম সসিমুখি।
শ্রীমুকুন্দ দত্ত বলি তার খ্যাতি লেখি॥
ধনিষ্ঠিকা নাম খ্যাতি তাহার আখ্যান।
দামোদর পণ্ডিত বলি জার প্রমাণ॥
অপূর্ব্ব কহিএ সুন নাম কলহংসি।
কৃষ্ণদাস বলিলাম লেখি প্রসংসি॥
কলিতে কলিতরূপ নাম কলাপিনি।
কৃষ্ণানন্দ চন্দ্র তাহারে বাখানি॥ * ॥ ৮ ॥ *
বিসাখার সখি জত কহি তার নাম।
মাধব মাধুরি আচার্য্য তার আখ্যান॥
তাহার সঙ্গে নিলাম সখিএ মানতি।
নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী তাহার খেআতি॥
চন্দ্ররেখা নাম দেখিএ বিস্তার।
রামচন্দ্র দত্ত জার খ্যাতি নিধার॥
শুনহ আখ্যান এক নামে সে কুঙ্গরি।
বাসুদেব দত্ত জাহার বিচারি॥
হরিণি সখির সুন দেখি নাম আর।
নন্দন আচার্য্য জান সরূপ জাহার॥
চপল বলিঞা তার অপূর্ব্ব এক সখি।
সঙ্কর ঠাকুর বলি তার নাম লেখি॥

৪র্থ পত্রে,—

রঙ্গস্থলে রঙ্গদেবী এক সখি।
শ্রীগোবিন্দ ঘোষ বুলি তার খ্যাতি লেখি॥
সুদেবিকা নাম সখি পরম সুদ্ধোষ।
সেই মুঞি এবে কহি শ্রীবাসুদেব ঘোষ॥
তুঙ্গবিদ্যা অঙ্গসেবা পরম মোহন।
শ্রীমাধব ঘোষ বুলি করিলা বর্ণন॥
ইন্দুলেখা সখি খ্যাতি পরম আনন্দ।
তাহার স্বরূপ কহি শ্রীগোবিন্দানন্দ॥
শ্রীরূপমঞ্জরি বুলি শ্রীবৃন্দাবনে।
শ্রীরূপ গোসাঞি বুলি করিল বিধানে॥
লবঙ্গমঞ্জরি বলে খ্যাতি জার নাম।
সনাতন গোসাঞি বুলি করেন বিধান॥
ইত্যাদি।

১৯২। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, জগন্নাথদাস। পদসংখ্যা—১০। ১৯২ হইতে ২০০ সংখ্যক পুথি, একত্র প্রাচীন তুলট কাগজে একখানি খাতা বা বহির আকারে বান্ধা। ইহার পত্র ও লিপি উভয়ই প্রাচীন। জগন্নাথরচিত দুইটি পদ এই,—

১

পরাণ-নন্দিনি রাধে বিনোদিনী
কোথা গিয়াছিলা তুমি।
এ গোপ-নগরি খুজি ঘরাঘরি
শোকে বেয়াকুল আমি॥
বিহান হইতে কাহার বাড়ীতে
কোথা গিয়াছিলা বল।
চিনি কদলক বিবিধ মোদক
আঁচল ভরি কে দিল॥
কেহো গো ললাটে সিন্দূরের বিন্দু
কেহো দিল তোর ভালে।
কেহো বা বান্ধিল বিনোদ লোটন
নব মালতীর মালে॥
কে গো রসাখানি ঘসিয়া মাজিয়া
ঝাপল চম্পকদামে।
কহে জগন্নাথ সব বিবরণ
জায়া জননীর আগে॥৫॥

২

ও পাড়া গিয়াছিলাম ওমা খেলা খেলিবার তরে।
এক গোয়ালিনী নাগালি পাইয়া
ডাকিয়া লইল মোরে॥
শুন শুন যশোদা তাহার নাম।
তাহার পোএর রূপের ছটায়
জুড়াইল মোর প্রাণ॥
আমারে লইয়া আকুতি করিয়া
বসাইল তার বামভাগে।

তাহার আমার রূপ নিরখিয়া
দিবাকরে বর মাগে ॥
এ গোরো গাখানি ঘসিয়া মাজিয়া
সুবেশ সকল কৈল।
আগুসরি মুই দূতি পাঠাইয়া
আচলে এ সব দিল ॥
কহে জগন্নাথ সব বিবরণ
কহি গো তোমার তরে।
খেলিতে খেলিতে নাগালি পাইয়া
লুকাইয়া রাখিল ঘরে ॥৬॥

১৯৩। দণ্ডাত্মিকা পদাবলী।

রচয়িতা—রায়শেখর। পদসংখ্যা—১২১, পত্র-সংখ্যা ২৩ বা ৪৬ পৃষ্ঠা।

আরম্ভ,—শ্রীনিত্যানন্দ চৈতন্য মম সতি। শ্রীশ্রী-রাধাকৃষ্ণচৈতন্য। সগৃহ গমনং। সময়—প্রভাত। স্থান—আবট। রাগ—বিভাস।

কতহু দুলহু সঙ্গ ভৈগেল বিচ্ছেদ।
মন মাহা গাঢ়ল বাঢ়ল খেদ ॥
ঝর ঝর লোচন সসিমুখি রোই।
অলখিতে আয়ল লখই না কোই ॥
সহচরিগণ মেলি সেজ বিছাই।
অলসে অবস ধনি শূতলি তাই ॥
অন্তরে গর গর শ্যামর লেহ।
সখিগণ সতরে চললি নিজ গেহ ॥
সব জন পূরল নিজ নিজ সাধ।
কহ কবিশেখর রসমরিজাদ ॥১॥

মধ্য,—

সপ্তদশ দণ্ডে সূর্য্যপূজা।
সারঙ্গ রাগ।

কুসুমিত কুঞ্জে কল্পতরু কানন
মণিময় মণ্ডপ মাঝ।
আনি কলাবতী সব জন সঙ্গতি
করে লেই পূজল সাজ॥
কুঙ্কুম চন্দন কেশর অনুপম
চম্পক মালতিমাল।
বহুবিধ তরল ফল নিল সুশীতল
বহু উপহার রসাল॥
ভানু ভবনে ধরি রাখল সারি সারি
দধি ঘৃত রতনপ্রদীপে।
সহচরি মেলি কেলি কলাবতি
বৈঠলি দেব সমীপে॥
নীরজ ভাসি হাসি ধনি বোলহ
শুনহ কানন-দেবী।
দেব-পূজন-বিধি সব জন জানয়ে
তাহিক আনহ সেবি॥
রাইক চিত রীত জানি শেখর
জাই মিলল মধুপাস।
বচন বিশেষে লেই মধুমঙ্গল
আয়ান দেব আওআস ॥৬৫॥

শেষ,—

বিচ্ছেদে বিকল ভেল দুহুক পরাণ।
দর দর অন্তর ঝরএ নয়ান ॥
দুহু মনে মনসিজ জাগি রহু।
বিছরন না হোয়ে কেহো কাহু ॥
নিশবদে সুতল নিন্দ নাহি ভায়।
বিয়োগে বেয়াধি বিথারল গায় ॥
দুহুক দুলহ লেহ দুহু ভালে জান।
দুহুকেরি মিলনে ঘরাত পাচবাণ ॥
রায়শেখর জানে ইহ রসরঙ্গ।
পরবশ প্রেম সতত নহে ভঙ্গ ॥১২১॥
ইতি রায়শেখর দণ্ডাত্মিকা পদাবলী ॥

১৯৪। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, যদুনাথদাস, শশিশেখর ও লোচনদাস প্রভৃতি। পদসংখ্যা ১২। সবগুলি পদই একপর্য্যায়ভুক্ত। দুইটি পদ উদ্ধৃত হইল।

১

অরুণ উদয় কালে ব্রজশিশু আসি মিলে
বিপিনে পয়ান প্রাণনাথ।
একদিঠে গুরুজনে আর দিঠে পথপানে
চাহিতে পরান করি হাথ॥
সখি রে, না জানি কি হব প্রেম লাগি।
কঠিন পিরিতে পরবোধ না মানত
কত চিতে নিবারিব আগি॥
একে কুল-কামিনী তাহে নব-যৌবনী
আর তাহে পরের অধীন।
পিরিতি বিষম শরে রহিতে না পারি ঘরে
ভাবিতে গুণিতে তনু ক্ষীণ॥
কি করিতে কিবা করি আপনি বুঝিতে নারি
উড়ু উড়ু সদা করে চিত।
জ্ঞানদাসে কহে ধিক্ রহু জীবনে
ধিক্ ধিক্ বিষম পিরিতি॥

২

একে কুলকামিনী তাহে নব যৌবনী
আগিনা বাসিয়ে বহু দূর।
গৃহে গুরুগঞ্জন তমু সে দারুণ মন
কানুর পিরিতি লাগি ঝুর॥
জাগিয়া পোহানু নিশি খেনে উঠি খেনে বসি
দিবসে অবশ ভেল দেহা।
জদুনাথ দাস ভনে এই ভয় বড় মনে
কানু বিসরে জনি লেহা॥

লোচনদাসের একটি পদ,—

এমন সুন্দর গোরা কোথা না ছিল গো
কে আনিল নদী নগরে।
নিরখিতে গোরারূপ হৃদয়ে পশিল গো
তনু কাঁপে পুলকের ভরে॥
ভাবের আবেশে ও না আলুয়া পড়িছে গো
প্রেমের ছল ছল দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মনে এমতি হইছে গো
পরাণ পুতলি দিয়া রাখি॥
বিধি কি আনন্দনিধি মথি নিরমিল গো
কে বা সে গঠিল কারিকরে।
পিরিতি কুন্দের কুন্দে তাহারে কুন্দিল গো
নয়ান কুন্দিল কামসরে॥
গোকুলে নন্দের কান বঙ্কিম আছিল গো
কালিয়া কুটিল তার হিয়া।
রাধার পিরিতে তারে সমান করিল গো
সেই এই বিহরে নদিয়া॥
ভাবিতে রাধার তনু গোরারূপ হল গো
সবল হইল প্রেমদানে।
ইহার চরিতে যার চিত না দ্রবিল গো
ধিক্ ধিক্ তাহার জীবনে॥
মনের মরম কথা কাহারে কহিব গো
চিত জেন চুরি কৈল চোরে।
লোচন পিয়াসে মরে ও রূপ দেখিয়া গো
বিধাতা বঞ্চিত কৈল মোরে॥

১৯৫। কবিরাজী পাতড়া।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা—৩। আরম্ভ,—

মাঘ মাসের মসিনার কাষ্ঠ ভস্ম করিয়া পুরিয়াতে রাখিবেক নিরালা তিসির তৈল সিসিতে রাখিবেক তারপর নবীন বস্ত্র দুই হাত মাঘ মাসে ছোলার জমিতে প্রাতে নিহারে ভিজাবে ৭ দিন ছায়াতে শুখাবেক তহ করিয়া রাখিবেক মেঘের কালে লোহার কড়াই অগ্নিতে রাখিবেক তৈল কিছু দিয়া ৵ইচ্ছাতে জদি মেঘে সিল বৃষ্টি হয় তবে এই সিল হাতে গোল করিয়া

বিভূতি লাগাবেক কাপড়ের টুকরাতে বিভূতি দিয়া কাপড় বাধিয়া তৈলে ভাজিবেক ৵করেন যোতি হয় বেহা করিয়া রাখিবেক। * *

কুড় মধু ঘৃত একত্র করিয়া বাটিয়া খাইলে বৃদ্ধ তরুণ হয়।

মধ্য,—

ধবলগিরি কর্ণিকা পুষ্যা নক্ষত্রে মূল গলে লাগাইলে গলগন্দ ভাল হয়।

কুচুল্যা গব্য ঘোলে সপ্তাহ রাখিবে পরে মরিচ আফিঙ্গ সমভাগ আদার রসে বারো প্রহর বটিকা মটর প্রমাণ সিত কম্পজ্বর বেদনা...... অনুপান পান লবঙ্গ ওলাওঠাতে আতব চাউলের জল ঘোর সন্নিপাতে পান লবঙ্গ পেটের বেদনাতে বেলপাতের সত্তর সহিত খাবে।

শেষ,—

পশ্চিমা ব্যাধি ঘা আফুলা মানকাথড়ির মূল কলার মাজপত্রে পুরিয়া পটি বান্ধিলে ভাল হয়। ছুড়ছুড়ার গাছ বাটিয়া প্রলেপ দিলে কাঁচা পশ্চিমা ও সন্নিপাত ভাল হয়। মাদার ছাল ও জিউলির ছাল উজান ভাটী তুলিবেক ও সওা ছয় গণ্ডা মরিচ দিয়া বাটিয়া প্রলেপ দিলে ঘাড়গাগুরা কাচা পাকা ভাল হয় উরুস্তম্ভ ও পিষ্ঠাঘাত ভাল হয় ও রাজগাঁড় ভাল হয় চুন নূতন সরাতে করিয়া আনিবে পরে তার জখন জল সকল শুসিবেক তার পর কাংসপাত্রে সর্ষার তৈল দিয়া মন্থনে একশত একবার ধৌত করিবেক তার পর এই মহলম যে সে ঘায়ে দিলে শুখায়।

গরু বিআইলে যদি পেটে ফুল বন্ধ হয় তবে তেলাকুচার পত্র লতা সহিতে অর্দ্ধ সের যবানি অর্দ্ধ ছটাক আর লবণ অর্দ্ধ ছটাক সহিতে ছেচিয়া খাআইলে ফুল পড়ে তার পর গরুর নাড়ে যদি বেদনা হয় তবে অর্দ্ধ সের কলাই লাউ অর্দ্ধখানা রসুন চারিটা মরিচ অর্দ্ধতোলা যমানি অর্দ্ধতোলা সকল একত্র সিদ্ধ করিয়া খাওআইলে ভাল হয় আর সালপত্র একটা আর যমানী এক তোলা খাওআইলে গরু চারা করে।

১৯৬। মন্ত্র।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। দুইটি মন্ত্র এই স্থলে উদ্ধৃত হইল।—

(১)

আচল চালাম নিচল চালাম জয় দেবি কালিমাতা নাম আকাশের তারা চালাম সর্গের বাসুকি চালাম দেবীর খাটের খুরা চালাম অঁরে বাটী তোরে চালাম চল বাটী চল জে নিয়া থাকে তাথে জায়া ধর যদি মিথ্যা কথা কয় তবে ডাহিনে বাঙে চল সত্য কস ত সর্গে উঠিস্ মিথ্যা কস ত নর্কে পচিস এই সকল পাপ তোর উপরে ওঠে···চুরি করে তার···তল দিয়া জাস দয়াই রামের দয়াই লক্ষ্মণের দোয়াই মা সীতার শীঘ্র চল।

(২)

আস বাপু হনুমান বীর দর্প করি।
মা তোমার রম্ভা বাপ তোমার বানরকেশরী॥
ঋতুবতী হৈয়া রম্ভা জায় জলনিধির তীরে।
বায়ভরে পবন বস্ত্র উড়াইল তারে॥
রম্ভা বলে রে পবন করিলি জাতি নাশ।
জাতি নাশ করি নাই পুরিআছি আশ॥
তোমার গর্ব্ভে জন্মিবেন বীর হনুমান।
এ তিন সংসারে নাই তাহার সমান॥
অমাবস্তা প্রতিপদ্ লগন হৈল জবে।
রম্ভা প্রসবিতে হনুমন্ত হৈল তবে॥
পূর্ব্বদ্বার ঘরে হনুমন্তের শয়ন।
সরোবরতীরে রম্ভা করিলা গমন॥
খুধায় আকুল তবে ঠাকুর হনুমন্ত।
মাখালের ফল খেয়্যা ভানুতে দিলা ঝম্প।
হনুকে দেখিয়া ভানুর অন্তরে হৈল কম্প॥

হাথে বজ্র করিয়া ইন্দ্র আইল ধায়্যা।
বজ্র ফেলি মারিলেন হনুমানের মুণ্ডে॥
অচেতন হৈয়া পড়িলা ভূমিতলে।
জখন শুনিলা পবন হনুর মরণ।
বায়ুভরে সামাইলা গর্ত্তের ভিতর॥
পৃথিবী টলমল করে সৃষ্টি হয় নাশ।
স্বর্গের দেবতা তাহা হইল হতাশ॥
বিমানে চাপিয়া আইল ব্রহ্মা তপোধন।
আনগর মেড়ে আইলা ধর্ম্ম নিরঞ্জন॥
ঢেকি বাহনে আইল নারদ তপোধন।
ঐরাবত বাহনে আইল ইন্দ্র তপোধন॥
বসয়া বাহনে আইল রাজ তিলোচন।
আর সব দেবতা করে হনুর উপর পুষ্প বরিষণ॥
অস্ত্রেতে না জাও কাটা অগ্নিতে না পুড়।
চারি যুগের মধ্যে তুমি অজমর হৈয়॥
তা শুন্যা হনুমান বীর রোষে।
এক একখানি পা ফেলে এক শত কোসে॥
পাতালে সে লেগুড় বীরের স্বর্গে সে পা।
জেখাকে আলগ দোলগ এই লঙ্কা লঙ্কা জা॥
কার আজ্ঞা শ্রীনৃসিংহের আজ্ঞা দয়াই রামের দয়াই লক্ষ্মণের দয়াই সীতার।

১৭৮। পদসংগ্রহ।

পদকর্ত্তা—বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাস, বলরাম, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, চন্দ্রশেখর, নরহরি, বৃন্দাবনদাস, নরোত্তম, শিবানন্দ, ঘনশ্যাম, মনোহর, ভূপতিনাথ ও গোকুলদাস প্রভৃতি। পত্র-সংখ্যা—৪২ বা ৪৮ পৃষ্ঠা। এই পদসংগ্রহ গ্রন্থে নিম্নলিখিতরূপ পদাবলী সংগৃহীত ও বিন্যস্ত আছে,—(১) শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগ—২৭ পদ, (২) শ্রীমত্যাঃ পূর্ব্বরাগঃ—১৯ পদ, (৩) শ্রীকৃষ্ণস্য রূপং—২২ পদ; (৪) রূপাভিসার—৫ পদ। (৫) অভিসার—৩ পদ, (৬) কৃষ্ণাভিসার—১৪ পদ, (৭) বাদরাভিসার—৪, (৮) খণ্ডিতা—৪ পদ, (৯) দুর্জ্জয় মান—১০ পদ। ইহার পর হইতে পদাবলীর পর্য্যায় বা শ্রেণীর নামোল্লেখ নাই, এরূপ পদের সংখ্যা ৬৭। মোট পদসংখ্যা—১৭৯।

শ্রীমতীর পূর্ব্বরাগবিষয়ক ১৯টি পদের মধ্যে মনোহর-রচিত ৭টি পদ এবং দুর্জ্জয় মানবিষয়ক ১০টি পদমধ্যে ভূপতিনাথ-রচিত ৭টি পদ সন্নিবেশিত আছে। এই স্থলে কয়েকটি পদ উদ্ধৃত হইল,—

শ্রীমত্যাঃ পূর্ব্বরাগঃ।

সখি হে, হেন কথা না কহিয় আর।
যে কথা শুনিতে যার পরান জুড়ায় গো
তাহে কিবা কুলের বিচার॥
কত না সুকৃত ব্রত কত পুণ্যরাশি গো
কর্য্যাছিলাম জনমে জনমে।
সেই ত পুণ্যের ফলে শ্যাম চিকনিয়া গো
দেখিলাঙ নয়ানের কোণে॥
ভুবনমোহন রূপ দেখি বা না দেখি গো
একুবার নয়নের পথে।
মুরলির শব্দ যদি শুনিবারে পাই গো
ভুবন মোহিত যার গীতে॥
তবে সে জীবন আশ তবে গৃহবাস গো
তবে সে সফল মোর জেই।
মনোহর কহে সখী যে বল সে বল গো
সুখ মন না বাধই থেহ॥১০॥

দুর্জ্জয় মান।

মাধব নিপট কঠিন মন তোর।
হাত হাত হাম তোহে শিখায়লু
বাত না রাখলি মোর॥
তুহু অতি লম্পট কপটহিঁ পিরিতি
রীত মরম নাহি জানি।
হাতকি লছমি চরণহি ডায়লি
কৈছে মিলায়ব আনি॥

সঙ্কেত করিয়া সময়ে না মানলি
রজনি পোহাঅল জাগি।
তোমার মিনতি লাগি একবেরি আঅব
আয়ত তুয়া অতি ভাগি॥
কানু প্রবোধি চলল চতুর দুতি
মিলইতে রাইক পাশ।
ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুকে
অন্তরে উপজল হাস॥

নিত্যানন্দ প্রভুর বিষয়ক বৃন্দাবনদাস-বিরচিত ১৩টি পদ একত্র সজ্জিত আছে। এই স্থানে দুইটি মাত্র উদ্ধৃত হইল। প্রথম পদের পূর্ব্বে আরম্ভ এইরূপ—৭ শ্রীশ্রীহরি॥ শ্রীশ্রীরাধা গোপীনাথ জীও স্বরণং॥ শ্রীশ্রীবলরাম স্বরণং॥ নির্ত্যানন্দ প্রভুর পদঃ॥

১

বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ কেবল আনন্দকন্দ
ঝলমল অভরণ সাজে।
দুই দিকে শুতিমূলে মকর কুণ্ডল দুলে
গলে এক কস্তর বিরাজে॥
করিবর-শুণ্ড জিনি দুটি বাহুর বলনি
তায় শোভে হেমময় দণ্ড।
অরুণ অম্বর গায় সিদ্ধের গমনে ধায়
দেখি কাঁপে অসুর পাষণ্ড॥
অঙ্গ অতি শুদ্ধ ছটা দেখি জেন চন্দ্রের ঘটা
লম্ফে কম্প হইল বসুমতী।
বীরদর্প মালসাটে শবদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে
দেখ ব্রহ্মলোকে করে স্তুতি॥
অঙ্গ অতি শুদ্ধ স্বর্ণ দুটি আঁখি রক্তবর্ণ
তায় ঝরে প্রেম-মকরন্দ।
সুমেরু বহিঞা ধারা জেন মন্দাকিনী পারা
দেখি সুরলোকের আনন্দ॥
পূর্ব্ব শেষ অবতারে ধরণী ধরএ শিরে
জার অন্ত না পাইল ব্রহ্মা রুদ্র।
এবে কলি অবতীর্ণ জীবে করি পরিচ্ছন্ন
তেঁই বলি গুণসমুদ্র॥
শ্রীচৈতন্য-প্রেমরত্ন জীবেরে করিঞা যত্ন
দিল নিতাই আপনার সুখে।
যে পদ কমলা বাঞ্ছে বিরিঞ্চি শঙ্কর ইচ্ছে
গুণ গায় দশশত মুখে॥
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমধন দিল নিতাই জনে জন
আনন্দ বাঢ়ল সভাকার।
কহে বৃন্দাবনদাসে আপনার দুর্দ্দৈব দোষে
না ভজিলাম হেন অবতার॥১॥

২

প্রেমের সায়র নিতাই চান্দ।
খেনেকে হাসএ খেনেক কান্দ॥
কখন গৌরাঙ্গ বলিঞা ডাকে।
দীন হীন জনে প্রেমেতে দেখে॥
দেখিঞা তাপিত অখিল জনে।
দুর্লভ প্রেম করল দানে॥
এমন দয়াল কে আছে ভাই।
উত্তম অধম জাহাতে নাই॥
সভারে সমান করল দয়া।
দিঞা সে রাতুল চরণছায়া॥
নিতাই-চরণে যে করে আশ।
বৃন্দাবন তার দাসের দাস॥২॥

———

১৯৯। বস্তুনির্ণয়।

রচয়িতা—অজ্ঞাত। পত্রসংখ্যা—১। ক্ষুদ্র গদ্য সন্দর্ভ।

/৭ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ॥ অথ বস্তা নির্ণয়॥ প্রথম কৃষ্ণে গুণ নির্ণয়॥ সব্দগুণ ১ গন্ধগুণ ২ রূপ গুণ ৩ রসগুণ ৪ স্পর্শগুণ ৫ এই পঞ্চগুণ শ্রীমতীতে বৈ॥ সব্দগুণ কর্ণে গন্ধগুণ নাসাতে রূপ গুণ নেত্রে রসগুণ অধরে স্পর্শগুণ অঙ্গে॥ এই পঞ্চ গুনেতে পূর্ব্বরাগের উদয়॥ পূর্ব্বরাগ মন দুই॥ হটতে [হঠাৎ] শ্রবণ ১ অকস্তাতি [অকস্মাৎ] দর্শন ২॥ এই পূর্ব্বরাগ গুন॥ এই পূর্ব্বরাগের [illegible]

এক শ্রবণ তিন। দর্শন তিন॥ শ্রবনাঞ্চ নানাবিধা মোক্ষ তিন। বংশী শ্রবণ॥ স্তুতি মুখে ২ সখিদ্বারে ৩ দর্শনাঞ্চ নানাবিধা মোক্ষ তিন॥ আদৌ স্বপ্নতে বৈচিত্র পটে ২॥ ইতি গুণরস সমাপ্ত॥ সন ১২স পঞ্চাসাল॥

২০০। বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ।

রচয়িতা—বলরামদাস। পত্রসংখ্যা—৫।

আরম্ভ—/৭ শ্রীরাধাকৃষ্ণ। বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ। পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥

আনন্দে বলহ হরি ভজ ভগবান।
ঠাকুর বৈষ্ণব পায়ে মজাইয়া মন॥
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর করুণার সিন্ধু।
এহো লোক পরলোক দুই লোকের বন্ধু॥
বৈষ্ণব জানিতে নারে দেবের শকতি।
মুই কি জানিতে পারো শিশু অল্পমতি॥
বৈষ্ণবের গুর্ণ যশ অপার মহিমা।
আপনে না পারে প্রভু জার দিতে সীমা॥
বৈষ্ণব দেবতা মোর বৈষ্ণব সে ধ্যান।
বৈষ্ণব ঠাকুর মোর বৈষ্ণব সে প্রাণ॥
বৈষ্ণবের পদধূলি লাগু মোর অঙ্গে।
জন্ম জাহুক মোর বৈষ্ণবের সঙ্গে॥
বৈষ্ণবের অধরামৃতে পুরুক মোর দেহ।
মোর বংশে বৈষ্ণবেরে না নিন্দিয় কেহ॥
আমার বৈষ্ণব দেখি জাতি সুধায়।
যমের অধিকারে সেহ নিস্তার না পায়॥
যে মূঢ় বৈষ্ণব দেখি নয়ন ফিরায়।
তামার সলা দিয়া চক্ষু ভাঙ্গে যমরায়॥
চণ্ডাল যবন নাহিক ব্রাহ্মণ।
যেই ভজে সেই হয় কৃষ্ণের প্রিয়োত্তম॥
ভজনের গুণে হয় কৃষ্ণের আমোদি।
ইহাকে যে নিন্দে সে চণ্ডাল বিরোধি॥
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমান।
ইহাতে প্রমাণ দেখ নারদি পুরাণ॥

তথাহি। চণ্ডালোপি মুনিশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোপি শ্বপচাধমঃ॥

পদ্মপুরাণে দেখ আর শ্রীভাগবতে।
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ নাহি পরশিতে॥

তথাহি—

হরিনামমদিক্ষায়াং মালাতিলকবর্জ্জিতং।
দাসনাম ন ধারন্তি তে নরা চণ্ডালাধমাঃ॥
নিগম আগম দেখ শাস্ত্র পুরাণে।
অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ হয় চণ্ডাল সমানে॥
বিপ্র হয় চণ্ডাল না বদিতে লেখে।
বিষ্ণুভক্তি হয় যদি দ্বিজের অধিকে॥
পদ্মপুরাণে লেখে ভক্ত শূদ্র নহে।
অহং ভক্ত হৈলে শূদ্র সর্ব্ব বর্ণে কহে॥

শেষ,—

দিন এক বৈষ্ণবের আছয়ে সেবায়।
ত্রিজগতের নাথ কৃষ্ণ ঘরে বসি পায়॥
বৈষ্ণব যার গৃহে ভুঞ্জে একবার।
তার গৃহে নাহি থাকে জম অধিকার॥
এক বৈষ্ণব সন্তুষ্ট করে জেই জন।
প্রভু বলে তার সনে হয় আমার মর্ম্ম॥
কভু তুষ্ট নহি আমি সাল্‌গ্রাম সেবায়।
বৈষ্ণব-সেবায় তুষ্ট চারি বেদে গায়॥
স্ত্রী-পুত্র পরিজন সব পরিবার।
বৈষ্ণব-চরণে ভজ হউক উদ্ধার॥
বৈষ্ণব গোসাঞি বলি জদি জানি আর।
মুঞি পাপী নাহি জানি সংসারের পার॥
বৈষ্ণবের ঘরে জদি ভিত্ত কর্ম্ম করি।
তথাপি বিষয় দুঃখ সহিতে না পারি॥
বলরাম দাসে কহে এতেক বিচার।
বিসআর ঘরে জন্ম না হয় আমার॥
ইতি বৈষ্ণববিধান গ্রন্থ সম্পূর্ণ॥

১৯২ হইতে ২০০ সংখ্যক গ্রন্থ ব্যতীত এই খাতাখানিতে (১) ক্রিয়াযোগসারোক্ত বিষ্ণুর অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্র, (২) শ্রীকৃষ্ণের নামসহস্রক, (৩) শ্রীবিষ্ণুযামলোক্ত শ্রীগোপালসহস্রনামস্তোত্র, (৪) পদ্মপুরাণান্তর্গত স্বর্গখণ্ডোক্ত নামাপরাধনিরসন-স্তোত্র, (৫) শ্রীরূপচিন্তামণিস্তোত্র, (৬) স্বরোদ-জ্ঞান প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে।

২০১। পদাবলী।

পদকর্ত্তা—রোহিণীনন্দন, পরমেশ্বর দাস, গোবিন্দ দাস, নরহরি দাস। পত্রসংখ্যা ২, পদসংখ্যা ৮। রোহিণীনন্দনের একটি পদ,—

হেই গো মোরে খেপা কৈলে গো।
বুঝি পসি পিরিতি সব হিয়ার মাঝে গো ॥ধ্রু॥
কিবা নিশি কিবা দিশি কিছুই না জানি।
সদা মোর মনে পড়ে বন্ধুর পিরিতিখানি ॥
কি করিতে কিবা করি নারি নির্দ্ধারিতে।
মোর বুঝি ঘুচাল্যো ঘরের সাধ বন্ধুর পিরিতে ॥
শয়নে ভোজনে মোর সদা পড়ে মনে।
জত তুত নিবেধিএ নিষেধ না মানে ॥
হিআ করে দগদগ তনু হইল খিন।
রোহিণীতনয়ে কহে পিরিতের এই চিন ॥৬॥

পরমেশ্বরদাসকৃত পদ,—

আর কি শ্যামের বাঁশি কুলের ধরম থোবে।
নাম ধরি ডাকে বাঁশি বেকত হবে কবে ॥
নিষেধ না মানে বাঁশী সদা করে ধনি।
বাহির-দুআরে কান পাতে নোনদিনী ॥
নোনদি জ্বোনজাল বড় অন্তর বিসাল।
আসিঞা ঘরের মাঝে পাতিবে জঞ্জাল ॥
জে দেশের বাশিয়া বটে সে দেশে মানুষ নাই।
রাধারে বধিতে বাঁশি এনেছে কানাঞি ॥
শ্রীপরমেশ্বর দাসে কয় স্থন রসবতি।
বাঁশির কোমু দোষ নাঞি কালিয়ার জুগতি ॥